বি দ্র

আজ্ঞাপত্র ও সূচী
৯ম ভাগের,
পত্রিকা ১০ম ভাগের

# রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

নবম ভাগ

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

রঙ্গপুর
১৩২১ বঙ্গাব্দ

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা
৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,
বিশ্বকোষ প্রেস
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

# নবম ভাগের সূচী

# রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

( রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পঠিত )

## সভাপতির অভিভাষণ।

সভ্য মহোদয়গণ এবং সমবেত যুবকবৃন্দ ;—

যে আসনে পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গের এক একটি করিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি অধ্যাসীন হইয়া আসনের গৌরব এবং শোভা বিস্তার করিয়াছেন, এমন কি একদিন সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথও যে আসনে উপবেশন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সাহিত্য-মহারথ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় একদিন যে আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই আসনে উপবেশন করিবার জন্য আমার ন্যায় ব্যক্তির প্রতি কেন যে সভ্য-বৃন্দের আদেশ প্রচারিত হইল, তাহা আমি প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছি, অপর আর কোনই কারণ নাই, বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত অদ্যাপি যাঁহার নাম নানা প্রকারে বিজড়িত রহিয়াছে, যিনি আবাল্য বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, সঙ্গীত-রচনায় বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, সেই পুণ্যশ্লোক পূজনীয় পিতৃদেব একদিন এই পরিষদের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। সেই কারণেই যোগ্যতা অযোগ্যতার বিশেষ বিচার না করিয়া এই গুরুভার আমার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীর প্রসাদ-লব্ধ সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার হয় জানি; কিন্তু সরস্বতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেরূপ উদার প্রকৃতির দেবী নহেন যে, বিনা উপাসনায়, বিনা তপস্যায়, পিতার অর্জ্জিত সরস্বতীর প্রসাদ-লব্ধ ধনে তিনি অনায়াসে তাহার পুত্রকেও অধিকারী করিবেন।

### ভারত-সম্রাটের কল্যাণ ও বিজয়-কামনা এবং লর্ড হার্ডিংএর কার্য্যকাল-বৃদ্ধিতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন।

আমি এতদুপলক্ষে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের রাজাধিরাজ ভারত-সাম্রাজ্যের অধিপতি পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের কল্যাণ-কামনা করিয়া, বিজয়-কামনা করিয়া আপনাদিগের অনুমতিক্রমে এই উচ্চাসনে অধিরোহণ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য

যে, আমাদিগের প্রজাবৎসল, সুদক্ষ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-কালের অতিরিক্ত কাল; ভারতে থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং সম্রাট্ এই বিধান অনুমোদন করিয়াছেন। এই জন্য আমরা তাঁহার নিকটে, ভারত-সচিবকে এবং লর্ড হার্ডিংকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। নানা কারণে ভারতের এবং বৃটীশ-সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য লর্ড হার্ডিংএর এ দেশে আরও কিছুকাল থাকা যে বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহা ভারতবাসিমাত্রেই অনুভব করিতেছে।

### গৌড়, বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রদেশ। সীমা ও প্রাচীন ইতিহাস।

#### পালবংশ।

উত্তরে যাহার নগরাজ হিমাদ্রি তুষরাবৃত উচ্চ শৃঙ্গে গগনভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, দক্ষিণে যাহার নদরাজ লৌহিত্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য পদ্মা নামে আখ্যাত হইয়া ফেনিল বীচিমালার হার পরিয়া জাহ্নবী দ্রুতবেগে ধাবমানা, পূর্ব্বে যাহার প্রাগ্‌জ্যোতিষ-ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিরি শৃঙ্গের ন্যায় অসংখ্য তরঙ্গ তুলিয়া ঘন ঘোর গর্জ্জনে জগৎকে পরিত্রস্ত করিয়া সাগরাভিমুখে মহাকায় লৌহিত্য বহমান, পশ্চিমে যাহার দেব-মানবের আরাধ্যা শুভ্র-সলিলা সুর-তরঙ্গিনীর অধিষ্ঠান সেই জনপদের নাম গৌড়, বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্র। একদিন পালবংশের আদিপুরুষ গোপালদেব গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজ-মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, পালবংশীয় রাজাদিগের সময়ে সমুদয় উত্তরাপদ ইঁহাদিগের অধিকৃত ছিল। আমরা এখন দেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিতেছি যে, সে সময় পালবংশীয় নরপতিদিগের প্রতাপ এবং ক্ষমতা দিল্লী ও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত অনুভূত হইত। গান্ধার-রাজ পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে কর প্রদান করিতেন। ব্রহ্মরাজ ইঁহাদিগের আধিপত্য অবনতমস্তকে স্বীকার করিতেন। বিত্রস্ত হইয়া উৎকল, কলিঙ্গের অধিপতি আদেশ পালন করিতেন। দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবৃন্দ সভয়ে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্য আমরা ইংরাজ প্রাত্নতত্ত্বিক মহাপুরুষদিগের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিব। এই রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মপাল নামক স্থান সম্রাট্ ধর্ম্মপালের ক্ষীণ-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। বাগদুয়ারে এখনও পালবংশীয় রাজা বাক্‌পালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ‘ভবচন্দ্রের পাট’ নামে আখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। রঙ্গপুরের অদূরে বোদাল গরুড়স্তম্ভ এখনও আকাশ ভেদ করিয়া মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ গুরব মিশ্রের গৌরব ঘোষণার সঙ্গে পাল নরপতিদিগের গুণ-গাথা গাহিতেছে।

#### সেনবংশ।

পালবংশের অস্তগমনের পরে সেনবংশের অভ্যুদয়। উক্ত বংশের আদি রাজা বিজয়সেন একদিন রাজদণ্ড করে ধারণ করিয়া এই বিশাল রাজ্য প্রবল পুরাক্রমে

শাসন করিয়াছেন। শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনেরও রাজধানী লক্ষ্মণাবতী উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। প্রাগ্‌জ্যোতিষের নীলাদ্রি-শিখরে ও সাগর-তরঙ্গস্নাত শ্রীক্ষেত্রে একদিন লক্ষ্মণসেনের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইত। প্রয়াগে যজ্ঞ-যূপের সহিত একদিন লক্ষ্মণসেনের জয়-স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল। আমরা নৃপতি লক্ষ্মণসেনকে ভুলিয়াছি; কিন্তু মিথিলাবাসীরা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি 'লং সং' বলিয়া লক্ষ্মণ সেনের অব্দ গণনা করিতেছেন এবং পঞ্জিকায় লক্ষ্মণের অব্দ লিখিত হইতেছে। মহারাজ মহীপালের সভায় বসিয়া কবি ক্ষেমীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'চণ্ড-কৌশিক' লিখিয়াছেন। মহাকবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভায় বসিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। মহারাজ বল্লালসেনের রচিত গবেষণাপূর্ণ সুবৃহৎ সংস্কৃত পুস্তক আছে। গুরুদেবের রচিত স্মৃতিনিবন্ধ ও সাংখ্যদর্শনের টীকা আছে, মন্ত্রিরচিত স্মৃতিনিবন্ধ আছে; ধর্ম্মাধিকারের রচিত স্মৃতিনিবন্ধ ও বেদের টীকা আছে। সে সময় রাজভাষা ছিল—সংস্কৃত। প্রচলিত ভাষা কি ছিল, এখনও জানিবার উপায় নাই।

লক্ষ্মণসেনের প্রতি অযথা কলঙ্কারোপ

ও তাঁহার বীর পুত্রদ্বয়।

লক্ষ্মণসেনের প্রতি ইতিহাসে যে কলঙ্ক-মসীর বিলেপন হইয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিগর্হিত, তাহা ইতিহাস-লেখক স্বয়ং মিনাজউদ্দীনের কথাতেই বুঝা যাইতেছে। তিনি স্পষ্টতঃই লিখিয়া গিয়াছেন, লক্ষ্মণসেনের বংশধর বঙ্গে সে সময়ও রাজ্যশাসন করিতেছিলেন; লক্ষ্মণসেন ইং ১১১৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বক্তিয়ার খিলিজি ১১৯৮—১১৯৯ অব্দে দিল্লীশ্বর কুতুবউদ্দীনের বিজয়-পতাকা বঙ্গে উড্ডীন্ করেন।

নোয়াখালী জিলায় দত্তপাড়া নামক একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের দত্তবংশ অতি প্রাচীন বংশ। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের রাজোপাধি ছিল, এখনও দেশবাসী তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তাঁহাদিগের আদিপুরুষের নাম লক্ষ্মণ মাণিক্য। সে দেশের প্রবাদ, তিনি পূর্ব্বে নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, বক্তিয়ার খিলিজির ভয়ে তাঁহার আরাধ্যা কালীকে নৌকায় উঠাইয়া গুরু-পুরোহিত সঙ্গে সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করেন এবং ভুলুয়া নামক পরগণা নিজের আয়ত্ত করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সেই দেশে বাস করেন। কিংবদন্তী মাত্রই মিথ্যা বলিতে পারি না। কিংবদন্তীর মধ্যেও কোন প্রকার সত্য নিহিত থাকে। মিনাজউদ্দীন সৈনিক পুরুষের যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আছে, "ভুঁইয়ার-লছমনিয়া" পলাইয়া গিয়াছে। ভুঁইয়ার অর্থে আমরা সামান্য জমিদার মাত্র বুঝি, রাজাধিরাজ বুঝি না। এই "ভুঁইয়ার" শব্দ দেখিয়াই আমরা কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ মাণিক্যকে লইতে পারি, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনকে লইতে পারি না। অজ্ঞাত

কোন কারণে, রাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন—গৌড়ের রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে কারণে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই কারণে বোধ হয়, গৌড়ে একটিও জন-প্রাণী ছিল না। বীরশ্রেষ্ঠ বক্তিয়ার গৌড়ে আসিয়া একটি প্রাণীরও সাক্ষাৎ পান নাই। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গৌড় তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কামরূপে অভিযান করিয়া সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। লাঞ্ছিত হইয়া কামরূপেশ্বরের ভয়ে ব্রহ্মপুত্র সন্তরণ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। এই কামরূপেশ্বর কে অবধারণ করা আবশ্যক। ভারতে যখন বক্তিয়ারের অপ্রতিহত প্রতাপ, লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপসেন সুবর্ণগ্রামের রাজ-সিংহাসনে বসিয়া তখনও তাম্রশাসনে সগর্ব্বে "গর্গ-যবন-প্রলয়কাল-রুদ্র" বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেন। সুতরাং ভয় কাহাকে বলে তাঁহারা জানিতেন না। ঐতিহাসিকেরা বলেন, রাজ-সিংহাসন লইয়া এই ভ্রাতৃদ্বয়ে গৃহ-বিবাদ হইয়াছিল, সেই সূত্রে মুসলমান সেনাপতি সুবিধা পাইয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সেই সঙ্গে আরও একটু অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরিশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ের আপোষে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে এক ভ্রাতা বঙ্গদেশ গ্রহণ করেন, অন্য ভ্রাতা কামরূপ-রাজ্য লয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কামরূপ (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অধিকৃত ছিল। মহাবীরসেনের বংশধর ভিন্ন অন্য অসভ্য রাজা, বীরকেশরী, যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত বক্তিয়ারকে লাঞ্ছিত করিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

### রাজা নীলাম্বর খেন না সেনবংশীয়?

এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পরে সেনবংশের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। পাতসাহ নাম গ্রহণ করিয়া যখন হুসেনসাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে রাজা নীলাম্বর কামরূপ, কোচবিহার ও রঙ্গপুরে নির্ভয়ে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেন। 'আসাম-বুরঞ্জী' এই নীলাম্বরকে 'খেন' বলিয়াছেন। খেন কি আমরা বুঝি না, অন্যত্র খেন নামে কোন জাতির অস্তিত্ব নাই। আসামে তিন শ, কারের উচ্চারণ খ। তাহারা দন্তবাচক দশন্ শব্দেরও 'দখন' উচ্চারণ করে। এই জন্য রাজা নীলাম্বরকে আমি সেনবংশসম্ভূত বলিতে চাই। রঙ্গপুরে রাজা নীলাম্বরের সুদৃঢ় দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান।

### রাজা নীলাম্বর ও হুসেনসার সমসাময়িক বঙ্গালা-সাহিত্য ও তাহাতে রঙ্গপুর প্রভৃতির প্রচলিত শব্দ।

রাজা নীলাম্বরের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত। হুসেন সার রাজধানী গৌড়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাই। মহাপ্রভু স্বয়ং চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী গাহিতেন। বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হউক বা না হউক, চণ্ডীদাসের পদাবলী খাঁটি বাঙ্গালায় রচিত। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেই চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত ও

চৈতন্ত-চরিতামৃত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমি আত্ম-প্রসাদ অনুভবের সহিত বলিতেছি, দক্ষিণ-বঙ্গে রচিত হইলেও এই সকল পুস্তক রঙ্গপুরে প্রচলিত শব্দের পরিহার করিতে পারে নাই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে "শিতানে" "পৈতানে" পর্য্যন্ত শব্দ আছে।

রঙ্গপুরের প্রাচীন সাহিত্য ও জাগের গান।

জাগের গানে অতীত যুগের বসন্তোৎসবের নিদর্শন।

গোবিন্দ মিশ্র কোচবিহারে বসিয়া বাঙ্গালা পদ্যে ভগবদ্গীতার সুবৃহৎ অনুবাদ লিখেন, শ্রীনাথ পণ্ডিত মহাভারতের আখ্যান বস্তু লইয়া বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত রচনা করেন। সে সময়ে রঙ্গপুর কোচবিহারাধিপতির রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বলিতে পারি, গোবিন্দ মিশ্রের গীতা ও শ্রীনাথী মহাভারত রঙ্গপুরেরই সম্পত্তি। মালদহে যেমন বহুকাল হইতে গম্ভীরা গানের প্রচলন আছে, রঙ্গপুরেও সেইরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে জাগের গানের প্রচলন। এই জাগের গানের সৃষ্টিকর্ত্তা কে বলিবার উপায় নাই। নানা সময়ে নানা পল্লীর গ্রাম্য-কবিগণ নানাভাবে এই গান রচনা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়াই এই গান রচিত। গানে শব্দাড়ম্বর নাই, গানগুলি রঙ্গপুরের কৃষকদিগের ভাষায় নিবদ্ধ, কিন্তু বর্ণনার উৎকর্ষে, রসের জীবন্ত চিত্রের সমাবেশে গানগুলি কোন মহাকবির কাব্য হইতে কোন ক্রমেই হীন নহে। আবার জাগের গানে যেমন নিখুঁত পল্লী-চিত্র আছে, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। যশোলিপ্সাশূন্য অধিকাংশ গ্রাম্য কবিগণ তাঁহাদিগের অধিকাংশ পালায় নিজের নাম যোজনা করিয়া যান নাই। এই জাগের গানে আমরা অতীত যুগের বসন্তোৎসবের নিদর্শন পাই।

ভাঐয়া গান, যুগীর গান, সোনারায়ের গান প্রভৃতি।

গ্রিয়ার্সন সাহেবের রঙ্গপুরি-ভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়ন।

জুগীর ও সোনারায়ের গানের ভাষা সহস্র বৎসরের প্রাচীন।

ক্ষেত্রে যখন সবুজ রঙ্গের আশুধান্যের ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি ঘাসের সঙ্গে বাড়িয়া পশ্চিম-বায়ুর হিল্লোলে তরঙ্গিত হয়, তখন ৫।৭ জন কৃষক পাসুন লইয়া ক্ষেত্র নিড়াইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে তাহারা মনের সুখে প্রাণ খুলিয়া গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দেয়। সেই গানের নাম "ভাঐয়া" গান। এ গানগুলিও গ্রাম্য কবির রচিত। এ গানগুলিও রসে-ভাবে-অলঙ্কারে উৎকৃষ্ট। সার ডাক্তার জর্জ্জ এ গ্রিয়ার্সন যখন রঙ্গপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই সমস্ত ভাঐয়া গান, জাগের গান, জুগীর গান, সোনারায়ের গান ও কৃষক-রমণীরা বিবাহে, অন্নপ্রাশনে তৎকালোপযোগী যে গান গাহিয়া থাকে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল গানের আদর্শে তিনি রঙ্গপুরি-ভাষায় একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে সেই পুস্তকে দুই চারিটি গানও উদ্ধৃত হইয়াছিল। সে পুস্তকখানি এক্ষণে দুর্লভ। জুগীর গানের ভাষা ও সোনা রায়ের গানের

ভাষা দেখিয়া পরিবর্ত্তনের নিয়ম ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, এই গান রচনার পরে প্রায় সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দুই গানের সমবয়স্ক একখানিও বাঙ্গালা পুস্তক জগতে নিজের অস্তিত্ব খ্যাপন করিতেছে না। সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালা ভাষার বাল্যকাল হইতেই রঙ্গপুর তাহার লালন-পালন করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এজন্য বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ রঙ্গপুরের নিকট ঋণী।

### জংনামা ও মহীপালের গীত।

মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হাসেন-হোসেনের সহিত মহম্মদের বিশ্বাসী ভক্ত সহচরের পুত্র এজিতের যে একটি যুদ্ধ হয়, সেই ঘটনা লইয়া বীর ও করুণরসেপূর্ণ 'জংনামা' নামে একখানি কাব্য লিখিত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের রচয়িতাও রঙ্গপুরবাসী মুসলমান কবি। সেই মহাকবির অমৃত-লেখনী হইতে আর একটি অমিয়াধারা নির্গত হইতেছে, তাহার নাম 'আম্বিয়া বাণী'। রঙ্গপুরের পল্লীতে পল্লীতে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ও মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী যে কি পরিমাণে রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, বলিতে বলিতে একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছি। রঙ্গপুরবাসী রাজাকে যে কি চক্ষে দেখিত, ইহা দ্বারা তাহার প্রকটন হইবে। অনাবৃষ্টি হইলে অদ্যাপি রঙ্গপুরের প্রজাকুল সমবেত হইয়া প্রত্যেক গৃহে যাইয়া দেবতা-জ্ঞানে রাজা মহীপালের কীর্ত্তিগাথা গান করিয়া ভিক্ষা করে ও তাহা দ্বারা রাজা মহীপালের পূজা করে। এই গানগুলি কত দিনের রচিত জানি না। এই গান লইয়াই "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" এই প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণবঙ্গ মহীপালের নাম ভুলিয়া তাহাতে শিব-নামের যোজনা করিয়াছে।

### বঙ্গভাষার মধ্যযুগ। রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উত্তর-বঙ্গের ক্রোড়ে পরিপুষ্ট।

এ পর্য্যন্ত যতদূর বলিলাম, ইহা বঙ্গভাষার আদিযুগের কথা। ইহার পরে বঙ্গভাষার মধ্যযুগের প্রবর্ত্তন। আদিযুগে চিঠিপত্র, পাট্টা, কবুলিয়ত, তমস্সুক, সনন্দ, আর্জি প্রভৃতি ভিন্ন কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত হয় নাই। গদ্যের প্রবর্ত্তয়িতা একদিকে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, অন্যদিকে শ্রীরামপুরের পাদরিবৃন্দ। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে, মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠায় অনেক পুস্তিকা লিখিয়াছেন, শঙ্কর-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'পুরুষপরীক্ষা' লিখিয়াছেন। রামমোহন রায় দীর্ঘকাল রঙ্গপুরে কালেক্টরীর দেওয়ান ছিলেন। ১২ বৎসর একস্থানে থাকিলে আইনতঃ তিনি সেই দেশবাসী বলিয়া গণ্য, বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তেও তাঁহার সমস্ত দেহ সেই দেশের পরমাণুপুঞ্জে পরিবর্ত্তিত। সুতরাং রামমোহনকে আমরা রঙ্গপুরবাসী বলিয়া দাওয়া

করিতে পারি। নাটোরে বিদ্যালঙ্কারের শিক্ষা-দীক্ষা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকেও তুল্য যুক্তি-দ্বারা উত্তরবঙ্গবাসী বলিয়া অবধারণ করিতে পারি।

### রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারি-সভা ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্-এসোসিয়েসন-সভার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন সভা স্থাপনের এক বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী সভা স্থাপিত হয়। সেই সভার সভাপতি ছিলেন কুণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ পূজনীয় ভূম্যধিকারী রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়। সেই সভায় সময়ে সময়ে প্রজার স্বাস্থ্য, কৃষির উন্নতি ও ধন-বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে ও গভর্ণমেণ্টকে সৎপরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ পঠিত হইত। সভার বেতনভোগী সম্পাদক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লিখিত দুই চারি খানি পুস্তকও সভার ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। জজের সেরেস্তাদার গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যও সেই সময়ে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে ও অন্য নামে দুই চারি খানি পুস্তক প্রচার করেন। রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে গৌরীকান্ত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

### রঙ্গপুর জিলা-স্কুলের ইতিহাস ও রঙ্গপুরবাসীর বঙ্গভাষা শিক্ষাদানের প্রথম প্রস্তাবে ছাত্রবৃত্তি-স্কুলের প্রথম প্রবর্ত্তন।

কলিকাতা রাজধানীতে যখন হিন্দু-স্কুল মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে রঙ্গপুরের জমীদারেরা চাঁদা করিয়া রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে সেই টাকা গচ্ছিত থাকে, তাঁহাকে স্কুলের সেক্রেটারী করা হয়। জানি না, সে সময়ে কোম্পানীর কাগজের প্রচলন হইয়াছিল কিনা। হইলেও মফঃস্বলবাসী তাহা ভোগ করিতে অসমর্থ ছিল। পোষ্টাফিসে টাকা রাখিবার পদ্ধতি তখন হয় নাই। কাজেকাজে সেই সঞ্চিত টাকা ভাঙ্গিয়া স্কুলের খরচ চালাইতে হইত। রাজমোহন রায় চৌধুরীর পরলোক-গমনের পরে কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরী সভার সভাপতি ও স্কুলের সেক্রেটারী হয়েন। কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী এই উভয় পদ গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের পরে তুষভাণ্ডারের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায় রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাদুরের উপরে এই উভয়বিধ কার্য্য-ভার অর্পিত হয়। রায় বাহাদুর স্কুলের সেক্রেটারী হইয়া বার্ষিক রিপোর্টে কয়েকটি বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তন্মধ্যে একটি বিষয় ছিল, বাঙ্গালী বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা-দান। বাঙ্গালীর মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী বালক শিক্ষালাভ না করিলে বিজাতীয় ভাষায় কখনই ব্যুৎপন্ন হইবে না ইত্যাদি সারগর্ভ অনেক কথা তাহাতে ছিল। সেই রিপোর্টকে মূল করিয়া তাৎকালিক ইংরাজী বাঙ্গালা সমস্ত সংবাদপত্রেই ঘোরতর আন্দোলন হয়, কৃষ্ণদাস পাল তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই

রিপোর্টটি তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি তাহা নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষ জীবনেও তাঁহার সেই রিপোর্টটি আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। বিজ্ঞ গভর্ণমেণ্ট সেই যুক্তিপূর্ণ অনুরোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি-স্কুলের প্রবর্ত্তন করেন। অদ্যাপি সমস্ত বঙ্গ সেই রিপোর্টের ফলভোগ করিতেছে।

### সংবাদপত্র-প্রচলনে রঙ্গপুরের প্রাচীনত্ব এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় রঙ্গপুরের প্রাচীন জমীদার।

যে সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে 'সংবাদ-ভাস্কর' ও 'প্রভাকর' পূর্ণতেজে অভ্যুদিত হয়, সেই সময়ে কুণ্ডীতে 'রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ-পত্র' ও সেইরূপ তেজে বাহির হয়। তাহার কিছুদিন পরেই 'রঙ্গপুর দিক্-প্রকাশে'র প্রকাশ। কি কলিকাতায়, কি অন্যত্র দিক্-প্রকাশের সমবয়স্ক একখানি পত্রও আর এখন নাই। একদিকে কুণ্ডীতে কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত, অন্যদিকে কাকিনায় আমার পূজনীয় পিতামহ সেইরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নমনে বদ্ধপরিকর। এই মহাপুরুষত্রয়ের যুগপৎ যত্ন ও চেষ্টা ও ধন-ধারা-বর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের যুগান্তর উপস্থিত হয়। বঙ্গভাষার আদি নাটক 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' কালীচন্দ্রেরই প্ররোচনায় লিখিত ও মুদ্রিত। শম্ভুচন্দ্রেরই উৎসাহ ও প্রবর্ত্তনায় 'বুধেলা রহস্য নাটক' ও 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' রচিত। কালীচন্দ্রের প্রস্তাবে পদ্মিনী উপাখ্যানের সৃষ্টি, পিতামহ-দেবের কল্পিত উপাখ্যান লইয়া তাঁহারই অনুজ্ঞায় কমল দত্তাহরণের জন্ম।

### সংস্কৃত-চর্চ্চায় ভূস্বামী শম্ভুচন্দ্র ও নীলকমল।

পিতামহদেব যেমন নবরত্নসভায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পণ্ডিতদিগের সহিত জটিলশাস্ত্রা-লোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, সংস্কৃত ক্রিয়াপদের সুবৃহৎ পুস্তক করিতে যাইয়া তিনি যেমন ধাতু-সাধনে নিয়োজিত বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণদিগের সহিত ক্রিয়াপদের শুদ্ধাশুদ্ধি-নির্ণয়ে নিবিষ্ট ছিলেন, তিনি যেমন অদ্বিতীয় কবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত শ্লোকনিবদ্ধ বিক্রম ভারতের কবিতার সহিত কালিদাসের কবিতার তুলনা করিয়া আনন্দে অধীর হইতেন, সেইরূপ তিনি নিজে বঙ্গভাষায় ও পারস্য ভাষায় অনেক কবিতা লিখিতেন ও অন্যের দ্বারা লিখাইতেন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত গুরুচরণ সরকার তাঁহারই সহচর, তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন; তাঁহারই সহচর ছিলেন, ছাত্র ছিলেন, বঙ্গভাষায় সুলেখক প্রতিভাশালী পণ্ডিত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি। যে 'কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকা'র আদর বঙ্গের সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, তাহার গ্রন্থকারকে বোধ হয়, আপনারা বিস্মৃত হন নাই। তাহার গ্রন্থকার নলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ পূজনীয় ভূম্যধিকারী নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর। এই সময়ে (বঙ্গভাষার মধ্য-যুগে) বঙ্গের নানা স্থানে অনেক কবি ও অনেক গ্রন্থকারের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের উল্লেখ করিয়া আর আমি প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না।

বঙ্গভাষার শেষ যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু রঙ্গপুরের কালীচন্দ্রের নিকট উৎসাহিত হন। রঙ্গপুরের দুইটি ঘটনায় বঙ্কিমের দুই খানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সৃষ্টি।

বঙ্গ-ভাষার শেষযুগে—চরম উন্নতির যুগে—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র ছাত্র-জীবনে মাঝে মাঝে সংবাদ-প্রভাকর পত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাত্মা কালীচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, এই বালতরুদ্বয়ের মূলে জলসেচন করিলে কালে ইহারা মহাতরুরূপে পরিণত হইবে। সুশীতল ছায়ায় সমস্ত বঙ্গদেশকে আবৃত করিবে ও মধুর অমৃত-ফল বিতরণ করিয়া বঙ্গের নরনারীকে অমর করিবে। তাই তিনি মুক্তহস্ত হইয়া সেই বালবৃক্ষদ্বয়ের মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতেন, জগতে তাহার প্রচার নাই। ইতিহাসে রঙ্গপুরের ঘটনা বিচিত্র কাব্যময়। সুকবির হাতে পড়িলে সেই সকল ঘটনা লইয়া কত সুন্দর সুন্দর কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে। তাহারই দুইটি ঘটনা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত সেই উজ্জ্বল চিত্র দুইখানি আদর করিয়া বঙ্গবাসী শিয়রে রাখিয়া দিয়াছে।

চন্দ্রের পরে রবি—কিন্তু তাঁহার সকল মত সকল শুক্তিই মুক্তাপূর্ণ নহে। কলিকাতার কথ্য-ভাষা-প্রচলনের ব্যর্থ প্রয়াস।

এই যুগেই চন্দ্রের পরে রবির উদয়। রবি বঙ্গবাসীর অর্ঘ্য পাইবেন আশ্চর্য্য নয়, শ্বেতদ্বীপবাসীও তাঁহাকে আদর করিয়া অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। এ অর্ঘ্য ভারতের অর্ঘ্য নয়, দুর্ব্বাতণ্ডুলের অর্ঘ্য নয়, এ লক্ষাধিক মুদ্রায় নির্ম্মিত মহার্ঘ। এজন্য বঙ্গ গৌরবিত হইয়াছে, ভারত গৌরবিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবি; তাঁহার কবিতায় মোহিত হইতে পারি, নিশ্চয় মোহিত হইব। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত সমস্ত মতই যে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে হইবে, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি যে কলিকাতার কথ্য-ভাষাকে লেখ্য-ভাষায় পরিণত করিতে চান, ইহার বিরুদ্ধে অনেক বলিবার আছে। আজ কলিকাতা নগরীকে ভারতের রাজধানী কে বলিবে? আজ যেমন দিল্লী ভারতের রাজধানী হইয়াছে, সেইরূপ কি কলিকাতা হইতে অন্যত্র এই বঙ্গরাজধানীর পরিবর্ত্তন হইবে না? আজ যেন বঙ্গরাজধানীর ভাষা বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা কতকটা কলিকাতার ভাষা ব্যবহার করি, তখন কি হইত? তখন আবার আঁচাইয়া গণ্ডূষ করিতে হইবে। নূতন রাজধানীর ভাষাকে লেখ্য করিতে হইবে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, দক্ষিণবঙ্গের লিখিত প্রাচীন রঙ্গপুরি-ভাষার সমাবেশ আছে। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, তখন উত্তরবঙ্গে গৌড়ের রাজধানী অবস্থিত ছিল, সেই জন্য দক্ষিণ বঙ্গের কবিরাও সেই ভাষার অনুকরণ করিতেন। সংস্কৃত ও বহুল পালিপ্রাকৃতে পরিপূর্ণ আজ যে উত্তরবঙ্গের ভাষা শুনিয়া দক্ষিণ বঙ্গের নর-নারী হাসিয়া

হিল্লোলে আসর কাঁপাইয়া তুলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে কলিকাতার ভাগ্যেও যে তাহাই হইবে আশ্চর্য্য কি ?

বঙ্গসাহিত্যে মহিমারঞ্জন।

বঙ্গভাষার এই শেষ যুগে পূজনীয় পিতৃদেব কাকিনায় বসিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইতেন, গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁহার অদ্ভুতশক্তি ছিল। বঙ্গের দুঃস্থ গ্রন্থকারদিগের বহু গ্রন্থ তিনি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আজও যে কাকিনার অন্তঃপুরচারিণীরা পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ গদ্য পদ্য লিখিতে সমর্থ, সেটুকু সেই পুণ্যশ্লোকের প্রভাবের ফল,—যত্ন ও চেষ্টার ফল।

রঙ্গপুরে কোর-আন শরীফের অনুবাদ।

হিন্দুর যেমন বেদ, পারসিকের যেমন জেন্দাভেস্থা, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর যেমন বাইবেল, ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমানেরও সেইরূপ কোরান সরিফ। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের নির্ম্মাতা কেহ ছিলেন না। ঈশ্বরের নিকট হইতে এক একটি করিয়া সুরা মহাত্মা মহম্মদের নিকটে প্রাদুর্ভূত। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাচীন আরবি ভাষায় নিবদ্ধ। আরবি ভাষায় মহা-পণ্ডিত না হইলে কাহারও পক্ষে এই গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমাদিগের রঙ্গপুরেরই উকীল শ্রীযুক্ত মৌলবী তসলিমুদ্দীন খাঁন বাহাদুর এই দুরূহ গ্রন্থ বিশদ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যত্র যাহা নাই, রঙ্গপুরে তাহা হইয়াছে। এজন্য রঙ্গপুর সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর।

শাস্ত্রী মহাশয়ের "বঙ্গের গৌরবে" উত্তরবঙ্গের গৌরব অধিক।

প্রতিভা, বিদ্যা, যত্ন, উপকরণ-সংগ্রহে সামর্থ্য থাকিলে মানব কি না করিতে পারে? সেদিন বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের গৌরব দেখাইতে যাইয়া যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া কোন বঙ্গবাসীর গর্ব্বে ও আনন্দে বক্ষঃস্থল স্ফীত ও স্পন্দিত না হয়? আমাদিগের আর উত্তরবঙ্গের গৌরব করিতে যাইয়া অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না। একটু অনুধাবন করিলে,—প্রণিধান করিলেই বুঝিবেন। শাস্ত্রী মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয় লইয়া এই উত্তর-বঙ্গই গর্ব্ব করিতে পারে। বঙ্গের মধ্যে আবার তজ্জন্য উত্তর বঙ্গেরই গৌরব রহিয়াছে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিবর্গ।

অতীত যুগের সাধুকার্য্যে সর্ব্বত্র যাঁহার নাম বিজড়িত রহিয়াছে, সেই পূজনীয় পুণ্যশ্লোক রাজমোহন চৌধুরীর বংশধর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর অদম্য উৎসাহে ও যত্নে রঙ্গপুরের বক্ষে এই পরিষদের সৃষ্টি। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বর্ষে বর্ষে সাহিত্য-

সম্মিলন হইতেছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার পিতৃদেব এই সভার সভাপতি ছিলেন, তজ্জন্যও এই সভার উপরে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় দীর্ঘকাল এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় রঙ্গপুরে উপস্থিত থাকেন না বলিয়া অবসর গ্রহণ করেন। পরে রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় সভাপতির আসনে আসীন হন। তাঁহারই কৃপায় আমরা আজ সাহিত্য-পরিষদকে এই সুবৃহৎ গৃহে আনিতে পারিয়াছি ও এই সুবৃহৎ গৃহচত্বরে বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছি। আজ আবার ভগবৎকৃপায় আমরা একজন ন্যায়নিষ্ঠ সাহিত্যিককে স্থায়ী সভাপতির আসনে পাইয়াছি। ইনি আবাল্য সাহিত্যসেবী, সুলেখক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-বিদ্যায় সুদক্ষ, রাজা-প্রজা উভয়েরই হিতকামী, রঙ্গপুরের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট্ গুপ্ত মহাশয়ের হস্তে পড়িয়া পরিষদের আশাতীত উন্নতি হইবে। আমরা তাহা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি।

ছাত্র-জীবনের গঠন ও বিকাশ।

আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচনে রঙ্গপুরের হিন্দু-মুসলমান-ছাত্রবৃন্দ বিশেষ প্রয়াসী ছিল। পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বারম্বার আমাকে জানাইয়াছেন যে, ছাত্রবৃন্দের বিশেষ ইচ্ছা যে, আমি সভাপতির কার্য্য অদ্য নির্ব্বাহ করি। বালকদিগের এরূপ আমার প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না; এবং এই পদের অযোগ্য হইলেও আমি কোনক্রমেই এতদ্বিষয়ে তাহাদিগের ইচ্ছা অবহেলা করিতে সমর্থ হই নাই এবং মনে সেরূপ কল্পনারও উদয় হয় নাই। আশা করি, তাহাদিগের এই শুভভাব আমার প্রতি চিরদিনই থাকিবে। ছাত্র-জীবন অতীব কর্ত্তব্যময় এবং দেশের আশা-ভরসা তাহাদিগের উপর অধিক নির্ভর করে। ছাত্র-জীবনের গঠন এবং বিকাশও যাহা, দেশের গঠন ও বিকাশও তাহাই। আজ যাহারা ছাত্র রহিয়াছে, কিছু দিবস পরে তাহারাই নগরবাসী, দেশবাসী হইবে। এবং তাহাদের জীবনেই দেশের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইবে। আমার যুবকবন্ধুদিগকে এতদুপলক্ষে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার বিশেষ ইচ্ছা আছে; তাহা এই যে, বাল্যকালেই এবং যৌবনেই সংযম অভ্যাসের প্রশস্ত সময় এবং সংযম অভ্যাস না হইলে সংসারে কোন বিষয়েই বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারা যায় না এবং উহার অভাবে ভবিষ্যৎ জীবন যে দুঃখ এবং অশান্তিময় হইবে তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

অনুরোধ

আর আমার অধিক বলিবার নাই, আমি আপনাদিগের অনেকটা সময় গ্রহণ করিয়াছি, ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়া পড়িয়াছি। সাহিত্য-সেবা ভিন্ন দেশের কল্যাণ হয় না, তাই আমি

উপসংহারে কেবল রঙ্গপুরবাসীকে নয়, সমস্ত উত্তরবঙ্গবাসী ও উত্তরবঙ্গের সংস্পৃষ্ট রাজা, মহারাজা, ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিতবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা প্রত্যেকে এই পরিষদের উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে আত্মাকে নিয়োজিত করুন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগের দেশের মঙ্গল করুন।

শ্রীমহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী

কামরূপ-শাসনাবলী—৫।৬

# রত্নপালের তাম্র-শাসনদ্বয়

কামরূপের প্রাচীন ভূপতিগণের যে সকল তাম্র-শাসন মহামতি শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব বাহাদুরের অনুসন্ধিৎসার ফলে বঙ্গীয়-এশিয়াটিক-সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়া প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হর্ণলি সাহেব কর্তৃক সমালোচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রত্নপালের এই তাম্রশাসন দুইখানিই শেষ-কিস্তি। এই শাসন-যুগলের বিবরণী সোসাইটির ১৮৯৮ সালের পত্রিকার প্রথম-ভাগ প্রথম সংখ্যার ৯৯ পৃষ্ঠা হইতে ১২৫ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রত্নপাল ইন্দ্রপালের পিতামহ; অতএব ইন্দ্রপালের শাসনালোচনার পূর্ব্বেই এই শাসনদ্বয়ের সমালোচনা সমীচীন ছিল। কিন্তু ইন্দ্রপাল দেবের তাম্রশাসন যেরূপ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি—ইহা তেমন সহজে পাইতে পারি নাই; সোসাইটির আফিস হইতে অবশেষে যথোচিত মূল্য দিয়া ঐ সংখ্যার পত্রিকাখানি সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি।

সোসাইটির পত্রিকায় দুই খানি তাম্রশাসন একই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছিল—আমরাও তাহাই করিব। একই ভূপতি কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়াই যে একত্র সমালোচনার যোগ্য, তাহা নহে। পরন্তু দুই খানির মধ্যে একখানির সমগ্রই পাওয়া গিয়াছে; অপর খানির ফলকত্রয়ের প্রথম ফলক পাওয়া যায় নাই, মধ্যের ফলকেরও প্রথম পৃষ্ঠার লেখা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় শাসনের যতটুকু পড়িতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, শাসন-প্রদাতা সম্বন্ধে যে টুকু লেখা ছিল (তাহাতে শাসনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই অধিকৃত ছিল) তাহা প্রায় প্রথম শাসনের অবিকল অনুরূপ; অতএব যে টুকু হারাইয়া গিয়াছে অথবা যে অংশ ভালরূপ পড়িতে পারা যায় না, তাহার নিমিত্তে পরিতাপের বিশেষ কারণ নাই, প্রথম শাসন হইতেই তাহা পাওয়া যাইতেছে। এই নিমিত্তেই শাসন দুইটি এক সঙ্গে একই প্রবন্ধে আলোচ্য।

তথাপি শাসনদ্বয়-সম্বন্ধে মন্তব্য পৃথক্ পৃথক্ই লিখিত হওয়া উচিত; ডাঃ হর্ণলি মহোদয়ও তাহাই করিয়াছেন এবং আমরাও সেই মহাজনের পথ যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া চলিব।

## ( ১ ) রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসন

এই খানি যে কখন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ঠিক্ বলা যায় না। দরঙ্গ জিলার তেজপুর সব্‌ডিভিশন স্থিত বরগাও মৌজার অন্তর্গত নাহোরহাবি গ্রামের জনৈক কৃষীবলের নিকটে ইহা পাওয়া গিয়াছে—সে বলে যে, ইহা নাকি তাহার পিতামহ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহা হইলে আজ প্রায় ৮০ বৎসর হইল, শাসনখানি পাওয়া গিয়াছে—তখন সবেমাত্র আসাম ব্রিটিশ্-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তখনই শাসনখানি যদি কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হইত, তবে ইহা বনমালদেবের শাসনের ন্যায় শোচনীয়ভাবে পঠিত ও আলোচিত হইয়া তদ্বৎ চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইত—আলোক-চিত্রের অভাবে ইহার পুনরালোচনাও অসম্ভব হইত। যদিও এই শাসনখানি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে জানা যায় না, তথাপি সৌভাগ্যবশতঃ ইহার আলোকচিত্র থাকায় তৎসাহায্যে ইহার পাঠ-সংশোধনাদি যথাসাধ্য করিতে পারিতেছি।

রত্নপাল দেবের রাজত্বের পঞ্চবিংশ বৎসরে এই শাসনখানি বিষ্ণুপদী-সংক্রান্তি বিশেষে পারাশর গোত্রজ বীরদত্ত নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করা হয়। শাসনীকৃত ভূমি ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে ছিল কিন্তু কোথায়, তাহা বলা সুকঠিন ; হাজার বৎসরে এত বিপ্লব এই প্রদেশের উপর দিয়া গিয়াছে যে, সামান্য একখণ্ড ভূমির সংস্থান-নির্ণয়ে গবেষণা-প্রয়োগ ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাসনপ্রদাতা রত্নপাল, ইতিপূর্ব্বে যাঁহার শাসন আলোচিত হইয়াছে,* সেই ইন্দ্রপাল দেবের পিতামহ। ঐ শাসনালোচনা উপলক্ষে রত্নপালেরও আনুমানিক সময় নিরূপিত হইয়াছে। রত্নপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কামরূপে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন ; ডাঃ হর্ণলিও এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শাসন মধ্যে একটি গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। ত্রেতাযুগ হইতে নরকের বংশধরগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ভাস্করবর্ম্মার কাল পর্য্যন্ত এই বংশীয় নৃপতিগণ ধারাবাহিকরূপে কামরূপ-রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎপর ম্লেচ্ছরাজ শালস্তম্ভ কর্ত্তৃক ইঁহারা সিংহাসনচ্যুত হন। শালস্তম্ভের পর বিগ্রহস্তম্ভাদি বিংশতি সংখ্যক নরপতি রাজত্ব করিলে, তাঁহাদের শেষ ভূপতি শ্রীত্যাগসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তখন মাৎস্যন্যায় পরিহারার্থে প্রজাবৃন্দ একজন রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনস্থ করেন। যখন এই শালস্তম্ভাদি একবিংশতি জন রাজা রাজত্ব করেন, তখনও বিশুদ্ধ নরক-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ নিষ্প্রভ অবস্থায় আশেপাশে অবস্থান করিতেছিলেন বোধ হয়। যেহেতু সেই নির্ব্বাচিত রাজা "ব্রহ্মপাল" নরকবংশীয় ছিলেন বলিয়াই প্রজাগণ কর্ত্তৃক সাদরে রাজাধিনায়কত্বে বৃত হইয়াছিলেন। শাসনের ৯ম ও ১০ম শ্লোকে এই মূল্যবান্ তথ্য বিবৃত

---

* রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৯—২য় ও ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। এই ব্রহ্মপাল শাসনপ্রদাতা রত্নপালের পিতা। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে, রত্নপাল যাঁহাদিগকে "ম্লেচ্ছাধিনাথ" বলিয়া—অন্ততঃ ইঁহারা নরকবংশীয় নয় বলিয়া—প্রকারান্তরে খ্যাপিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে—যথা বনমাল ও বলবর্ম্মা—যে সকল শাসনপ্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তাদির বংশীয় বলিয়াই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই দুই আপাতবিরোধের কোনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না কি?

সর্ব্বদৌ মনে রাখা উচিত যে, শাসনপ্রদাতা রত্নপাল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ জন রাজার রাজত্বের পূর্ব্বের কথা বলিতেছেন, অর্থাৎ শতাব্দীতে ৬।৭ জন রাজার কাল ধরিলেও তিন কি সাড়ে তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের একটা কিংবদন্তীর উল্লেখ করিতেছেন। অথচ একটু সাবধানতা সহকারেই ঐ কথার অবতারণা করিতেছেন। শালস্তম্ভকে তিনি স্পষ্ট 'ম্লেচ্ছ' বলেন নাই, কিন্তু 'ম্লেচ্ছাধিনাথ' বলিয়াছেন। মহাভারতে রাজা ভগদত্তকে কিরাত-সৈন্য সহকারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দিতে দেখি। এই প্রদেশে প্রাচীনকাল হইতেই কিরাতাদি ম্লেচ্ছশ্রেণী লোকের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। শালস্তম্ভ নরকবংশের এক প্রাচীন শাখা-সম্ভূত ব্যক্তি হইতে পারেন—যেমন রত্নপালের পিতা রাজ্যহীন নরকবংশীয় ছিলেন। তিনি ঐ বংশের প্রধান শাখাকে নিস্তেজ দেখিয়া কতকগুলি পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছসৈন্য সংগ্রহ-ক্রমে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন—তাই তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আপনা-দিগকে নরকভগদত্তের বংশ বলিয়া থাকিবেন। শ্রীত্যাগসিংহের মৃত্যুর পরে যখন ঐ পরিবার জনশূন্য হইল, তখন হয়তো অপরাপর বংশীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সিংহাসনাধিরোহণার্থ দাবি-দাওয়া করিতে লাগিলেন—হয়তো বা রাজদৌহিত্র কেহ প্রার্থী হইতে পারেন। তখন প্রজাগণ "আমরা অপর কাহাকে চাই না—নরকবংশীয় কেহ থাকেন তো তাঁহাকেই চাই" তাই "সাগন্ধ্যাৎ" অর্থাৎ জ্ঞাতিত্বসূত্রে ব্রহ্মপাল রাজা হইলেন। এইরূপ একটা মীমাংসা না করিলে যে বনমাল-বলবর্ম্মা একবারে নিতান্ত অনৃতভাষী ভণ্ড হইয়া পড়েন।*

গৌড়ে যেমন গোপাল প্রজাকর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, কামরূপেও ব্রহ্মপাল জনগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় রাজনির্ব্বাচনে প্রজার অনেক সময় একটা অধিকার থাকিত। পুরাণেতিহাসেও মধ্যে মধ্যে এতাদৃশ উদাহরণ দেখা যায়।

* ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনালোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে, বলবর্ম্মাদির তাম্রশাসনে "বারাহ পরমেশ্বর" উপাধি না থাকাতে তাঁহারা যে বরাহপুত্র নরকের বংশীয় নন ইহা সমর্থিত হয়। কিন্তু রত্নপালের তাম্রশাসনা-লোচনায় ঐরূপ মন্তব্যের অসমীচীনতা প্রমাণিত হইতেছে—কেন না রত্নপালের উপাধিতে ও "বারাহ" শব্দের অভাব দেখা যাইতেছে। শালস্তম্ভকে পাকেপ্রকারে 'ম্লেচ্ছ' বলিবার অপর এক গুরুতর কারণও থাকিতে পারে—হয়তো কোনও নরক ভগদত্তবংশীয় 'ম্লেচ্ছ' মধ্যে বিবাহাদি করিয়া তৎসমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শালস্তম্ভ তাঁহারই বংশধর; এ অবস্থায় শালস্তম্ভের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ নিজকে নরকবংশীয় বলিয়া খ্যাপিত করিলে নিতান্ত অসঙ্গতি হয় না।

এই তাম্রশাসনখানির আলোচনায় ও অনুবাদে ডাঃ হর্ণলি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গেইট্ বাহাদুরও তদীয় আসাম-ইতিহাসে এই শাসনের একটি ফলকের এবং সিলমোহরের প্রতিকৃতি ছাপাইয়াছেন এবং পরিশিষ্টে ডাঃ হর্ণলিকৃত অনুবাদ সটীক উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন কামরূপের শাসনপত্রের একটি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই শাসনখানির লিপি অতিশয় প্রমাদপূর্ণ হওয়াতে হর্ণলি সাহেবের পাঠে বহুতর ভুল-ভ্রান্তি রহিয়াছে এবং অনুবাদেও সুতরাং প্রভূত অশুদ্ধি আছে—কোন কোন স্থলে পাঠ শুদ্ধ হইলেও অনুবাদ ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে; এইগুলি যথাস্থানে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ হর্ণলি এই শাসনের আলোচনায় ডাঃ ব্লকের সহায়তার কথা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি এতগুলি গলদ রহিল, ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে।

উপসংহারে শাসন-রচয়িতা কবির বিষয়ে দুএকটি কথার আলোচনা উচিত মনে করি। এই কবির গদ্য-পদ্য-লেখনে বেশ ক্ষমতা ছিল—প্রথম দুইটি বন্দনায় শ্লোকে খুবই চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য শ্লোকেও বেশ ওজস্বিতা রহিয়াছে। তৎপরে গদ্যরচনাতে বাণভট্টের অনুকরণে সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ ও নানালঙ্কারখচিত বাক্যাবলীর অবতারণা করিয়া শাসনটিকে একটু জমকালই করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ হর্ণলি কবির এই গদ্য-রচনার প্রয়াস দেখিয়া মনে করিয়াছেন, বুঝি শ্লোক-রচনায় তাঁহার তেমন নৈপুণ্য ছিল না।* ইহার প্রতিবাদ বাহুল্য মাত্র—বরং বলিব যে ডাঃ হর্ণলির এটা একটা মস্ত ভুল হইয়াছে—ইহাতে তাঁহার এতদ্বিষয়ক নিজের অনভিজ্ঞতামাত্র সূচিত হইয়াছে। তদালোচিত বলবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে গদ্য নাই—কিন্তু বনমালের শাসনখানি যদি তিনি দেখিতেন তবে তাঁহার অন্যরূপ ধারণা হইত—অচিরাবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার শাসনের গদ্য-ঘটা বড় কম নহে। ফলতঃ প্রশস্তিতে গদ্য-পদ্যময় চম্পূর অথবা বিরুদের† একটা যে বিশেষত্ব আছে, তাহা জানিলে তিনি এমন মন্তব্য কখনও করিতেন না। আমাদের প্রাচীন কবিরা পদ্য যেরূপ অনায়াসে লিখিতে পারিতেন, গদ্য তেমন পারিতেন না; সংস্কৃত ছন্দের ঝঙ্কারে পদ্যরচনা স্বভাবতঃই মনোহারী হইয়া থাকে, তাই ছন্দোহীন গদ্যে তাঁহারা প্রয়াসপরায়ণ খুব কমই হইতেন। অতএব এই কবি যে গদ্য-পদ্যে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অম্লানবদনে ইন্দ্রপাল বলবর্ম্মার শাসন-রচয়িতা অপেক্ষা উচ্চতর আসন প্রদান করিতেছি।

ডাঃ ব্লক্ বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত হইতে কতকগুলি স্থল উদ্ধৃত করিয়া এই শাসনে তাহার ভাবানুকরণ বা বাক্যাপহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই স্থলগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

* The fact that about onehalf of the royal genealogy (?) is in prose suggests that the writer's literary powers were not equal to the task of versifying the whole.

† "গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে।" সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে।

| ( হর্ষচরিত ) | ( রত্নপালের তাম্রশাসন ) |
|---|---|
| ( ১ ) "হুণহরিণকেশরী সিন্ধুরাজ জ্বরো গুর্জ্জর প্রজাগরো গান্ধারধিপগন্ধদ্বিপকূটপা-কলো লাটপাটবপাটচ্চরো মালবলক্ষ্মীলতা-পরশুঃ।" ( চতুর্থ উচ্ছ্বাস ) | "গুর্জ্জরাধিরাজপ্রজ্বরেণ দুর্দ্দান্তগৌড়েন্দ্র করিকূটপাকলেন ইতাদি ২য় ফলক ১ম পৃষ্ঠা |
| ( ২ ) বাসবাবাস ই ব" ( তৃতীয় উচ্ছ্বাস ) | বাসবাবাসস্পর্দ্ধিনি ২য় ফলক ২য় পৃষ্ঠা |
| ( ৩ ) অর্জ্জুনোযশসি, ভীষ্মোধনুষি" ইত্যাদি ( তৃতীয় উচ্ছ্বাস ) | অর্জ্জুনো যশোসি- [ ভীষ্মো ধনুষি ] * ভীমসেনো যুধি ইত্যাদি ২য় ফলক ২য়পৃষ্ঠা |

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গন্ত রচনায় কবি বাণভট্টের অনুসরণ করিয়াছেন। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এমন উপমান বা উপমেয় কম আছে যাহা বাণভট্টের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। এবিষয়ে পরবর্ত্তী কবিগণ নাচার; ডাঃ ব্লক্‌ যদি খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কাদম্বরী ও হর্ষচরিত অনুসন্ধান করিতেন, তবে এই শাসনে আরো অনুরূপ ভাব বা অনুকৃত শব্দ পাইতেন। তবে তৎপ্রদর্শিত ১ম দফাতে দু একটি মাত্র শব্দে অনুকরণ দেখায়, এবং যাহা রাজবর্ণনায় বাণভট্ট বলিয়াছেন এই কবি প্রাকারবর্ণনায় তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ২য় দফাতে বাসবাবাস শব্দটি বাণভট্ট না পড়িয়াও কেহ লিখিতে পারিত ইহা বাণভট্টের 'পাটেণ্ট' নহে। ৩য় দফার অর্জ্জুনো যশসি ভীষ্মো ধনুষি"—এতাদৃশ বাক্য, যে ঐগুলি প্রবাদ বচনের ন্যায় সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। আর বাণভট্টের ভাবানুসরণে বিশেষ দোষই বা কি? সেক্সপিয়ার বা মিল্টন পড়িয়া যদি কেহ নিজের রচনায় তাঁহাদের দুই একটি ভাব বা উক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ করে, তবে তাহাতে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিই হয়—এবং লেখকের পাণ্ডিত্যও সূচিত হয়। তবে তাহা যদি অতিরিক্ত মাত্রায় হয়, তাহাহইলেই দোষের কথা হইয়া দাঁড়ায়—কেননা তাহাতে লেখকের ভাবের ও ভাষার দৈন্য সূচিত হয়।

মাতাপিতা এবং নিজের পুণ্য ও যশঃ কামনায় রত্নপাল শাসনখানি প্রদান করিয়াছিলেন। ভূমিদানে অবশ্যই পুণ্য হইয়াছে। এবং আজ প্রায় হাজার বৎসর পরে শাসনখানি আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়া সপিতৃক রত্নপালদেবের নাম ও কীর্ত্তি যে সম্যক্‌ রক্ষা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* এই অংশ প্রথম তাম্রশাসনে নাই কিন্তু দ্বিতীয় খানিতে আছে

## রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসন।

### ( মূল )

স্বস্তি। ভ্রষ্টেব প্রতিবিম্বকৈ (১) র্নখগতৈঃ (২) স্বৈ র্নৃত্যসম্পদ্বিষেঃ
সৌবর্ণীব (৩) গতিং শুভাং প্রকটয়ন্দ্‌ শ্চোনিশং তাণ্ডবীং।
এবং যঃ পরমাত্মবৎ পৃথুগুণাদেকো (৪) হ্যপ্যনেকী (৫) ভবন্
প্রাকাম্যান্দধদেব ভাতি ভুবনে স (৬) স্তাং শ্রিয়ে শঙ্করঃ॥ ১
মূর্ত্তা কিং বহতীহ (৭) শীতকররুক্কিং (৮) স্ফাটিকী বিক্রুতিঃ
কিংবাঘোষ (৯) বিভেদনৈকনিরতা শক্তিঃ (১০) শুভা শাঙ্করী (১১)।
যস্তাপাঙ্গতিমিত্যবেত্য জনতা জায়েত(১২) ধন্যা দ্রুতং
পায়াৎস প্রণিহত্য সর্ব্বকলুষং লৌহিত্যসিন্ধু র্জগৎ॥ ২
ধরাং হরেরুদ্ধরতঃ কিরাকৃতেঃ(১৩) পয়োধিমগ্নাং(১৪) নরকোস্তুরাংশকঃ(১৫)।
স স্নুরাসীৎ (১৬) স্তুরযোষিদঙ্গিনী (১৭) প্রিয়স্প্রতীন্দ্‌স্মিত (১৮) মেব যেন হি॥ ৩

---

(১) মূলে আছে "প্রবিম্বকৈঃ"। ডাঃ হর্ণলি "ভ্রষ্টেব প্রতিবিম্বকৈঃ" স্থলে "নিদ্রুষ্টৈ র্বপুবিম্বকৈঃ" পাঠ কল্পনা করিয়াছেন; তিনি 'ভ্র' এবং 'প্র' কে 'দ্রু' এবং 'পু' পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

(২) মূলে বিসর্গটি নাই।

(৩) ,, আছে "সোসখের"। ডাঃ হর্ণলি "সোসখেত" কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে ভাল অর্থও হয় না ব্যাকরণ গত দোষও ঘটে।

(৪) মূলে আছে "গুণোদ্দেহো"। এখানেও ডাঃ হর্ণলি প্রকৃত পাঠ ধরিতে পারেন নাই।

(৫) ,, ,, "প্যনেকীনে"।

(৬) ,, ,, 'শ'। ডাঃ হর্ণলি পাঠ করিয়াছেন "ভুবনেশস্তুৎ" অর্থাৎ এই 'শ' টিকে শুদ্ধ মনে করিয়া পরবর্ত্তী 'স্তাৎ'কে অশুদ্ধ ভাবিয়া 'স্তুৎ' কল্পনা করিয়াছেন। 'অস্তু' স্থলে 'স্তাৎ' ( পাঃ ৭।১।৩৫ "তুহ্যোস্তাতঙ্ঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্" ) যে হইতে পারে এটা বোধ হয় তাঁহার ধারণাই নাই।

(৭) মূলে আছে "বহতিহ"।　　(৮) মূলে আছে "রুকীং"।

(৯) ,, ,, "কিম্বাঘোষ", কিন্তু ডাঃ হর্ণলি বলেন "কিম্বাদোষ"। [ বলা আবশ্যক যে লিপিতে অন্তঃস্থ ও বর্গীয় 'ব' এ কোনও পার্থক্য নাই ]।

(১০) মূলে বিসর্গটি নাই।　　(১১) মূলে আছে "শঙ্করী"।

(১২) ,, আছে "যায়েত"।　　(১৩) মূলে বিসর্গটি নাই।　　(১৪) মূলে অনুস্বারটি নাই।

(১৫) মূলে আছে "নারকোস্তুরাংশক" ( বিসর্গটিও নাই )।　　(১৬) ,, আছে "রাশীৎ"।

(১৭) আশ্চর্য্যের বিষয় যে ডাঃ হর্ণলি 'অঙ্গিনী' স্থলে "অঙ্গিনী" পড়িয়া একটি অনুস্বার বসাইতে উপদেশ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাতে সদর্থের ব্যাঘাত হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার অর্থ করিতে গিয়া তিনি ডাঃ ব্লককেও জড়াইছেন অথচ স্পষ্ট 'ঙ্গ' রহিয়াছে।

(১৮) মূলে আছে "প্রীয়স্প্রতিস্মুরিত"। [ কিন্তু হ্রস্ব উকার ও দীর্ঘ উকারে পার্থক্য খুব কম হয়তো 'স্মূ' ই আছে; এস্থলে হর্ণলি সাহেবের অনুসরণ করা হইয়াছে। ]

যশ্চাবলেতি জয়তীতি ভিন্না যুতেতি মূঢ়েতি বন্ধুরহিতেতি বিপদ্গতেতি ।
হিত্বাদিতিং সমবজিত্য(১৯)সুরানহার্ষীৎ তৎকুণ্ডলে(২০)সুরযশোমহসী(২০)ইবাগ্রো(২১) ॥৪
কান্তামুখে র্কিকুবিধাবিব (২২) বীরবৃন্দৈস্তেজস্বিভীরবিগণানিব সন্দধানে।
প্রাগ্জ্যোতিষে(২৩)বসদসৌ প্রবরে পুরাণান্দোর্দর্প(২৪)সঞ্চরণচারুতরোর্জ্জিতশ্রীঃ(২৫) ॥৫
যুদ্ধে পুরাতন ইতীদ্ধগুণঃ (২৬) পিতেতি যাবদ্বিচিন্ত্য কৃপয়া স চচার মন্দং ।
তাবদ্ধরিস্তমনয়দ্দিব(২৭) মাতিতাংসো স্তেজাংস্যহো(২৮)নুরিহ(২৯)নো গণনাস্তি বক্তৌ ॥৬
ধীরস্ততস্ততযশঃ (৩০) পটগুণ্ঠিতাংশো (৩১) যশ্চাপি রক্তমকরোদ্ভুবনং গুণৌঘৈঃ।
ভব্যঃ স ভূরিবিভবো ভগদত্তনামা তস্যাত্মজঃ (৩২) ক্ষিতিধুরাং (৩৩) বিভরাঞ্চকার ॥ ৭
বজ্রীব নির্জ্জিতরিপুঃ (৩৪) পৃথুবজ্রকান্তিঃ স্বোর্জ্জার্জ্জবাজ্জিতজগজ্জয়লব্ধকীর্ত্তিঃ (৩৫) ।
রাজ্যস্তদাপ রুচমস্তমিতে খরাংশৌ (৩৬) ভ্রাতুঃ শিখীব বলবানিহ (৩৭) বজ্রদত্তঃ ॥ ৮
এবং বংশ(৩৮)ক্রমেণ ক্ষিতি মথ(৩৯) নিখিলাং ভুক্তবতাং(৪০)নারকাণাং
রাজ্ঞাং(৪১)ম্লেচ্ছাধিনাথো বিধিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যং ।

(১৯) মূলে আছে "হিত্বাদিতী সবজিত্য"।
(২০) „ „ "তৎকুণ্ডলেন"।
(২১) „ "মহশী"।
(২২) „ আছে "র্কিকুবিধাবিব"। ডাঃ হর্ণলি বিধাবিব স্থলে 'বিধানিব' কল্পনা করিয়া প্রকৃত অর্থের হানি ঘটাইয়াছেন।
(২৩) মূলে আছে "প্রাগ্জ্যোতিসে"।
(২৪) „ „ "ন্দোদপ্প"। কিন্তু 'প' তে দ্বিত্ব দ্বারাই রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হইয়াছে।
(২৫) „ বিসর্গটি নাই। (২৬) মূলে বিসর্গ নাই। (২৭) মূলে আছে 'স্তমনয়দিব'।
(২৮) „ আছে, "মাতিতাংসোস্তেজাস্যহো"।
(২৯) ডাঃ হর্ণলি এস্থলে লিখিয়াছেন, here is inserted in order to avoid hiatus in 'nuiha' কোন্ ব্যাকরণের কোন্ সূত্রানুসারে তাহা লিখেন নাই। ফলকথা এই 'নুঃ' (নৃ) শব্দের ষষ্ঠীর একবচনটা তিনি ধরিতে পারেন নাই। (৩০) মূলে বিসর্গ নাই।
(৩১) ডাঃ হর্ণলি 'গুণ্ঠিতাংসো' পড়িতে বলেন, এবং অনুবাদ করিয়াছেন, whose shoulder was girt with the mantle of farreaching glory।
(৩২) মূলে বিসর্গ নাই। (৩৩) মূলে "ক্ষিধুরাং" আছে। (৩৪) মূলে বিসর্গ নাই।
(৩৫) মূলে আছে "লব্ধকীর্ত্তি" (বিসর্গটিও নাই)।
(৩৬) „ „ "খরাংশৌ" (ডাঃ হর্ণলি এটা লক্ষ্য করেন নাই)।
(৩৭) „ „ "বলবান্নিহ" (ডাঃ হর্ণলি ইহা শুদ্ধ মনে করিয়াছেন অন্ততঃ ভ্রম সংশোধন করেন নাই।
(৩৮) মূলে আছে 'বঙশ'। (৩৯) মূলে আছে, "খিমথ"।
(৪০) „ অনুস্বার নাই। (৪১) „ অনুস্বার নাই।

শালস্তম্ভঃ(৪২)ক্রমেণাপি হি নরপতয়ো বিগ্রহস্তম্ভমুখ্যাঃ ॥
বিখ্যাতাঃ (৪৩) সম্বভূবু দ্বিগুণিতদশতা(৪৪) সংখ্যয়া সংবিভিন্নাঃ(৪৫) ॥৯
নির্ব্বংশং(৪৬)নৃপমেকবিংশতিতমং(৪৭ শ্রীত্যাগসিংহাভিধ(৪৮)
স্তেষাংবীক্ষ্য(৪৯) দিবঙ্গতং পুনরহো ভৌমো হি নো যুজ্যতে(৫০)।
স্বামীতি(৫১)প্রবিচিন্ত্য তৎপ্রকৃতয়ো ভূভাররক্ষাক্ষমং
সাগদ্ধ্যাৎ পরিচক্রিরে নরপতিং(৫২) শ্রীব্রহ্মপালং হি যং ॥ ১০
একোসৌ জিতবান্ রিপূন্(৫৩)সমিতি ভোঃ(৫৪)কিং নাম চিত্রং ত্বিদম্(৫৫)
অস্ত্রোহাহরণং হরো হরিরহো(৫৬) ভীষ্মাদয়োহন্যেপি(৫৭) হি।
ইত্থং(৫৮)সম্পরিমৃশ্য যস্য হি ভটাঃ(৫৯)স্থানস্থিতস্য দ্বিষাং
দিক্ষ্বষ্টস্বপি বিদ্রবেণ মহতাশ্চর্য্যং সদা(৬০) মেনিরে ॥ ১১
বিস্তবক্ষলবিলাসাস্বাদজাতাভিলাষঃ(৬১)
স যুবতিমুপযেমে যানুরাগাজ্জনেষু(৬২)।
অবনিকুলসমুত্থস্থাপসংপ্রাপ্ত(৬৩)লক্ষ্ম্যাঃ
স্থিতমিব কুলদেবীনামধেয়স্য ভার ॥ ১২
রত্নোপমান্নরপতিঃ(৬৪)স্বগুণৈর্ম্মহার্হান্ যঃ পালয়েদিতি জনৈরবগম্য সম্যক্।
নীতঃপ্রসিদ্ধিমিহ তেন সকীর্ত্তনেন শ্রীরত্নপাল ইতি স্মরজায়তাস্যাং(৬৫) ॥ ১৩

---

(৪২) মূলে বিসর্গ নাই।　　(৪৩) মূলে বিসর্গ নাই।
(৪৪) মূলে আছে 'দ্বিগুণি দশতা'।　　(৪৫) মূলে বিসর্গটি নাই।
(৪৬) " " "নির্বত্তংশং"। (৪৭) মূলে আছে, "বিংসতি"। (৪৮) মূলে আছে "সিংহাসিধ"।
(৪৯) " " "তেষাম্বীখ্য"।　　(৫০) মূলে আছে, যুষ্যতে।
(৫১) " " "স্বামিতি"।　　(৫২) মূলে অনুস্বারটি নাই।
(৫৩) মূলে আছে "জিতবানৃপূন্"। (৫৪) মূলে বিসর্গ নাই। (৫৫) মূলে আছে "চিত্রমিদং"।
(৫৬) মূলে এই রূপই আছে কিন্তু ডাঃ হর্ণলি 'হরি অহো' পড়িয়াছিলেন। (ইহা মুদ্রাকর প্রমাদও হইতে পারে।)
(৫৭) মূলে আছে 'অনেপি'।　　(৫৮) মূলে 'ইথং' আছে।
(৫৯) মূলে বিসর্গ নাই। তবে এইরূপ স্থলে বিসর্গ বৈকল্পিক। (পা-৮।৩।৩৬ বার্ত্তিক দ্রষ্টব্য)।
(৬০) মূলে আছে "শ্চর্য্যসদা"। (৬১) মূলে বিসর্গটি নাই। (৬২) মূলে "জানুরাগাজনেষু" আছে।
(৬৩) মূলে আছে "সংপ্রাৎপ" ডাঃ হর্ণলি সংপ্রাত্য পড়িয়া শুদ্ধ পাঠ 'সংপ্রাপ্য' হইবে মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে অন্বয় হয় না তাহা ভাবেন নাই।
(৬৪) মূলে আছে "রত্নোপমা নরপতি" ডাঃ হর্ণলি বলেন, "রত্নোপমো নরপতি" হইবে এবং অপর ফলকে নাকি ঐরূপই আছে। দুঃখের বিষয় অস্ত (অস্পষ্টতর) ফলকখানিতে আমরা 'রত্নোপমো' দেখিলাম না। ফলতঃ রত্নোপমান্ মহার্হান্ এর বিশেষণ করিলেই সুষ্ঠু অর্থ হয় নচেৎ ভাল অর্থ হয় না।
(৬৫) 'স্যাং' স্থলে ডাঃ হর্ণলি 'স্তাম্' পড়িতে বলেন। এস্থলে ম্ বিকল্পে অনুস্বারে পরিণত হইতে পারে।

দুর্বারবৈরিকরিকুম্ভভিদাভবাস্রস্রোতোবহাহতিচলৎকরিমুক্তিকাভিঃ।
যদ্যুদ্ধভূর্ব্বিপণিবদ্ধৃতপাদ্মরাগা(৬৬)শোভেত(৬৭)বীরবণিজাং নিকরৈঃ(৬৮) প্রকীর্ণা ॥১৪
সিংহসেনেহথ(৬৯) নরকান্বয়জাস্তভানুং সংবেশ্য তং(৭০)দিবমগাদকলঙ্কগণ্ডঃ।
কালোচিতং বিচরিতুং হি মহানুভাবা সংবিদ্রতে(৭১)হি গুণদোষবিদো ভবস্তু ॥১৫

নিশিতাসিমরীচিমঞ্জরীজটিলভুজবলবিজিতনরপতিশতো(৭২)পায়নীকৃতসমদগজঘটাকটস্যন্দি(৭৩)দানাম্বুনীকরাসারসমুপশমিতসন্তাপং সকলারিকটকলুণ্টনলম্পট(৭৪)সুভটবাহুবিটপাটবী-সংকটমপি মহাজননিবাসযোগ্যং।(৭৫) সমদসুন্দরীস্মিতসুধাধবলিতসৌধশিখরসহস্রা-স্তর্হিত (৭৬)তরণিমণ্ডলম্। মলয়াচলস্থলী(৭৭)রুহকাননমিবানেকভোগি(৭৮)শতসেবিতং। নভোবৎস্ব্যেবাবাপ্ত(৭৯)বুধগুরুকাব্যালঙ্কারং। কৈলাসগিরিশিখরমিব পরমেশ্বরাধিষ্ঠানং। বিত্তে-শনিষেবিতঞ্চ(৮০)। যচ্চ শকক্রীড়াশকুনি (৮১)দৃঢ়পঞ্জরেণ গুর্জ্জরাধিরাজপ্রজ্জরেণ (৮২) দুর্দ্দান্ত (৮৩) গৌড়েন্দ্রকরিকূটপাকলেন কেরলেশাচল(৮৪) শিলাজতুনা বাহীক(৮৫)তাইকা-(৮৬)তঙ্ক(৮৭)কারিণা দাক্ষিণাত্যক্ষোণিপতিরাজযক্ষ্মণা(৮৮) ক্ষপিতারাতিপক্ষতয়া ক্ষিতিপবক্ষঃকবাটপটেনেব প্রাকারেণাবৃতপ্রান্ত(৮৯)মুন্মাদকলহংস (৯০)কামিনীকুলকুণিতপেশলমরুন্ম-ন্দান্দোলিতোর্ম্মিশীকরৈরুপশমিতাপাবৃতসৌধশিখরাধিরূঢ়সুন্দরীসুরতোৎসবায়াসেন কৈলাস করিচ্ছকূলকদলিকাপটেনানেক(৯১)নাকেশকামিনীবিভ্রমমণিদর্পণেন লৌহিত্যাম্ভোধিনা বিরাজ-

(৬৬) মূলে বোধ হয় পাদ্মরাগাই আছে—কিন্তু হর্ণলি সাহেব পাদ্মরাগী পাঠ করিয়াছেন। উভয় শাসনেই 'পাদ্ম' অছে; নচেৎ 'পদ্ম' পাঠই সমীচীন মনে করিতাম।

(৬৭) মূলে "শোভেতে" আছে। (৬৮) মূলে 'বণিজানিকরৈ' আছে। (৬৯) মূলে 'হথা' আছে।

(৭০) মূলে 'ভানু সম্বেশুতাং' আছে। (৭১) মূলে আছে 'সবিদ্রিতে' (পাণিণি ৭।১।৭ দ্রষ্টব্য)

(৭২) মূলে আছে "সতো"। (৭৩) মূলে আছে, "স্যান্দি"। (৭৪) মূলে আছে, "লম্পট"।

(৭৫) এইরূপ (।) ছেদ মধ্যে মধ্যে আছে; ইহাতে বাক্যের শেষ না বুঝিয়া যতি বুঝিতে হইবে।

৭৬) মূলে আছে 'স্তহ্নত'; অন্তরিত পাঠও কল্পিত হইতে পারে।

(৭৭) মূলে আছে 'স্থলি'। (৭৮) মূলে আছে, "ভোগী"।

(৭৯) ডাঃ হর্ণলি 'নভোবৎসেবাবাপ্ত' পড়িয়াছেন।

(৮০) মূলে আছে 'নিসেবিত'। (৮১) মূলে আছে 'শনি'। (৮২) মূলে আছে, 'প্রজরেণ'।

(৮৩) এস্থলে পূর্ব্বে যেন অন্য কিছু লিখিত হইয়া তদুপরি 'দুর্দ্দান্ত' লেখা হইয়াছে।

(৮৪) মূলে আছে 'কেরলেশাচলা" অপর তাম্রশাসনেও 'চলা' পাঠ আছে। উভয়ত্র একবিধ অশুদ্ধি বহ আছে।

(৮৫) মূলে আছে 'বাহিক' (বাহ্লীক ও হইতে পারে।)

(৮৬) 'তাইক' শব্দের কোনও অর্থ হয় না। অপর তাম্রশাসনে এইটি নাই। 'বাহিকাতঙ্ক' মাত্র দেখা যায়। হয়তো তাইক আতঙ্ক শব্দেরই অশুদ্ধ আবৃত্তি।

(৮৭) মূলে আছে 'তঙ্ক'। (৮৮) মূলে আছে "জক্ষণা"। অপর শাসনে 'জক্ষণা' আছে।

(৮৯) " " প্রান্ত। (৯০) " " 'হস'। (৯১) মূলে আছে, 'পটেনেক'।

মানং। মাননীয়মনেকমনক(৯২)পতিসার্থানাম্ যথার্থাভিধানং প্রাগ্‌জ্যোতিষেষু(৯৩) দুর্জ্জয়াখ্য-পুরমধ্যুবাস। যত্র চ জড়তা হারযষ্টিষু নেন্দ্রিয়েষু চঞ্চলতা হরিষু ন মানসেষু ভঙ্গুরতা ভ্রূবিভ্রমেষু ন প্রতিপন্নেষু সোপসর্গতা ধাতুষু ন প্রজাসু বামতা কামিনীষু স্খলিতং মধুমদমুদিত-কামিনীগতিষু নিস্পৃহতা দোষকারিষু নিরত্যয়মধুপানাসক্তি (৯৪) র্ম্মধুকর (৯৫) কুলেষু অত্যন্তং প্রিয়া(৯৬)নুবর্ত্তনং রথাঙ্গনামসু পিশিতা (৯৭) শিতা শ্বাপদেষু তত্র বাসবা(৯৮)বাসস্পর্দ্ধিনি (৯৯) বিধুরিব বিবর্দ্ধিতশীলবেলাজলধিমণ্ডলঃ শক্রসরসী (১০০) দর্শিতপদ্মাপহারশ্চ মার্ত্তণ্ডইব ভূভৃচ্ছিরোনিবেশিতপাদঃ কমলাকরেন্তাসনলালসশ্চ (১০১) পরমেশ্বরোপিকামরূপানন্দী (১০২) ভোমাম্বয়োপ্যুল্লাসিতদানবারিঃ পুরুষোত্তমোপ্যজনার্দ্দনঃ (১০৩) বীরোপি মত্তেভগামী (১০৪) যস্য (১০৫) চ মন্মথোন্মাথি রূপম্ (১০৬) তিরস্কৃতা(১০৭)ম্ভোধি গাম্ভীর্য্যম্ জগদ্বিজয়াশংসি (১০৮) ধৈর্য্যম্(১০৯)স্কন্দাস্কন্দি বীর্য্যম্ যশ্চার্জ্জুনো যশসি (১১০) ভীমসেনো যুধি কৃতান্তঃ ক্রুধি

---

(৯২) ডাঃ হর্ণলি 'মানক' পড়িয়াছেন, 'মানব' পড়িলেই আরো ভাল অর্থ হইত। উভয় শাসনেই 'মনক' পাঠ রহিয়াছে।

(৯৩) মূলে আছে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষেষ' ডাঃ হর্ণলি 'প্রাগ্‌জ্যোতিষেশঃ' পড়িয়াছেন। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে নচেৎ অধ্যুবাস ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ পাওয়া যায় না কিন্তু প্রসিদ্ধে রবিবক্ষাতঃ এইরূপ কর্ত্তৃপদের উহ্যত্ব অমার্জ্জনীয় নহে।

(৯৪) মূলে আছে 'শক্তি'।

(৯৫) " " "মধুকর কর"। ডাঃ হর্ণলি 'মধুকারকর" পড়িয়াছিলেন।

(৯৬) " " 'পৃয়া'।

(৯৭) মূলে আছে 'পিষিতা'।

(৯৮) প্রথমে 'বাসপা' লিখিত হইয়াছিল; পশ্চাৎ 'প' কে 'ব' করা হইয়াছে।

(৯৯) মূলে আছে "স্পর্দ্ধিনী"।

(১০০) মূলে আছে 'সক্রসরসা'।

(১০১) " " 'ন্নবেশ্চ'। ডাঃ হর্ণলি 'লাস' পাঠ করিতে বলেন; কিন্তু অর্থ ভাল হয় না। অপর শাসনে 'লালস' আছে, ডাঃ হর্ণলিও সেখানে 'লালস' পাঠই করিয়াছেন।

(১০২) মূলে আছে 'নন্দি'।

(১০৩) মূলে আছে দমার্দ্দিনঃ।

(১০৪) " "'মত্তেহ'; তবে 'হ' ও 'ভ' খুব সুসদৃশ বটে।

(১০৫) " " 'যসা'।

(১০৬) " " 'রূপম্'। [ অপর শাসনে এই সকল বাক্য অন্য আকারে আছে যথা "স চ মন্মথো-ন্মাথিরূপী"; ইত্যাদি ]

(১০৭) মূলে আছে 'তীরস্কৃতা'।

(১০৮) " " 'শস্যি'।

(১০৯) " " 'বীর্য্যম্'; কিন্তু ইহাতে পরের 'বীর্য্য' শব্দে পুনরুক্তি হয়; অপর শাসনে উভয়ত্র "বৈর্য্য" শব্দ আছে তাহা 'ধৈর্য্য পড়া যাইতে পারে'। ডাঃ হর্ণলি 'বীর্য্য'কে 'ধীর্য্য' পড়িতে প্রস্তাব করিয়াছেন। তবে 'ধীর্য্য' করিয়া একটা শব্দ সংস্কৃতে নাই।

(১১০) মূলে "যশষি" আছে [ ইহার পরে অপর শাসনে "ভীমোধনুষি" আছে এই শাসনে তাহা সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ লিখিত হয় নাই ]

দাবানলো বিপক্ষবীরুধি শশধরো বিদ্বানভসি মলয়ানিলঃ সুজন(১১১) সুমনসি সূর্য্যোরিতমসি উদয়াচলো মিত্রোদ্গমসম্পদি যঃ ( ১১২ )। মহারাজাধিরাজশ্রীব্রহ্মপালবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাত-পরমেশ্বরপরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজশ্রীরত্নপালবর্ম্মদেবঃ (১১৩) কুশলী ॥*॥ উত্তরকূলে ত্রয়োদশগ্রামবিষয়ান্তঃপাতিবামদেবপাটকাপকৃষ্টভূমিসমেতলাবুকুটি ক্ষেত্রে (১১৪) ধান্যত্রিসহস্রোৎ-পত্তিকভূমৌ। যথাযথং সমুপস্থিতব্রাহ্মণাদিবিষয়করণব্যবহারিকপ্রমুখজানপদান্ রাজরাজ্ঞী-রাণকাধিকৃতানন্যানপি রাজন্যক (১১৫) রাজপুত্ররাজবল্লভপ্রভৃতীন্ যথাকালভাবিলোপি সর্ব্বান্ মাননাপূর্ব্বকং সমাদিশতি বিদিতমস্তু (১১৬) ভবতাং ভূমিরিয়ং বাস্তু (১১৭) কেদারস্থলজল-গোপ্রচারাবস্করাদ্যুপেতা যথাসংস্থা স্বসীমোদ্দেশ(১১৮)পর্য্যন্তা হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণ-দণ্ডপাশোপরিকর ( ১১৯ ) নানানিমিত্তোৎ ( ১২০ ) খেটনহস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষাজাবিক (১২১) প্রচারপ্রভৃতীনাং বিনিবারিত(১২২)সর্ব্বপীড়া শাসনীকৃত্য (১২৩)।

পারাশরো (১২৪) হভূদ্ভুবি দেবদত্তঃ কাণ্বোহগ্রজো বাজসনেয়কাগ্র্যঃ।
আসাদ্য যং বেদ(১২৫)বিদাং পরার্দ্ধং ত্রয্যা কৃতার্থান্বিতমেব সম্যক্ ॥১
অগ্ন্যাহিত (১২৬) স্তস্য বভূব সূনুঃ সদাঙ্গদত্তোগুণশীলশালী।
যং বীক্ষ্য ষট্‌কর্ম্মরতং দ্বিজেশং (১২৭) ভৃগ্বাদিষু প্রত্যয়িতো জনৌঘঃ ॥২
শ্যামায়িকা তস্য বভূব পত্নী পতিব্রতা শীলগুণোপপন্না (১২৮)।
উগ্রেন্দুলেখেব বিরাজতে যা বিশুদ্ধরূপা তমসো নিহন্ত্রী (১২৯) ॥
অস্যামভূ(১৩০)চ্ছাস্ত্রবিদাং ধুরীণ স্তস্তঃ (১৩১) সুতোহবাৎখলু বীরদত্তঃ।
যং প্রাপ্য ধর্ম্মাশ্রয় মুগ্রবুদ্ধিং কালঃ কলির্নাকৃতবদ্বভূব ॥৪

---

( ১১১ ) ডাঃ হর্ণলি 'সুজনু' পড়িয়াছেন—কিন্তু 'ন' তে উকার স্পষ্ট নাই, তাদৃশ একটু টান প্রতি নয়ের নীচেই প্রায় থাকে। অপর শাসনে 'সুজন'ই আছে।

( ১১২ ) মূলে বিসর্গ নাই। ডাঃ হর্ণলি এটা 'চ' হইবে বলেন। পূর্ব্বে যেমন 'যঃ' আছে তেমন 'চ' ও আছে তবে আর বৃথা পাঠ বদলাইয়া লাভ কি? ( ১১৩ ) মূলে আছে "রত্নপাবর্ম্মদেবঃ"।

(১১৪ ) মূলে আছে "ক্ষেত্রা" ডাঃ হর্ণলি ক্ষেত্রায়াং পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেন ভূমৌ এর বিশেষণ হয়, কিন্তু তাহা সমীচীন বোধ হয় না।

( ১১৫ ) মূলে আছে 'রাজনক'। ( ১১৬ ) 'স্তু' টি মূলে নাই। (১১৭) মূলে আছে 'ইরবাস্তু'।

( ১১৮ ) মূলে আছে 'দেশ'। ( ১১৯ ) মূলে আছে 'পরীকর'। ( ১২০ ) মূলে আছে 'নিমিত্তো'।

( ১২১ ) এই স্থল এত অস্পষ্ট যে পড়া যায় না। ডাঃ হর্ণলি 'জাতিক' পড়িয়াছেন। তিনি এই ভুল ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও নিরর্থক করিয়াছিলেন।

( ১২২ ) মূলে আছে 'নাদ্বিনিবারিত'। ( ১২৩ ) মূলে আছে 'শাসনিকৃত্য'।

( ১২৪ ) মূলে আছে 'পারাসরো'। ( ১২৫ ) ,, ,, 'যদ্বেদ'।

( ১২৬ ) " " 'আগ্নাহিত। ( ১২৭ ) মূলে আছে 'দ্বিজেষং'। শুদ্ধ পাঠ 'দ্বিজেষু' ও হইতে পারে।

( ১২৮ ) " " 'গুণোপন্না'। ( ১২৯ ) " " 'নিহন্ত্রীং।

( ১৩০ ) " " 'আস্তামভু'। ( ১৩১ ) " " 'স্তুতঃ'।

সংক্রান্তৌ বিষ্ণু (১৩২) পদ্যাঙ্ক পঞ্চবিংশাব্দরাজ্যকে।
তস্মৈদত্তা ময়া পিত্রো র্যশঃপুণ্যায় চাত্মনঃ (১৩৩)॥৫

সীমা পূর্ব্বেণ বৃহদাল্যাম্ শাল্মলীবৃক্ষঃ। পূর্ব্বদক্ষিণেন ঋষিগণপাটি(১৩৪) নৌসীম্নি খরতটস্থশাল্মলীবৃক্ষঃ। দক্ষিণেন তন্নৌসীম্নি বদরীবৃক্ষঃ। দক্ষিণপশ্চিমেন তন্নৌ (১৩৫) সীম্নি কাশিম্বলবৃক্ষঃ। পশ্চিমেন খরতটস্থাশ্বথ(১৩৬)বৃক্ষঃ। পশ্চিমগ। উত্তরগবক্রেণ ক্ষেত্রালিঃ (১৩৭) কাশিম্বল (১৩৮) বৃক্ষশ্চ। পশ্চিমোত্তরেণ ক্ষেত্রাল্যাং হিজ্জলবৃক্ষঃ। পূর্ব্বগ। উত্তরগবক্রেণ ক্ষেত্রালি। (১৩৯) শাল্মলীবৃক্ষৌ। পুনঃ পূর্ব্বগ দক্ষিণগবক্রেণ ক্ষেত্রালি (।) কাশিম্বলবৃক্ষৌ। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগ। দক্ষিণবক্রেণ ক্ষেত্রালি (।) শাল্মলীবৃক্ষৌ। উত্তরেণ বৃহ(১৪০)দাল্যাং কাশিম্বলবৃক্ষঃ। উত্তরপূর্ব্বেণ বৃহদাল্যাম্ বেতসবৃক্ষশ্চেতি ॥

## রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসন।

( অনুবাদ )

যিনি ( আপন ) নখ মধ্যে ( প্রতি ফলিত ) নিজের প্রতিবিম্বে ( স্বীয় ) নৃত্যসম্পদ্‌বিধির দ্রষ্টার ন্যায় ( বিরাজমান ) ; যিনি সৌবশ্বারূঢ়ের (১) ন্যায় অবিরত শুভ তাণ্ডবী গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃশ্য হইতেছেন ; এবং যিনি পরমাত্মার ন্যায় এক হইয়াও বিশালগুণবশতঃ বহু হইয়া প্রাকাম্য (২) ধারণ করিতেছেন, সেই ( নটেশ্বর ) শঙ্কর (সকলের ) শ্রীর কারণ হউন (৩)।১

---

( ১৩২ ) মূলে আছে 'বিপ্র'। ( ১৩৩ ) মূলে আছে 'চাত্মনম্'।

( ১৩৪ ) " " 'পাটী' ডাঃ হর্ণলি 'পাঠি' পড়িয়াছেন। ( 'ঋষি' শব্দটি 'ঋষি' পড়া যায় না কি ? )

( ১৩৫ ) " " 'তনৌ'। ( ১৩৬ ) মূলে আছে 'স্বথ'।

( ১৩৭ ) " বিসর্গটী নাই।

( ১৩৮ ) মূলে আছে 'কাশিম্বলা'।

( ১৩৯ ) এস্থলে এই ছেদ (।) চিহ্ন হইবে না—'ক্ষেত্রালি' সঙ্গে শাল্মলী সমাসবদ্ধ। কিন্তু ডাঃ হর্ণলি 'ক্ষেত্রালি'তে বিসর্গ যোগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। শাল্মলীবৃক্ষে দ্বিবচনপ্রয়োগ দেখিয়াই প্রকৃত বিষয় বুঝা যাইত। কিন্তু হর্ণলি সাহেব তাহা "a pair of salmali trees" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, এইরূপ অপরত্রও আছে ; তত্তৎ স্থানে (।) ছেদ বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হইল।

( ১৪০ ) মূলে আছে 'বহ'।

( ১ ) সুন্দর অশ্বযুগল হইতে জাত অশ্বের নাম সৌবশ্ব। ( পাণিনি ৭।৩।৩ )

( ২ ) প্রাকাম্য ষড়ৈশ্বর্য্যের একতম ; "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা।"

( ৩ ) ডাঃ হর্ণলি শ্লোকটি শুদ্ধরূপে পড়িতে না পারায় অর্থও ভাল করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ দ্বিতীয় শ্লোকে এবং অন্যত্রও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে। বাহুল্যবশতঃ ঐরূপ মূলের অনুবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইল না। কিন্তু যে যে স্থানে বিশুদ্ধ পাঠেও অর্থ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহা স্থল বিশেষে প্রদর্শিত হইবে।

'এখানে কি মূর্ত্তিমতী চন্দ্রকৌমুদী প্রবাহিত হইতেছে? অথবা স্ফটিকরাশি গলিত হইয়াছে? অথবা শুভকরী শাঙ্করী শক্তি পাপরাশি বিনাশনার্থে একান্তভাবে নিয়ত রহিয়াছেন?' যাঁহার জল-প্রবাহ ( সম্বন্ধে ) এইরূপ মনে করিয়া জনতা ধন্য হইতে পারে (৪) সেই লৌহিত্য সিন্ধু সত্বর সমস্ত কলুষ ধ্বংসকরিয়া জগৎ পবিত্র করুন।২।

পয়োধিমগ্না ধরার উদ্ধারকারী শূকররূপী হরির নরক (নামে) অসুরাংশক এক পুত্র ছিলেন —যিনি সুরাঙ্গনা (রূপ) পদ্মিনীগণের শোভা বিষয়ে ইন্দুর ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন (৫)।৩।

'ইনি অবলা, বৃদ্ধা, ভয়যুক্তা, মূঢ়া, বন্ধুরহিতা, বিপদ্‌গ্রস্তা' এইরূপ (মনে করিয়া) যিনি অদিতিকে ছাড়িয়া দিয়া, দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কুণ্ডল দ্বয় দেবগণের শ্রেষ্ঠ যশঃ ও তেজঃ বলিয়াই ( যেন ) (৬) অপহরণ করিয়া ছিলেন। ৪।

কান্তামুখসমূহদ্বারা যাহা বহুচন্দ্রবিশিষ্ট ( ছিল ) এবং তেজস্বী বীরবৃন্দ হেতু যাহা রবিসমূহ ( যেন ) ধারণ করিয়াছিল সেই পুরশ্রেষ্ঠ প্রাগ্‌জ্যোতিষে সেই ( নরক ) বাস করিয়াছিলেন যিনি ভুজদর্পে সঞ্চরণকরিয়া ( স্বকীয় ) রাজ্যলক্ষ্মীকে সুচারু সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন (৭)।৫।

"পিতা ( এক্ষণে ) পুরাতন (হইয়া পড়িয়াছেন)" এই চিন্তা করিয়া প্রদীপ্তগুণ তিনি কৃপা-হেতু যখন যুদ্ধে মন্দভাবে বিচরণ করিয়াছিলেন(৮), তখনই শ্রীহরি তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করিয়াছিলেন; হায়, যে ব্যক্তি তেজোবিস্তারে সমুৎসুক তাঁহার বন্ধুগণনা কোথায়(৯)? ৬।

অতঃপর তাঁহার ভগদত্ত নামা আত্মজ ভুবনভার বহনকরিয়াছিলেন যিনি ধীর, ভব্য ও বহু ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিলেন; যাঁহার বিস্তৃত যশঃ পট দ্বারা ( সমস্ত ) দিক্ অবগুণ্ঠিত হইয়াছিল; এবং যিনি ( স্বীয় ) গুণ সমূহ দ্বারা ( সমগ্র ) ভুবন অনুরক্ত করিয়াছিলেন।৭।

(৪) ডাঃ হর্ণলি 'জনতা জায়েত ধন্যা দ্রুতম্' ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, the happy population of the country quickly resorts to that river Lauhitya" মূলে 'জায়েত' স্থলে 'যায়েত' আছে, তাই বোধ হয় "resorts to" অনূদিত হইয়াছে।

(৫) অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে যেমন পদ্মিনীর শোভা লোপ হয় নরকাভ্যুদয়ে (স্বামিনিগ্রহহেতু) সুরাঙ্গনাগণও হতশ্রী হইয়াছিলেন।

(৬) ডাঃ হর্ণলি 'সুরযশোমহসী ইবাগ্র্যে' অনুবাদ করিয়াছেন,—'Which were precious as being typical of the glory of the suras'.

(৭) শ্লোকের শেষপাদের অনুবাদ ডাঃ হর্ণলি এইরূপ করিয়াছেন :—'after he had acquired prosperity equal in pleasantness to the pride of his arms'. !!

(৮) ডাঃ হর্ণলি প্রথমপাদের অনুবাদ করিয়াছেন, "I am grown too old ( to engage ) in war and my father will gain a brilliant reputation" ! ডাঃ হর্ণলি 'চচার মন্দং' এর অনুবাদ করিয়াছেন, 'lived carelessly'.

(৯) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গিয়া স্বীয় পুত্রের প্রাণসংহারেও কাতর হন নাই।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে অগ্নি যেমন দীপ্তিলাভ করেন, তেমনি বলবান্ বজ্রদত্ত ভ্রাতার (১০) ( নিধনান্তে ) সেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন ; তিনি ইন্দ্রের ন্যায় জিতশত্রু ও বিশালবক্ষের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন ; এবং স্বীয় উৎসাহ ও আর্জ্জব দ্বারা জগজ্জয়সাধনপূর্ব্বক কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন ।৮।

এইরূপে বংশানুক্রমে সমগ্র পৃথিবী পালনকারী নরক-বংশীয়গণের রাজ্য দৈবগতিবশতঃ ম্লেচ্ছাধিপতি শালস্তম্ভ অধিকার করিয়াছিলেন ; ইঁহারও ( বংশে ) পুরুষানুক্রমে বিগ্রহস্তম্ভ প্রভৃতি বিখ্যাত নৃপতিগণ সম্ভূত হইয়াছিলেন—( যাঁহাদের ) সংখ্যা দশের দ্বিগুণতায় ( বিংশতির ) সমষ্টি হইয়াছিল ।৯।

তাঁহাদের একবিংশতিতম শ্রীত্যাগসিংহ নামক নৃপতিকে নির্ব্বংশ অবস্থায় স্বর্গারূঢ় (হইতে ) দেখিয়া, "পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন" এই চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রজাগণ ( নরকবংশীয়দের ) জ্ঞাতিত্ব-হেতু ভূভারবহনসমর্থ যে শ্রীব্রহ্মপালকে রাজা ( মনোনীত ) করিয়াছিল ।১০।

সেই ( ব্রহ্মপাল ) একাকী রিপুদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন—ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? ইহার উদাহরণ হর, হরি, ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যেরাও ( বটেন ) । এইরূপ ভাবিয়া যোদ্ধৃগণ স্বস্থানে অবস্থিত যে ভূপতির শত্রুদিগের আটদিকে বিষম পলায়ন দেখিয়া সতত আশ্চর্য্য মনে করিত(১১) ।১১।

ঐশ্বর্য্যমূলক বিষয়-বিলাসের আস্বাদনে অভিলাষী হইয়া তিনি ( জনৈকা ) যুবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যিনি প্রজানুরাগবশতঃ ভৌমকুলজাতনৃপতি (১২) সমাশ্রিত লক্ষ্মীর ( অচল ) অবস্থান ( সূচকই ) যেন 'কুলদেবী' এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন ।১২।

ইঁহাতে 'শ্রীরত্নপাল' এই ( নামে ) পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; এই নরপতি স্বীয়গুণে

(১০) এ স্থলেও বজ্রদত্তকে ভগদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে। এইটা এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সপ্তমশতাব্দীর ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র ; কিন্তু নবমশতাব্দীর বনমাল-দেবের তাম্রশাসনে বজ্রদত্ত ভগদত্তের ভ্রাতা ; দশমশতাব্দীর বলবর্ম্মার তাম্রশাসনেও বজ্রদত্ত ভগদত্তের অনুজ ; এবং এই একাদশশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শাসনেও ভ্রাতৃসম্পর্কই দেখা যাইতেছে। পরন্তু রত্নপালের পৌত্র ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাই মহাভারতসম্মত ; এবং কালিকাপুরাণেও নরকের পুত্রগণ মধ্যে বজ্রদত্তের নাম নাই।

(১১) অর্থাৎ তাঁহার এতাদৃশ বীরত্বখ্যাতি ছিল যে তিনি যুদ্ধে না গিয়া আপন আবাসে অবস্থিত থাকিলেও ভয়ে শত্রুগণ দিক্ বিদিক্ পলায়ন করিত। ডাঃ হর্ণলি এতদুপলক্ষে বলেন, "Brahmapal appears to have been of mild and peaceful disposition ; and this is the way that the poet expresses the fact." ইহাই কি এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ?

(১২) 'অবনিকুলসমুত্থ'—অনুবাদ ডাঃ হর্ণলি করিয়াছেন, "sprung from any (noble) family of the world." । যেখানে 'ভৌমান্বয়' সেখানেই যে হর্ণলি সাহেবের ভ্রম ঘটে ।

রত্নোপম মহামাত্ত্ব ( ব্যক্তি ) দিগকে পালন করিবেন, প্রজাগণ ( যেন ) ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া তদ্বোধক সংজ্ঞাদ্বারা (১৩) ইহাঁকে প্রসিদ্ধি করিয়াছিল ।১৩।

দুর্ব্বার শত্রু হস্তিগণের কুম্ভভেদজাত শোণিতস্রোতস্বতীর আঘাতে সঞ্চলিত গজমুক্তা সমূহ দ্বারা যাঁহার যুদ্ধ-ভূমি ( মণিকার ) বিপণির ন্যায় যেন পদ্মরাগমণিবিশিষ্ট এবং বীর ( রূপ ) বণিক্‌সমূহের দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া শোভমান হইত ।১৪।

অনন্তর নরকবংশীয় (রূপ)কমলগণের ভাস্করস্বরূপ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অকলঙ্ক বীরবর (১৪) ( ব্রহ্মপাল ) স্বর্গ গমন করিলেন। ফলতঃ সংসারের গুণ ও দোষজ্ঞাতা মহানুভব ( ব্যক্তি) গণ কালোচিত আচরণ করিতে নিশ্চয়ই জানেন (১৫) ।১৫।

সুতীক্ষ্ণ খড়্গ প্রভামঞ্জরী বিজড়িত ভুজবলবির্জ্জিত শত শত নরপতিকর্ত্তৃক উপহৃত মত্ত গজশ্রেণীর গণ্ড ক্ষরিত মদ জলকণ বর্ষণদ্বারা যাহার (১৬) উষ্ণতা দূরীভূত হয়; সমস্ত শত্রু শিবির লুণ্ঠন পটু যোদ্ধৃবর্গের বাহুরূপ শাখাকীর্ণ অরণ্যসদৃশ নিবিড় হইলেও যাহা মহাজনগণের বসতি যোগ্য; মত্ত সুন্দরীগণের হাস্যরূপ সুধা দ্বারা ধবলিত সহস্র সহস্র সৌধশিখর কর্ত্তৃক যে স্থানে সূর্য্যবিম্ব সমাচ্ছাদিত হইয়াছে; মলয়পর্ব্বতভূমিজাত ( চন্দন ) বনের ন্যায় যাহা বহুশত ভোগীর (১৭) আবাসস্থল; আকাশ-পথের ন্যায় যাহা বুধ-গুরু-কাব্যালঙ্কার (১৮) যুক্ত; কৈলাসপর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় যাহা পরমেশ্বরের (১৯) অধিষ্ঠান-ভূমি এবং বিত্তেশ (২০) কর্ত্তৃক

(১৩) "তেন সকীর্ত্তনেন"—ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "by him ( অর্থাৎ ব্রহ্মপাল ) who had such reputation." যদি তাহাই হইত তবে 'অজায়ত' এই অণিজন্ত ক্রিয়াপদ কেন? ফল কথা 'রত্নোপমো' এই প্রথমান্ত পাঠ ব্যবস্থা করিয়া এবং 'সকীর্ত্তন' শব্দের অর্থ না বুঝিয়া শ্লোকটির প্রকৃত মর্ম্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

(১৪) 'অকলঙ্ক গণ্ড'—এই স্থলে 'গণ্ড' শব্দটি কেন ব্যবহৃত হইল? বোধ হয় 'গণ্ড' তে শ্লেষ আছে; অপরার্থের দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে; অতি বার্দ্ধক্যবশতঃ যাঁহার গণ্ডস্থলে চর্ম্মলোলতা দ্বারা কলঙ্করেখাপাত হয় নাই; অথবা জরানিবন্ধন যাঁহার গণ্ডলোম শ্বেত হওয়ায় তাহা কলঙ্ক কালিমা বর্জ্জিত হইয়াছিল।

(১৫) এই শ্লোকের দ্বারা সূচিত হয় যে ব্রহ্মপাল আসন্নকাল অনতিদূরবর্ত্তী বোধ করিয়া পুত্রকে সিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিয়া "বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং" দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

(১৬) অর্থাৎ দুর্জ্জয়াখ্যপুরের; পরে তাহা আছে।

(১৭) ভোগী শ্লিষ্ট; এক অর্থে বিষয়ভোগকারী অপর অর্থে সর্প।

(১৮) 'বুধ গুরু কাব্যালঙ্কার' আকাশপথ পক্ষে বুধগ্রহ-বৃহস্পতি-শুক্র-রূপ অলঙ্কার; দুর্জ্জয়াপুরপক্ষে পণ্ডিত, গুরু ও ( কাব্যভূষণ ) কবি।

(১৯) 'পরমেশ্বর' উভয়ত্র মহাদেব; দুর্জ্জয়াপুরেও শিবমন্দির ছিল। অথবা 'পরমেশ্বর' পরমভট্টারক স্বয়ং রাজাও ( দুর্জ্জয়াপক্ষে ) হইতে পারেন। কেননা একটু পরেই আছে "পরমেশ্বরোঽপি কামরূপানন্দী"।

(২০) বিত্তেশ—কৈলাশ পক্ষে কুবের। দুর্জ্জয়াপক্ষে ধনাঢ্যব্যক্তি।

নিষেবিত ; শকরাজরূপক্রীড়াপক্ষীর দৃঢ়পঞ্জরস্বরূপ (২১), গুর্জ্জরাধিপতির জ্বরসদৃশ, দুর্দ্দান্ত গৌড়াধিপরূপ হস্তীর কুটপাকল (২২) প্রতিম, কেরলেশ্বররূপ পর্ব্বতের শিলাজতুতুল্য(২৩), বাহীক ও তহিক (২৪) রাজের আতঙ্কজনক, দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের রাজযক্ষ্মোপম, অরিপক্ষ ক্ষয়করণহেতু, নৃপতির বক্ষঃকবাটস্থ বস্ত্রসদৃশ প্রাকারের দ্বারা যাহার প্রান্তভাগ আবৃত হইয়াছে ; উন্মত্ত কলহংসাকুল শব্দযুক্ত মনোহর সমীরণকর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত বীচি শীকর দ্বারা উন্মুক্ত সৌধ শিখরে আরূঢ় সুন্দরীগণের সুরতোৎসবজনিত পরিশ্রমের উপশময়িতাও কৈলাস-পর্ব্বতের হস্তিগণের রম্ভাতরু (রূপ) বস্ত্র স্বরূপ এবং সুবহু সুরেন্দ্রাঙ্গনার মণিময় বিলাস-দর্পণস্বরূপ, সমুদ্রোপম লৌহিত্য কর্ত্তৃক যাহা শোভমান হইয়াছে ; এবং অনেক মন ( পরিমিত বস্তু ) সমূহের অধিপতি ( বণিক্ ) সঙ্ঘের যাহা আদরণীয়, সেই সার্থকনামক দুর্জ্জয়া (২৫) সংজ্ঞক প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য (স্থিত) পুরে ( সেই রাজা ) বাস করিতেন। যে স্থানে জড়তা (২৬) হারাবলিতে ( পরিলক্ষিত হয় কিন্তু ) ইন্দ্রিয়ে নহে ; চঞ্চলতা বানরে, মনে নহে ; ভঙ্গুরতা ভ্রূবিলাসে, অঙ্গীকৃতে ( বিষয়ে ) নহে ; উপসর্গ(২৭)যুক্ততা ধাতুতে, প্রজাতে নহে ; বামতা (২৮) (কেবল) কামিনীগণের, স্খলন (২৯) মধুমদান্বিত নারীগণের গতিতে, নিস্পৃহতা দোষকারীতে (৩০) নির্বাধ মধুপানাসক্তি মধুকর সমূহে, অতিশয় প্রিয়ানুবর্ত্তন চক্রবাকে (এবং) মাংসাহার শ্বাপদে ( দেখা যায় ) সেই ইন্দ্রধামস্পর্দ্ধি নগরে ( অবস্থিত ) চন্দ্রের ন্যায় যিনি

(২১) ইহা এবং এতৎপরবর্ত্তী কতিপয় শব্দ প্রাকারের বিশেষণ।

(২২) কুটপাকল—হস্তিজ্বরবিশেষ। ডাঃ হর্ণলি এই বাক্যটির অনুবাদ করিয়াছেন, "(fit) to give fever to the heads of the untameable elephants of the chief of Gauda"।

(২৩) শিলাজতু পাহাড়ের ঘর্ম্মসদৃশ ; প্রাকারও কেরলেশ্বরের ঘর্ম্মজনক। বলা আবশ্যক যে শিলাজতুর অপর নাম শিলাঘর্ম।

(২৪) 'তাইক' ( যদি ভ্রম না হয় ) অবশ্যই কোনও রাজ্যের নাম—ডাঃ হর্ণলি বলেন 'তাজিক'। আরবের অন্তর্গত 'তাই' নামক এক প্রদেশ আছে—'হাতেমতায়ী' সেই স্থানের অধিবাসী ছিলেন ; হয়তো উহাতে স্বার্থে 'ক' যুড়িয়া সংস্কৃত করা হইয়াছে।

(২৫) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে 'দুর্জ্জয়া' ( আকারান্ত ) নাম আছে, তাই এ স্থলেও গৃহীত হইল।

(২৬) [ এই হইতে শাসনলেখক বাণভট্টাদির অনুকরণে শ্লেষমূলক পরিসংখ্যাতিশয়োক্তিরূপকোপমাবিরোধাভাস প্রভৃতির ছড়াছড়ি করিয়াছেন—অনুবাদে বাধ্য হইয়া এইরূপ স্থলে মূলের শব্দ অব্যাহত রাখিতে হইয়াছে। ] জড়তা—হারপক্ষে শীতলতা—ইন্দ্রিয়পক্ষে, জাড্য, অপটুতা।

(২৭) উপসর্গ—ধাতুপক্ষে প্র-পরাদি, প্রজাপক্ষে উপদ্রব।

(২৮) বামতা—বক্রভাব—কিন্তু কামিনীপক্ষে সৌন্দর্য্য।

(২৯) স্খলন—ধর্ম্মভ্রংশ ; কিন্তু এস্থলে পাদস্খলন মাত্র।

(৩০) অর্থাৎ যাহারা কেবল দোষ করিতে অভ্যস্ত তাহারাই স্পৃহাশূন্য হইতে বাধ্য হইত ; সৎকর্ম্মকারীর সদ্বিষয়কস্পৃহা ভূয়োভূয়ঃ পরিপুষ্ঠিত হইয়া বর্দ্ধিত হইত। ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "Covetousness only in evil-doers'।

মণ্ডলরূপ জলধির শীলরূপ বেলা বর্দ্ধিত করিয়াছেন (৩১) এবং শত্রুরূপ সরোবরের পদ্মাপহার প্রদর্শন করিয়াছেন ; (৩২) সূর্য্যের ন্যায় যিনি ভূভৃদ্‌গণের শীর্ষে (৩৩) পাদ বিন্যাস করিয়াছেন এবং কমলাকরোল্লাসনে (৩৪) লোলুপ বটেন ; পরমেশ্বর হইলেও যিনি কামরূপের আনন্দকারী (৩৫) ; নরকবংশীয় হইলেও যিনি দানবারির উল্লাসকারী (৩৬) ; যিনি পুরুষোত্তম হইলেও অজনার্দ্দন (৩৭) বীর হইলেও মত্তহস্তিগামী (৩৮) ; যাহার রূপ মন্মথাভিভাবী, গাম্ভীর্য্য সমুদ্র হইতেও অধিক, ধীরত্ব জগদ্বিজয়সূচক, বীর্য্য স্কন্দকেও পরাভবকারী ; যিনি যশে অর্জ্জুন, (৩৯) যুদ্ধে ভীমসেন (৪০), ক্রোধে কৃতান্ত (৪১), বিপক্ষবল্লীতে দাবানল, বিদ্বাকাশে শশধর, সজ্জন সুমনঃ ( সম্বন্ধে ) মলয়পবন (৪২), শত্রু অন্ধকারে সূর্য্য (৪৩), মিত্রোদয়সম্পদে (৪৪) উদয়াচল

(৩১) অর্থাৎ চন্দ্র যেমন সমুদ্রের বেলা বর্দ্ধন করেন, রাজাও মণ্ডলের (মিত্ররাজাদির) শীলবর্দ্ধন করিয়াছেন। ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "he makes his virtues to wax as the moon makes the encircling ocean to wax" !

(৩২) অর্থাৎ এখানে 'পদ্ম' কমল এবং নিধি এই দুই অর্থে ব্যবহৃত অথবা পদ্মা লক্ষ্মী তাঁহার অপহারও হইতে পারে। চন্দ্র সরোবরের কমলশোভা যেমন অপহৃত করেন, তেমনি রাজা শত্রুর ধন বা লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছেন।

(৩৩) সূর্য্যপক্ষে পর্ব্বতশিখরে। রাজপক্ষে ভূপগণের মস্তকে।

(৩৪) কমলাকর—এক অর্থে পদ্মশোভিত সরোবর, অপরার্থে কমলের ( অর্থাৎ তাম্রের ) অথবা কমলার ( লেবুর ) আকর ; উল্লাসন, প্রকাশ এবং আবিষ্কার।

(৩৫) 'পরমেশ্বর' ( মহাদেব ) কামের রূপ বিনষ্ট করিয়াছিলেন—কিন্তু ইনি 'পরমেশ্বর' ( রাজাধিরাজ ) হইলেও কামরূপদেশের আনন্দকারী। ( অথবা কামরূপে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন )।

(৩৬) নরক "অসুরাংশক" ; অতএব দানবগণের মিত্র ; তদ্বংশীয় হইলেও ইনি 'দানবারির অর্থাৎ ভগবানের ( অথবা দেবতামাত্রের ) ভক্ত হইয়া আনন্দবিধান করিয়াছেন। ডাঃ হর্ণলি উল্লেখিত "দানবারি"র অনুবাদ করিয়াছেন, "delights in being the enemy of the Danavas ( or demons ) !

(৩৭) 'পুরুষোত্তম ও জনার্দ্দন নারায়ণেরই নামভেদ ; কিন্তু রাজা পুরুষোত্তম ( নরশ্রেষ্ঠ ) হইলেও জনার্দ্দন অর্থাৎ নর-পীড়ক ছিলেন না।

(৩৮) সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণই গজগামিনী থাকেন ; এই রাজা বীর হইলেও স্ত্রীলোকের ন্যায়ই মন্থরগতি ছিলেন।

(৩৯) এখানে অর্জ্জুন শব্দে শ্লেষ আছে ; অর্জ্জুন, পার্থ এবং ধবল। "ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ" কবিসময়সিদ্ধ। [ ইহার পরে অপর শাসনে আছে, ভীষ্মো ধনুষি ধনুঃপ্রয়োগে ভীষ্ম ; এখানেও ভীষ্মে শ্লেষ আছে—গাঙ্গেয় এবং ভীষণ। ]

(৪০) 'ভীমসেন' শ্লিষ্ট ; বৃকোদর, এবং "ভীম ( ভয়ানক ) সেনা বিশিষ্ট"।

(৪১) এখানেও শ্লেষ—যম, এবং নাশকারী।

(৪২) 'সুমনঃ' অর্থে পণ্ডিত এবং পুষ্প ; মলয়পবন পুষ্পের সৌরভ বহন করিয়া প্রচার করে—রাজাও সাধু ও পণ্ডিতগণের যশোবিস্তারে সহায় ছিলেন।

(৪৩) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, 'Sun in eclipsing his enemies" !

(৪৪) এখানেও মিত্র শব্দে শ্লেষ আছে সুহৃৎ এবং সূর্য্য।

(স্বরূপ); (সেই) মহারাজাধিরাজ শ্রীব্রহ্মপালবর্ম্মদেবচরণানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক কুশলী শ্রীরত্নপালবর্ম্মদেব—

(৪৫) উত্তরকূলে ত্রয়োদশ গ্রাম বিষয়ান্তর্গত বামদেব পাটকাপকৃষ্ট ভূমি সমেত লাবুকুটি ক্ষেত্রে তিন সহস্র ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমিতে যথাযথ সমুপস্থিত ব্রাহ্মণাদি বিষয় করণ ব্যাবহারিক প্রভৃতি জনপদ বাসীদিগকে রাজ্ঞা রাজ্ঞী রাণক সম্বন্ধীয় অন্যান্যদিগকে রাজন্যগণ, রাজপুত্র, রাজবল্লভ প্রভৃতিকে এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা এস্থানে থাকিবেন তাঁহাদেরও সকলকে সম্মান পূর্ব্বক আদেশ করিতেছেন—আপনারা ইহা অবগত হইবেন যে বাড়ী জমি স্থল জল গোবাট আবর্জ্জনাস্থান সমম্বিতা যথাসংস্থা স্বসীমাস্থলপর্য্যন্ত বিস্তৃতা এই ভূমি হস্তিবন্ধ নৌকাবন্ধ চৌরোদ্ধরণ দণ্ডপাশ উপরিকর নানা নিমিত্তক উৎখেটন হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গো মহিষ অজ মেষাদির প্রচার প্রভৃতির সর্ব্ব (প্রকার) উৎপীড়ন নিবারণ পুর্ব্বক শাসনের বিষয়ীভূত করিয়া—

এই জগতে পরাশর (গোত্রজ) কাণ্ব (শাখার) বাজসনেয়কগণের অগ্রণী দেবদত্ত (নামক) এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ যাঁহাকে লাভ করিয়া ত্রয়ী (৪৬) সম্যক্ কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন।১

তাঁহার আহিতাগ্নি গুণবান্ চরিত্রবান্ সদাশদত্ত (নামক) পুত্র ছিলেন—ষট্‌কর্ম্ম নিরত(৪৭) যাঁহাকে দেখিয়া জনসমূহ ভৃগু প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যয়ান্বিত হইয়াছিল।২

তাঁহার চরিত্রগুণযুক্তা পতিব্রতা শ্যামাম্বিকা (নাম্নী) পত্নী ছিলেন, যিনি বিশুদ্ধরূপা তমোনাশিনী (হইয়া) উগ্রেন্দু লেখার (৪৮) ন্যায় বিরাজমানা ছিলেন।৩

ইঁহাতে শাস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রণী পাপভীত বীরদত্ত (নামক) পুত্র জাত হন—ধর্ম্মাশ্রয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাঁহাকে পাইয়া কলিকাল অবজ্ঞাত প্রায় হইয়াছে।৪

তাঁহাকে, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি (৪৯) যোগে রাজত্বের পঞ্চবিংশ বর্ষে মৎকর্তৃক মাতাপিতার (৫০) ও নিজের যশঃ ও পুণ্য নিমিত্তে (শাসনীকৃত ভূমি) প্রদত্ত হইল।৫

---

(৪৫) ভূমি বর্ণনাদির ভাষা পূর্ব্বে আলোচিত ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনের প্রায় অনুরূপ; (রঙ্গপুর-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৯, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৬) ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের সমষ্টি।

(৪৭) যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম।

(৪৮) উগ্র—প্রখর, দীপ্ত, শশিকলা যেমন সুন্দর ও তমোনাশক, ব্রাহ্মণী, তেমনি রূপসী এবং চরিত্রবলে তমোগুণনাশিনী ছিলেন।

(৪৯) জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এই চারিটি মাস প্রবর্ত্তক সংক্রান্তির নাম "বিষ্ণুপদী"। অতএব কোন্ মাসে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল বুঝা গেল না।

(৫০) পিত্রোঃ—ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "of my father" এটা যে দ্বিবচন তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

সীমা—পূর্ব্বে বড় আলিতে ( স্থিত ) শিমুলগাছ। পূর্ব্ব দক্ষিণে ঋষিগণ পাটস্থিত (ব্যক্তি) গণের নৌসীমায় খরতট স্থিত (৫১) শিমুলগাছ। দক্ষিণে সেই নৌসীমায় বদরী গাছ। দক্ষিণ পশ্চিমে সেই নৌসীমায় কাশিম্বল (৫২) গাছ। পশ্চিমে খরতটস্থ অশ্বত্থগাছ। পশ্চিমগামী ও উত্তরগামী বাঁক ক্ষেত্রের আলি ও কাশিম্বলগাছ। পশ্চিমোত্তরে ক্ষেত্রের আলিতে ( স্থিত ) হিজ্জলগাছ। পূর্ব্বগামী ও দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও শিমুলগাছ। পুনশ্চ পূর্ব্বগামী ও দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও কাশিম্বলগাছ। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী ও দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও শিমুলগাছ। উত্তরে বড় আলিতে কাশিম্বলগাছ। উত্তরপূর্ব্বে বড় আলিতে বেতগাছ। ইতি

( হাতিমার্কা সিলমোহরে আছে )

স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীরত্নপাল বর্ম্মদেবঃ।

## (২) রত্নপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসন।

প্রবন্ধের প্রথমেই এই শাসন খানির দুরবস্থার বিষয় বলা হইয়াছে। প্রথম শাসনখানি না পাইলে এই খানির পাঠোদ্ধার অতিশয় দুরূহ হইত এবং তদ্দ্বারা বিশেষ কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। ইহা কামরূপ জিলার সদর এলাকার অন্তর্গত সোয়ালকুচি নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। রত্নপালের রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বর্ষে এই শাসন দ্বারা ভরদ্বাজগোত্র কাণ্ব শাখায় রাজসনেয়ী কামদেব নামক ব্রাহ্মণকে কলঙ্গা বিষয়ান্তঃপাতী ৩০০০ ধান্য উৎপন্ন কারক ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। অতএব প্রথম শাসনের এক বৎসর পরে এই খানি দেওয়া হইয়াছে। 'কলঙ্গা' বিষয়টি ব্রহ্মপুত্রের কোন্ পারে তাহা লেখা নাই। নৌগাঁ জিলায় কলং নামক একটি নদী আছে তাহা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ কূলে ( কিন্তু বাম ভাগে ) পড়িয়াছে; জানি না এই নদীর সঙ্গে সেই 'কলঙ্গাবিষয়ের' কোন সম্পর্ক আছে কিনা; তবে থাকিবারই সম্ভব।

এইখানি যদিও প্রথম খানির অনুকরণে লিখিত, তথাপি ইহাতে ভুলভ্রান্তি অধিকতর হইয়াছিল। যে দুই এক স্থলে ইচ্ছাতঃ পাঠব্যত্যয় আছে তাহা প্রথম শাসনের পাঠবিচারে

(৫১) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "standing on the steep bank ( of the river Brahmaputra ) by the anchorage of the boats for the pathi fish of the rushi class' খরতট 'খাড়া পার' হইতে পারে কিন্তু তাহা যে ব্রহ্মপুত্রেরই তাহার প্রমাণ কি ? 'ঋষিগণ পাট' সম্বন্ধেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা বড়ই সাহসিকের কাজ। 'ঋষি' বা ঋষি ( রুইদাসর 'রুই' এর সংস্কৃত উচ্চারণ বোধ হয় ) পূর্ব্ববঙ্গে মুচিজাতিকে বলে। তবে ইহারা মাছ মারে না।

(৫২) এটা যে কি গাছ বুঝা গেল না। 'শিম্ব' শিম্ গাছ; 'কাশিম্বলের' সঙ্গে শিম্বের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে।

পাদটীকায় উল্লেখিত হইয়াছে। অশুদ্ধি বহুল হইলেও দুই এক স্থলে প্রথম শাসনের পাঠ শোধন সম্বন্ধে ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্যও হইয়াছে।

প্রথম শাসন সমালোচনা উপলক্ষেই শাসন প্রদাতা রাজার এবং রচয়িতা কবির সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলা হইয়াছে। তবে এই শাসনে রাজপ্রশস্তির অংশটুকু পূর্ব্বশাসনের প্রায় অবিকল অনুরূপ কেন হইল তাহা একটা ভাবিবার বিষয়। রাজকবির শব্দভাণ্ডার কি শূন্য হইয়া গিয়াছিল যে তিনি নূতন ভাষায় রাজার বংশ ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে পারিলেন না? না তখনকার প্রথা এই ছিল যে এক রাজার যতটাই শাসন হউক না কেন তাহাদের সমস্তেই যথাসম্ভব একরূপ কথাই থাকিবে—কেবল জমির ও দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের পরিচয়ে মাত্র স্বতন্ত্র কথার অবতারণ হইবে? তাহা হইলে অব্যবহিত দুই রাজার—যথা রত্নপাল ইন্দ্রপালের—শাসন গুলিতেও একই কথা থাকার ব্যবস্থা হইল না কেন? এই গুলি প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা আপাততঃ করা হইল না—তবে সমস্যাটা উল্লেখ করিয়া রাখা গেল যদি কোন দিন যথোচিত অভিজ্ঞতা সহ আলোচনা করা যায়।

## রত্নপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসন।

[ ইহার প্রথম ফলক নাই ]

দ্বিতীয় ফলকে [ বিভব ]ফলবিলাসাস্বাদজাতাভিলাষঃ ( প্রথম তাম্রশাসনের দ্বাদশ-সংখ্যাক শ্লোক দ্রষ্টব্য ) এই হইতে "শ্রীমান্ রত্নপালবর্ম্মদেবঃ কুশলী ॥ × ॥" এই পর্য্যন্ত; প্রায় সমস্তই প্রথম তাম্রশাসনের অনুরূপ।(১) তদনন্তর—

কলঙ্গাবিষয়ান্তঃপাতি ধাস্তত্রিসহস্রোৎপত্তিকহলকৃষ্ট (২) ভূমৌ ( এইটুক্ নূতন কথা ) ইহার পর যথাযথং সমুপস্থিত—হইতে 'শাসনীকৃত্য' পর্য্যন্ত প্রথম তাম্রশাসনের অনুরূপ; অতঃপর—

ভারদ্বাজসগোত্রো বাজসনেয়শ্চ (৩) কাণ্বশাখোভূৎ।
ভট্টোবলদেব ইতি খ্যাতঃ শ্রুতবিনয়সম্পন্নঃ ॥১
আসীৎ প্রতিহতনরকো বহুবিবুধবন্দ্যমানচরণযুগ্মঃ।
বিকসিতকমলনয়নক (৪) স্তৎপুত্রো বাসুদেবাখ্যঃ ।২

(১) ইহাতেই অনুমান হয় যে নষ্ট ফলকখানিতে যাহা ছিল তাহাও প্রথম শাসনেরই প্রারম্ভের অনুরূপ। অতএব ঐ ফলকখানির অভাবে আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই।

(২) মূলে আছে 'হ কৃষ্ট'।

(৩) ডাঃ হর্ণলি 'বাজসনেয়ী শ্' পড়িয়াছেন। 'শ্' স্থলে 'শ্র' পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে মাত্রাধিক্য দোষও ঘটে।

(৪) এই পাদটি ডাঃ হর্ণলি পড়িতে পারেন নাই; অথচ ইহা একটু অনুধাবন করিলেই পড়া যায়। তবে 'নয়ন' পর্য্যন্তই যেন আছে; ইহাতে 'ক' লাগাইয়া ছন্দোরক্ষা করা হইয়াছে।

লক্ষ্মীরিব জনসেব্যা ভার্য্যাসীদস্য বল্লভা সাধ্বী।
চ্ছেপ্তাগ্নিকেতিবিদিতা সদ্ধর্ম্মা কল্পভূষণ (৫) রম্যা ॥৩
তস্যামজায়ত সুতো ভুবি কামদেবঃ শক্ত্যা মনোরমতয়া জিতকামদেহঃ।
কীর্ত্তিঃ(৬) সমস্তভুবনং হি শশাঙ্কশুভ্রা যস্যানিশম্ভ্রমতি ভূরিবিভূষিতস্তোঃ ॥৪
পিত্রোঃ স্বপুণ্যমুদ্দিশ্য কীর্ত্তেশ্চ সমবাপ্তয়ে (৭)।
ময়া দত্তা দ্বিজায়াস্মৈ রাজ্যে ষড়্‌বিংশদব্দকে ॥৫

অস্যাস্‌সীমা পূর্ব্বেণ চন্দেনৌকিনাং (৮) সহসীম্নি ইষ্টকস্তূপোপরি (৯) শর্ক্করামূলং (১০)। ক্ষোড়াম্রবৃক্ষৌ (১১), পূর্ব্বদক্ষিণেন দক্ষিণপাটি (১২) নৌকিসহসীম্নি বেতসবৃক্ষঃ। দক্ষিণেন সধবনৌকিসহসীম্নি হিজ্জল(১৩)বৃক্ষঃ। দক্ষিণপশ্চিমেন ভদ্রকনাম(১৪)বৃক্ষঃ। পশ্চিমেন চন্দেনৌকিসহসীম্নি অধুনারোপিতশাল্মলীবৃক্ষঃ। পশ্চিমোত্তরেণ কলঙ্গাদণ্ডিদক্ষিণপাটঃ। পূর্ব্বগবক্রেণ সধবকলঙ্গাদণ্ডিদক্ষিণপাঠস্থ চোরকবৃক্ষঃ। দক্ষিণগবক্রেণ কুলসোস্তোত্তরপাটঃ। পূর্ব্বগ-বক্রেণ সধবকুসোস্তোত্তরপাটস্থ বরুণবৃক্ষঃ। উত্তরগবক্রেণ হিজ্জলবৃক্ষঃ। উত্তরেণ দিয়ম্বারাণা-ঞ্জলো (১৫)ত্তরপাটঃ। উত্তরপূর্ব্বেণালিমস্তকবেতসবৃক্ষশ্চেতি।

(৫) মূলে পাঠ বড়ই অস্পষ্ট; ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছেন "সদ্ধর্ম্মাবর্ণভূষণা"; তাহাতে একটু মাত্রাধিক্য ঘটে। 'সদ্ধর্ম্মবর্ণভূষণ' পড়িতে পারিলে সুন্দর অর্থ হইত কিন্তু 'ব' পড়া যেন অসম্ভাব্য বোধ হয়। অপিচ 'র্ম্ম' এর পর আকার স্পষ্ট আছে, তাহা না দিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। "ভূষণা"র আকারটি প্রামাদিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; নচেৎ ছন্দোব্যাঘাত হইত।

(৬) ডাঃ হর্ণলি পাঠ করিয়াছেন, 'কান্তিঃ'; লেখা অস্পষ্ট বটে; কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই পাটই যে সমীচীনতর এবং সমাধিক কবিত্ব ব্যঞ্জক তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

(৭) এই পাদটি একেবারে অপাঠ্য; ডাঃ হর্ণলি কিছুই পড়েন নাই। ভূয়িষ্ঠ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই পাঠ কল্পিত হইল।

(৮) 'চন্দে' এইটি নাম; নৌকিন্ (নৌকা শব্দজ) বিশেষণ। মূলে 'নৌকীনান্‌সহ' আছে, 'নৌকিনাংসহ' করা হইল। এইরূপ সর্ব্বত্রই 'নৌকী' স্থলে 'নৌকি' করা হইয়াছে।

(৯) ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছেন "'ইষ্টকেস্ত্রোপরি' অনুবাদ করিয়াছেন on the brickfield"।

(১০) ডাঃ হর্ণলি শবরমূলা পড়িয়া 'মূলে' পাঠ প্রস্তাব করেন। কিন্তু 'ল' এর নীচে একটি 'ং' রহিয়াছে; এবং 'মূলে' করিয়া বিশেষ লাভ কি? মধ্যের অক্ষরটি সম্বন্ধে ডাঃ হর্ণলির সন্দেহ আছে 'ব্ব' যেন দেখা যায়।

(১১) মূলে আছে 'খোড়াম্ব' (ক্ষোড় অর্থ আলান, হস্তিবন্ধনস্তম্ভ)।

(১২) মূলে আছে 'দক্ষিপাটি'।

(১৩) মূলে আছে 'হিজ্জল'।

(১৪) পাঠ বড়ই অস্পষ্ট; ডাঃ হর্ণলি অনুমানতঃ 'ভয় কম' পড়িয়াছেন; অতএব তাহাতে সংশোধনের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়াক্ষর যে 'দ্র' তাহা বোধ হয় ঠিক্। 'ক' এর পরেও যেন কি ছিল। ('ভদ্রক' দেবদারুর নাম।)

(১৫) মূলে আছে 'দিয়ম্বারাঞ্জলো'।

## অনুবাদ

( অভিনব বাক্যগুলির মাত্র অনুবাদ করা হইল )

কলঙ্গাবিষয়ান্তঃপাতি তিনহাজার ধান্যোৎপত্তিকারক হলকৃষ্ট ভূমিতে ( স্থিত ) * * *

ভারদ্বাজগোত্রীয় কাণ্বশাখাভুক্ত বাজসনের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিনয়সম্পন্ন বলদেব ( নামে ) খ্যাত ( জনৈক ) পণ্ডিত ছিলেন।১

তাঁহার নরকের প্রতিহন্তা বাসুদেবনামা পুত্র ছিলেন—যাঁহার চরণযুগল বহুপণ্ডিতকর্ত্তৃক বন্দিত হইত এবং যাঁহার চক্ষু প্রস্ফুটিতপদ্মের ন্যায় ( মনোহর ) ছিল।২

তাঁহার ছেহ্প্রায়িকা(১) নামে খ্যাতা প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নী ছিলেন—যিনি লক্ষ্মীর ন্যায় লোকের সম্মানভাজন এবং সতী ধর্ম্মপরায়ণা ও কর্ণভূষণদ্বারা রমণীয়া ছিলেন।৩

তাঁহাতে কামদেব ( নামক ) পুত্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি শক্তিতে ও মনোহারিত্বে কামদেবের দেহকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার শশিধবলা কীর্ত্তি আকাশকে স্বচ্ছ বিভূষিত করিয়া সমস্ত ভুবনে অনবরত বিচরণ করিতেছে।৪

এই ব্রাহ্মণকে ( আমার ) রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বৎসরে মাতাপিতার ( ও ) আপন পুণ্য-উদ্দেশ্যে এবং কীর্ত্তিলাভনিমিত্তে(২) ( এই শাসনীকৃত ভূমি ) মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।৫

ইহার সীমা পূর্ব্বে চন্দেনৌকীদের সহসীমায়(৩) ( স্থিত ) ইষ্টকস্তূপোপরি শর্করামূল (এবং) আলান ও আমগাছ। পূর্ব্বদক্ষিণে দক্ষিণপাট(৪) স্থিত নৌকী(দে)র সহসীমায় বেতগাছ। দক্ষিণে সধবনৌকীর সহসীমায় হিজল গাছ। দক্ষিণপশ্চিমে দেবদারু গাছ। পশ্চিমে চন্দে-নৌকীর সহসীমায় অধুনা রোপিত শিমুল গাছ। পশ্চিমোত্তরে কলঙ্গার দণ্ডী(৫)দের দক্ষিণপাট। পূর্ব্বেগামী বাঁক দিয়া সধব নৌকীর ও কলঙ্গার দণ্ডীদের দক্ষিণপাটে স্থিত চোরক গাছ। দক্ষিণগামী বাঁকদিয়া কুল(স্ত) সোত্ত(৬)দের উত্তরপাট। ( পুনশ্চ ) পূর্ব্বগামী বাঁকদিয়া সধব-নৌকীর ও কুলসোত্তদের উত্তরপাটে স্থিত বরুণ গাছ। উত্তরগামী বাঁক দিয়া হিজলগাছ। উত্তরে দিয়ম্বার(৭)দের জলেরউত্তরপাট। এবং উত্তরপূর্ব্বে আলির মাথায় বেতগাছ। ইতি

সিলমোহর—প্রথম শাসনেরই অনুরূপ। শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

(১) ইহা যে সংস্কৃত কোন্ শব্দের বিকার তাহা বুঝা গেল না। তবে 'শ্রীপ্রায়িকা' এইরূপ একটা কিছু হইবে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ রমণীর এতাদৃশ প্রাকৃত নাম বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

(২) পূর্ব্বশাসনেও 'যশঃ এবং পুণ্য নিমিত্তে' আছে, তাই এস্থলেও 'কীর্ত্তিলাভনিমিত্তে' এই অংশ কল্পিত হইয়াছে।

(৩) 'সহসীমা' এবং 'সীমা' একার্থবাচকই বোধ হয়। বনমালদেবের তাম্রশাসনেও 'সহসীমা' পাওয়াগিয়াছে।

(৪) পাট—( গ্রামাদির ) একদেশ; ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন 'terrace.'

(৫) দণ্ডী—দাঁড়ী নৌকার দাঁড়টানা লোক।

(৬) সোত্ত শব্দও নৌকীর মত বিশেষণবাচক, এবং নৌকাবাহক শ্রেণীর লোক হইবে।

(৭) ইহা কোনও ব্যক্তির নাম হইতে পারে—বোধ হয় 'দিগম্বর' শব্দের অপভ্রংশ।

# "পীর, সত্যপীর, পীরবর্‌হক্‌, বড়পীর।"

পীর পারসী শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ সুবৃদ্ধ, যাহার বহু বৎসর বয়স হইয়াছে। সুতরাং যিনি অভিজ্ঞ, বহু বিষয় অবগত, বিশেষতঃ যিনি ভগবৎ বিষয়ক-জ্ঞানে মহাজ্ঞানী। এখন ইহার সাধারণ অর্থ "মুরশীদ" অর্থাৎ গুরু। গুরুকে "মুরশীদ" এবং শিষ্যকে "মুরীদ" বলে। "মুরশীদ" এবং "মুরীদ" আরবী শব্দ ; অর্থ—আদেশ কর্ত্তা এবং আদেশ পালক। শিষ্যকে গুরু যে আদেশ করিবেন তাহাই তাহার পালনীয়। যথা :—

"ব-ময়-সজ্জাদা-রঙ্গীণ-কুন্‌-
গরৎ-পীরে-মগাঁ,—গোয়েদ।" ("হাফেজ")

যদি মহাতত্ত্বজ্ঞ পীর অর্থাৎ গুরু তোমাকে নমাজের স্থান অপবিত্র বস্তু (যথা মদিরা) দ্বারা রঞ্জিত করিতে বলেন তাহা হইলে তাহাও করিও।

এই পীর পুরুষগণ অসাধারণ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাসাধুপুরুষ, এবং সকলেরই শেষ গুরু স্বয়ং মহাপয়গম্বর প্রভু মোহম্মদ। হজরত মোহম্মদ, হজরত আলি প্রভৃতি কয়েকজন পবিত্র পুরুষকে ভগবৎসম্বন্ধীয় গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গূঢ়তত্ত্ব কোর-আনে এমত ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, যাঁহারা "মুরশীদের" নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তাঁহারা ব্যতীত অপরে তাহা জ্ঞাত নহে। এই তত্ত্ব কথন ও লিখিত হয় না কিন্তু এক মন হইতে অন্য মনে অর্পিত হয়। হজরত মোহম্মদ হইতে হজরত আলি, এবং হজরত আলি হইতে তাঁহার শিষ্যগণ, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের পরবর্ত্তী শিষ্যগণ তাহা লাভ করিয়াছেন। এই গুহ্য-তত্ত্ব সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হয় না ; বহু পরীক্ষার পর শিষ্য বিশেষকে তাহা প্রদান করা হয়, এবং তিনিও তাহার অপব্যবহার করেন না ও উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্যকে তাহা প্রদান করেন না। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ শিষ্যও গ্রহণ করেন এবং যে ব্যক্তি যদুপযুক্ত তাহাকে তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সকল মহাতত্ত্ব যাহা মনুষ্যকে অমানুষিক অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করে তাহা কেমন সংগুপ্ত, তৎসম্বন্ধে হাফেজ এইরূপ রূপকে স্বমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সুফী কবি হাফেজের দেওয়ানের প্রথম কবিতার তৃতীয় চরণ "সে উন্মুক্ত কেশ রাশির" (অর্থাৎ কোরআনের প্রকাশ্য শ্লোক সমূহের) "মৃগনাভী সুরভিত সুবাস" (রূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ অর্থ) "প্রাভাতিক সুবাসিত সমীরণ" (রূপ গুরুর উপদেশ) "যখন লাভ করিতে পারি তখন মনে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখের আবির্ভাব হয়।" ৪র্থ চরণ "কিন্তু যখন সেই ঘন কৃষ্ণকেশ রাশিকে বেণীতে আবদ্ধ করা হয় তজ্জন্য সুগন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইতে পারে না" (যখন সেই পবিত্র গ্রন্থের কৃষ্ণ পংক্তি শ্রেণীতে যে মহাতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা উদ্ধার করিতে হৃদয় অশক্ত হয়)— "তজ্জন্য তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী বহু হৃদয়ে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।"

মহাগুরু সম্বন্ধে তিনি ঐ কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণে বলিতেছেন—"হে মুরশেদ, হে মহাগুরো, তুমি এ সকল বিষয় পরম অভিজ্ঞ তাঁহাকে লাভ করার পথ এবং উপায় বিশেষরূপে অবগত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার সুদীর্ঘ পথের স্থানে-স্থানে যে সকল পান্থাশ্রম আছে, (যাহার মধ্যে পৃথিবীও একটি আশ্রম স্থান মাত্র) তাহা হইতে অগ্রসর হওয়ার জন্য যখন ডঙ্কাধ্বনি হইতে থাকে (যখন এই জড়দেহ ত্যাগের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়) তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তজ্জন্য আমার মনে সুখের ও শান্তির আবির্ভাব হয়।"

মহামুর্শিদ, মহাগুরু, মহাপীর শিষ্যকে, (সাধারণ কথায় তাঁহার বালককে), আল্লাহ্‌র সহিত সংমিলিত হওয়ার পথে লইয়া যান। মুরশেদের উপদেশে বালকের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা হাফেজের কথাতেই শুনুন, ১৩শ চরণ "হে হাফেজ, যদি সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রেমলাভ করার সংকল্প দৃঢ় করিয়া থাক তাহা হইলে তাঁহাকে এক নিমেষও ভুলিও না।" ১৪শ চরণ "যখন সে সৌন্দর্য্য রাশি ব্যতীত অন্য সৌন্দর্য্য তোমার অভিলষিত নহে, তখন এই সুন্দর পৃথিবী এবং পার্থিব সৌন্দর্য্য ভুলিয়া যাও।"

এখন যে সাধারণ পীরসাহেব, মুরশিদসাহেবগণ বড় বড় পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া পীরসাহেব নামে খ্যাত, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই প্রচুর যে এই সস্তা মালের মৌসুমে মৌলভী, মৌলানা, মুন্সী, পণ্ডিত, দোবে, চোবে, গুরুদেবদের অভাব নাই, ইহা সত্ত্বেও প্রকৃত পীর এবং প্রকৃত গুরুদেবও অধিষ্ঠান করিতেছেন।

যাঁহারা প্রকৃত পীর তাঁহারা আউলিয়া শ্রেণীভুক্ত; আউলিয়াগণ ভগবৎশক্তিতে শক্তিমান। সময় এবং দূরতা ইঁহাদের জন্য কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নহে। ইঁহারা একই সময় নানা আকারে, নানা স্থানে, নানা কার্য্য সাধন জন্য উপস্থিত হইতে পারেন। ইঁহাদিগকে সর্ব্বকারণের মূল কারণ সর্ব্বশক্তিমান এইরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই ক্ষমতা পরিশ্রম লব্ধ নহে। ইহা সর্ব্বশক্তিমানেরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা। যাঁহাদিগকে তিনি "ওলি" করিয়াছেন তাঁহারাই কতক নিয়ম পালন করিলে "ওলির" শক্তিতে শক্তিমান হন। আউলিয়া শব্দ "ওলি" শব্দের উৎকৃষ্টতা বাচক আকার। যে ব্যক্তিকে তিনি "ওলির" শক্তিতে শক্তিমান করেন নাই, সে ব্যক্তি সহস্র চেষ্টা করিলেও "ওলি" হইতে পারে না। কিন্তু তাহার চেষ্টা বা পরিশ্রম নষ্ট হয় না, সে তৎফলে অনুরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে।

এই "ওলিগণ" ঊর্দ্ধ ও অধঃ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, সকলই তাঁহাদের শক্তি মহাপয়গম্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি পয়গম্বরে, এবং পয়গম্বরের শক্তি হজরত আলি প্রভৃতি মহাপুরুষে এবং তাঁহাদের শক্তি তাঁহাদের শিষ্য মণ্ডলীতে এবং তাঁহাদিগের হইতে অধঃদিকে প্রত্যেক গুরুর শক্তি প্রবাহিত হইতেছে।

ওলিগণ ইহ শরীর পরিবর্ত্তনের পরও জীবিত থাকেন এবং তাঁহাদের আত্মা শরীরে পৃথিবীর মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের পার্থিব শরীরও ধ্বংস হয় না। তাঁহাদের সমাধিকে মাজার বলে। তথায় তাঁহার নিকট কোনও বিষয় নিবেদন করিলে তাহা

সফল হওয়ার জন্য তিনি সর্ব্বকারণের মূল কারণের নিকট তদ্বিষয় প্রার্থী হন, এবং তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে। তিনি জীবমানে মনুষ্যগণের যেরূপ মঙ্গল করিতে পারিতেন, মরণের পরেও তদ্রূপ মঙ্গল করিতে সক্ষম। তাঁহার জীবমানে তাঁহার প্রার্থনা মত যেমন সর্ব্বশক্তিমান রোগীকে রোগ মুক্ত, বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত, অভাবযুক্তকে অভাব হীন, অপুত্রককে পুত্র প্রদান করিতেন, মরণান্তরও তাঁহার প্রার্থনা মত তদ্রূপে কার্য্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিমান সে মাজারে উপবিষ্ট হয়, সে আধ্যাত্মা সাহায্যও লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃত পীর অর্থাৎ আউলিয়া শ্রেণীভুক্ত পীরের মাজার ( সমাধিস্থান ) বিশেষরূপ সম্মানিত যাহারা আউলিয়া শ্রেণীভুক্ত হওয়ার মর্য্যাদা লাভ করে নাই এমত মুরশীদ-গণের সমাধিও তাঁহাদের সৎজীবন, সাধু আচরণ, ধর্ম্মভীরুতার জন্য মান্য। তাঁহাদেরও সমাধিতে শিরিণী হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকেও অনুরোধকারী স্বরূপ অবলম্বন করা হইয়া থাকে। কোনও মুসলমানই মরিয়া যায় না এবং তাহারও মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে, এজন্য সাধুপুরুষদিগের কবর দর্শন প্রশংসনীয়।

প্রকৃত এবং সাধারণ পীরের মাজার অর্থাৎ দর্গাতে শিরিণী, খয়রাত, অন্ন বিতরণ প্রভৃতি সাধুকার্য্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য সক্ষম ব্যক্তিগণ ভূমিদান করিয়া থাকেন। এইরূপ ভূমি পীরপাল নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। এই সকল ভূমি ওক্‌ফ শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপ ভূমির উপসত্ত্ব হইতে অন্নদান, বস্ত্রদান, অর্থদান, শিরিণী প্রভৃতি যে সকল সৎকার্য্য হয় তাহার পুণ্যফল পীরের আত্মা প্রাপ্ত হয়েন এবং দান কর্ত্তা ও পুণ্যভাগী হয়েন। পীরের আশীর্ব্বাদে দান কর্ত্তার ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল হইয়া থাকে।

শিরিণীর আভিধানিক অর্থ মিষ্টান্ন। মিষ্ট বস্তু দ্বারা কিছু প্রস্তুত করিয়া মাজারে আনিয়া সেবাইতকে দিলে, তিনি ফাতেহাসুরা, কুলহো এবং দরুদ পড়িয়া কোরআন্ এবং দরুদ পাঠের এবং মিষ্টান্ন বিতরণের পুণ্য পীরের আত্মাকে অর্পণ করেন এবং শিরিণীকর্ত্তার কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য পীরকে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন। পোলাও খিচুড়ি প্রভৃতি উপস্থিত করিয়া এবং নগদ কিছু দিয়াও এইরূপ করান হয়, বা শিরিণী কর্ত্তা স্বয়ং উক্তরূপ কলেমা পাঠ করিয়া পীরকে আল্লার নিকট অনুরোধ করার জন্য মিনতি প্রকাশ করেন। ইহাই পীরের শিরিণী। হিন্দুগণ ইহাকে পীরের পূজা বলেন, প্রকৃত পক্ষে ইহা পীরের পূজা নহে। শিরিণী দাতা কোরআনের কতক বচন এবং দরুদ অর্থাৎ মহাপয়গম্বরের মঙ্গল কামনার পর এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে "হে আল্লাহ আমি যাহা পাঠ করিলাম, এবং যাহা খয়রাত করিলাম, এবং যে শিরিণী উপস্থিত করিলাম তাহার পুণ্যফল এই মহাত্মা প্রাপ্ত হউন।" তারপর শিরিণী দাতা পীরজীর অভিমুখী হইয়া বলেন, হে পবিত্র পুরুষ আপনি আল্লাহের নিকট আমার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার "দোওয়া" করুন। আপনি আল্লাহ্‌র এবং পয়গম্বরের প্রিয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণতঃ দরগার ফকীরই ইহা করিয়া থাকেন। দরগা সুশোভিত এবং দরগাতে আগমন-

কারী ব্যক্তিগণের সুবিধার নিমিত্ত দরগাতে আলোক দেওয়া হয়, এজন্য দানকৃত সম্পত্তির আয় হইতে "চেরাগ" এবং "শিরিণীর" খরচ নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করা হয়। দর্গা দর্শনকারিগণ শিরিণীর জন্য সাধারণতঃ সওয়া গণ্ডা হইতে সওয়া হিসাবে ব্যয় করিয়া থাকেন। অযুগ্ম সংখ্যা ক্রমে খয়রাত করা মঙ্গল জনক বলিয়া গণ্য।

যে পীরগণ খ্যাত, যাঁহারা জীবনকালে অমানুষিক অলৌকিক বহুকার্য্য করিয়াছেন, যাঁহারা ওলী শ্রেণীভুক্ত, অনেক সময় আলোক শ্রেণী ও পুষ্পমালায় সুশোভিত সভায় আহূত এবং সমবেত ব্যক্তিগণের সম্মুখে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করা হয় এবং কোরআন্, দোয়া, দরুদ পাঠ করিয়া তাহার এবং নানাবিধ অন্নের শিরিণী অর্থাৎ আহার্য্য বিতরণের পুণ্যফল পীরকে অর্পণ করা হয়। ইহা দরগাতেও করা হয় এবং অন্য স্থলেও করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বন্ধু বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া সুশোভিত মজলিসে ও আপন গৃহেই পীরের কথা পাঠ এবং গুণ বর্ণনা করা হয়। ফাতেহার অর্থাৎ কোরআনাদি পাঠ এবং পুণ্যফল অর্পণের পরই পীরের কথা কথিত হয়। পীরকে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা বিপদ উদ্ধার কর্ত্তা, ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করিয়া শিরিণী করা হয় না, তিনি অনুরোধ কর্ত্তা এবং তাঁহার অনুরোধ কখনও অগ্রাহ্য হয় না এই বিশ্বাসে এবং তাঁহার "ফয়েজা" আধ্যাত্মিক সহায় লাভ জন্য পীরের শিরিণী এবং কথা শ্রবণ করা হয়। সাধারণ ব্যক্তিগণ কিন্তু পীরকেই সিদ্ধিদাতা, স্বাস্থ্যদাতা, সন্তানদাতা মনে করেন, তিনি উপলক্ষমাত্র তাহা পৃথক্ করিতে পারে না, এজন্য অনেক আলেমের ( ধর্ম্মাচার্য্যগণের মতে ) পীরের শিরিণী করা অবৈধ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। দরগার অশিক্ষিত ফকীরগণ মূর্খতা বশতঃ এবং দর্গার মাহাত্ম্য বৃদ্ধিকরণ জন্য পীরকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করিয়াছে। এইরূপ কার্য্যকে শিরক অর্থাৎ আল্লাহর সমান ক্ষমতাশালী পুরুষের বিদ্যমানতাতে বিশ্বাসের কার্য্য বলে এবং এইরূপ কার্য্যকে কুফর অর্থাৎ আল্লাহ্ অদ্বিতীয়, সমকক্ষ রহিত এইরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বিশ্বাসের কার্য্য বলে।

এক শ্রেণীর আলমগণ আউলিয়া, ওলী পীরের অসাধারণ ক্ষমতা একেবারেই স্বীকার করেন না। ইহারা ফারাজী নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

বোগদাদের হজরত শেখ আব্দুল কাদের জেলানী সাহেব সকল পীর হইতে শ্রেষ্ঠ পীর। অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর ব্যক্তিগণের নিকট তিনি বড় পীর নামেই সুপরিচিত। বড় পীর সাহেবই যে বাঙ্গালা দেশের সত্যপীর এই প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করার চেষ্টা হইবে।

আজমীরের হজরত খাজামঈনুদ্দীন চিস্তিসাহেব ভারতবর্ষের প্রধান পীর। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে পীর শব্দ ওলী শব্দের সমান অর্থ প্রকাশক। ওলীগণ অমানুষিক, অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পুরুষ। মরণের পরও ইহাদের সম্বন্ধ পৃথিবী হইতে ছিন্ন হয় না। ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যজাতি ইহাদের অনুগ্রহ লাভ করেন। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, আজমীরের পীরসাহেবের আশীর্ব্বাদ-লাভ জন্য তাঁহার মাজার শরীফে বহু দূরদেশ

হইতে সমবেত হয়, তদ্রূপ মুসলমানগণসহ য়িহুদী, খৃষ্টীয়ানগণও বহু দূরদেশ হইতে বোগদাদের পীরের মাজারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। রাজপুতনার প্রত্যেক রাজার প্রতিনিধি আজমীর-শরীফে শিরিণী প্রদান করেন। তাঁহারা বহু ভূসম্পত্তি পীরের দরগার জন্ম ওকফ্ করিয়া দিয়াছেন।

যাহারা হজরত শেখ আব্দুলকাদের জেলানীর প্রচারিত নিয়মমত আধ্যাত্মশক্তি-বিকাশের অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁহার শিষ্যগণের কোনও শিষ্যের নিকট দীক্ষিত হন তাহাদিগকে "কাদেরীয়া" বলে, তদ্রূপ হজরত খাজামমুদ্দীন চিশ্‌তির শিষ্যশ্রেণীতে যাহারা ভুক্ত হন তাহাদিগকে "চিশতিয়া" বলে। তদ্রূপ নকসবন্দ মতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে "নক্সবন্দিয়া" বলে। আধ্যাত্ম শক্তি বিকশিত করিবার জন্ম যে গুরু যে শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছেন সেই প্রণালী অবলম্বনকারী শিষ্যগণ তাঁহার শিষ্য বলিয়া গণ্য হন। কোনও পণালীতে গান বাস্ত নিষিদ্ধ, কোনও প্রণালীমতে তাহা অনিবার্য্য। চিশ্‌তিয়াগণ সঙ্গীতের সাহায্য অবলম্বন করিয়া থাকেন।

পীরগণের মধ্যে বোগদাদের বড়পীর সাহেবের কথা পঠিত হওয়ার রীতি প্রায় ৮০০ বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইনি ৪৭০ হিজরিতে জিলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্ম ইঁহার নামের শেষে জিলানী শব্দ লিখিত হয়। ইনি হজরত পয়গম্বরের বংশ হইতে উৎপন্ন; ইঁহার আকার অবিকল হজরত পয়গম্বরের আকারের ন্যায় সুন্দর ছিল। এবং তাঁহারই ন্যায় ইনি অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক চাঁদের শুক্ল-একাদশী তারিখে কাদেরীয়াগণের অনেকে স্ব স্ব শক্তিমত ইঁহার শিরিণী করিয়া থাকে। ইহাকে একাদশীর মৌলুদও বলে। মৌলুদ অর্থ জন্মোৎসব। মৌলুদের মজলিশ পুষ্প এবং আলোকমালায় শোভিত করা হয় এবং ধুনা, লোবান্ প্রভৃতি সুগন্ধ জ্বালান হয়। সভাতে আতর এবং গোলাবও থাকে। শ্রোতাগণ ওজু করিয়া পবিত্র বসন পরিধান করিয়া ভক্তিভাবে সভায় যোগ দেন। কোনও পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। যিনি সুস্বরে শুদ্ধরূপে মৌলুদ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন তিনি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হইয়া কথা পাঠ করেন। কথা শেষ হইলে সভা আহ্বানকারী এবং সমবেত ব্যক্তিগণের মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়। যে মুখে ইচ্ছা সে মুখেই বসিতে পারা যায়, কিন্তু বোগদাদ-শরীফ অর্থাৎ বড়পীরের মাজার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত, এজন্ম উত্তর-পশ্চিম-কোণে মুখ করিয়া কথা পাঠ করা হয়। তীর এবং নিশানের প্রথা প্রচলিত নাই। কথাতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং অলৌকিক কার্য্যের বিবরণ লিখিত আছে। একাদশীর শিরিণী করিলে মনস্কামনা পূর্ণ, আপদ-বিপদ দূর, পীরের সাহায্যে সতত শুভ হইয়া থাকে। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রমাণ জন্ম তাঁহার যে কয়েকটি অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ আবশ্যক তাহাই মাত্র "মনাকবে গওসীয়া" গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করা হইবে। মনাকেব অর্থ প্রশংসাবাদ। চতুর্থ মনাকেব সারমর্ম্ম :—

"হজরতপীর ইউফ্রাটীস নদীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দেখিতে পাইলেন ঘাটে বসিয়া

একটি স্ত্রীলোক সকরুণ রোদন করিতেছে। স্ত্রীলোকটির ক্রন্দন তাঁহার হৃদয়স্পর্শ করিল। তিনি জানিতে পারিলেন, স্ত্রীলোকটি পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূসহ সাড়ম্বরে ফিরিয়া আসিতেছিল, ঘাটের নিকট আসিতে আসিতে মহাঝড়ে সমস্ত নৌকা ডুবিয়া গেল, কেবল স্ত্রীলোকটির প্রাণরক্ষা হইল। সেই দিবস হইতে স্ত্রীলোকটি ঐখানে আসিয়া রোদন করিতে থাকে। হজরতপীর আল্লাহর্‌ নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন আরোহিগণসহ নৌকাসকল শাদিয়ানা বাজাইতে বাজাইতে ঘাটে আসিয়া লাগিল।"

৬ মনাকবের মর্ম্ম—

"একজন সওদাগর ছয়টি উষ্ট্র-পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য চাপাইয়া বাণিজ্য-যাত্রা করিলেন ; পথে এক জঙ্গলে ছয়টি উটই হারাইয়া গেল, তখন সওদাগর সাগ্রহে হজরত পীরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কিয়দ্দূরে একটি উজ্জ্বল মূর্ত্তি তাঁহাকে সঙ্কেতে ডাকিতেছে। তিনি তথায় যাওয়ামাত্র মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইল, কিন্তু বণিক দেখিতে পাইলেন অদূরেই তাঁহার উষ্ট্র কয়েকটি বিশ্রাম-লাভ করিতেছে।"

৭৫ মনাকেব :—

"নিজামুদ্দীন নারনুলী স্বয়ং একজন সিদ্ধপুরুষ। একরাত্রি-সঙ্গীত সভাতে তিনি ভাবগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার আর অন্য কিছু জ্ঞান থাকিল না। একব্যক্তি বড়পীরের শিরিণী করার সঙ্কল্পে কয়েকটি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিল। সে ব্যক্তিও ঐ সভায় ছিল। সে ভক্তিভাবে বড়পীরের শিরিণীর টাকা সিদ্ধপুরুষের নজর করিল, কিন্তু তিনি ভাবমগ্ন অবস্থায় তাহা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসম্মান-প্রদর্শনহেতু বড়পীর তখনই সিদ্ধপুরুষের সমস্ত শক্তি অপহরণ করিয়া লইলেন। সিদ্ধপুরুষ ইহা জানিতে পারিয়া বড়পীরকে উদ্দেশ করিয়া বহু কাকতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। তখন হজরত পুনঃ তাঁহাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক-শক্তি অর্পণ করিলেন।"

৭৯ মনাকেব :—

"হজরত পীরের আশীর্ব্বাদে একটি স্ত্রীলোকের সাতটি পুত্র হইল, তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে একটি ঢিল দিয়াছিলেন এবং তাহা গলাতে ধারণ করিতে বলিয়া দিলেন। যখন ছেলেরা বড় হইল, স্ত্রীলোকটি ঐ ঢিলটি তাচ্ছিল্য করিয়া ফেলিয়া দিল, তখনই তাহার ছেলে কয়েকটি মরিয়া গেল। পীরের আশীর্ব্বাদে আবার তাহারা জীবিত হইল।"

৮০ মনাকেব :—

"বোগদাদ নগরে একই রাত্রিতে এক সময়ে হজরতপীরের ৭০ স্থানে নিমন্ত্রণ হইল ; তিনি একই সময়ে প্রত্যেক নিমন্ত্রণ-স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বগৃহেতে আহার করিলেন। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাগণ হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে ইহা হইল ? তিনি বলিলেন ইহাই "ওহদত হইতে কশরত এবং কশরত হইতে ওহদতের" অর্থাৎ সমষ্টিভাব হইতে ব্যষ্টিভাবের এবং ব্যষ্টিভাব হইতে সমষ্টিভাবের প্রমাণ।"

এই সকল এবং এইরূপ আরও বহু অলৌকিক কার্য্যের বিবরণ আহূত সভায় বহু বৎসর যাবৎ পঠিত হইয়া আসিতেছিল। এই সকল কথা স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের বণিক-সাধু-মোক্ষ-বর্ণনোনাম তৃতীয় অধ্যায়ের কথায় প্রতিফলিত হইতেছে। এই পুরাণের বয়স ৮০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের ন্যূন নহে ইহা অনেকের মত। এই উপখ্যানটি প্রক্ষিপ্ত বোধ হইতেছে। কিন্তু সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ যে বড়পীর তাহারই সম্ভাবনা অধিক, কারণ পীরগণের উৎসব-সভার মধ্যে কেবল বড়পীরের উৎসব-সভার কথা পঠিত হইয়া থাকে এবং তাহা সকল ব্যক্তিই শ্রবণ করেন। পুরাকালে পীরেরা জাগ্রত ছিলেন/এবং হিন্দু-মুসলমান তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। বিশেষরূপে দীক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান ভক্ত তাঁহাদের দর্শনও লাভ করিতেন। কোনও হিন্দু ভক্ত বড়পীরকে সত্যনারায়ণ নাম দিয়া বড়পীর সাহেবেরই গুণগান করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দুপ্রযুক্ত হিন্দুগণও এই শিরিণী অবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহাই এযাবৎ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু যতদূর সম্ভব তাহা হইতে এখন মুসলমান-ভাব দূর করা হইতেছে।

হিন্দুগণ যে মুসলমান "মুরশীদ" অবলম্বন করিতেন তাহার বহুল প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। আগাখাঁর বহু হিন্দু শিষ্য। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ-লেখকের মুরশীদ মুসলমান ছিলেন। তাঁহার লেখা হইতেই প্রকাশ :—

"কোরাণ কেতাব আর কলমাসংহতি।
সুফিখাঁ পীরের পায় প্রচুর প্রণতি ॥"

সুফিখাঁ ইঁহার পীরগুরুদেব ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

তাজিয়া, মোহরম, শবেবরাত হিন্দুরা অসঙ্কোচে অবলম্বন করিয়াছিলেন। পীর অর্থাৎ সাধুপুরুষগণের প্রতি ইঁহাদের অটল ভক্তি। হজরতশেখ আব্দুলকাদের জেলানী বড়পীর সাহেবকেই নামান্তরে ইঁহারা আহ্বান করিতেন, এমন কি ঈশ্বরের সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া দিয়াছেন তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

সত্যনারায়ণ ব্রতে "মোকাম" তৈয়ার করিতে হয় এবং উত্তর-মুখে ব্রত পাঠ করিতে হয় এবং সওয়া হিসাবে "সিন্নি" দিতে হয়, ইহা হইতেও বোধ হইতেছে বড়পীর সাহেবই সত্যপীর।

সত্যপীর ভারতবর্ষীয় কোনও পীর হইলে অবশ্যই কোনও স্থানে তাঁহার সমাধি অর্থাৎ মাজার পাওয়া যাইত, কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও স্থানেই তাঁহার মাজার নাই। অথচ বঙ্গদেশের সকল জেলায় সত্যপীরের শিন্নিণী হইয়া থাকে। তাঁহার যে সকল "কেরামতের" উল্লেখ পুঁথিতে পাঠ করা যায়, বড়পীর সাহেবের কেরামতের সহিত তাহার বহু মিল।

কতক পুঁথিমতে সত্যপীর মুসলমান-কুমারী-গর্ভজাত, আবার কতক পুঁথি তাঁহাকে হিন্দু-কুমারী সুত বলিয়া খ্যাত করিয়াছে। জামালগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট মালঞ্চানগরই যে পীরের জন্মভূমি তাহা ভ্রমশূন্য বলা যাইতে পারে না। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ ভাগ

১ম সংখ্যায় শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, ১৮৮৭ সালের চিঠায় পাহাড়পুরের ৬/৪৷৶০ পরিমাণ জমি মাদারের স্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং পোরসার জমিদার-মহাশয়গণের ১২৭৮ সনের চিঠায় একদাগের জমি সত্যনারায়ণের জমি বলিয়া লেখা আছে। মাদার এবং সত্যনারায়ণ একই পীর নহেন। সুতরাং এই জমি মাদারের কি সত্যপীরের তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহার একটি নিশ্চয় ভুল। সম্ভবতঃ আমিন ভুল করিয়াছেন। যদি ইহা সত্যপীরের পীরোত্তরই সত্য হয়, তথাপি এই স্থান পীরের জন্মস্থান প্রমাণ হয় না। পীরের মাতা হিন্দুকন্যা যাবৎ সাব্যস্ত না হয় তাবৎ মালঞ্চা তাঁহার জন্মস্থান বলা যাইতে পারে না। পীরের জন্ম-কথায় এই অংশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এইরূপ কল্পনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। যাহাতে পীর হিন্দু মোসলমান উভয়েরই পূজ্য হন তজ্জন্য এই মহাপুরুষকে কেহ মোসলমান মাতার কেহ বা হিন্দু-মাতার গর্ভজাত উল্লেখ করিয়া স্বস্ব উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করিয়াছেন। বহু স্থানে ইমামবাড়ী সংস্থাপিত আছে এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্যও বহু সম্পত্তির ওক্ফ্ আছে তাহা অনেকে জানেন। ইহারই অনুকরণে পাহাড়পুরে সত্যপীরের চেরাগ এবং শিরিণীর জন্য ভূমিদান করা এবং চেরাগী ফকীর নিযুক্ত করাই সম্ভবপর। পোরসার চিঠা হইতে প্রকাশ—১২৭৮ সালে কুকুরা সরদার রোসনগির ছিল। রোসন ( রওসন ) অর্থ উজ্জ্বল-করণ, গীর অর্থ কার্য্যকর্ত্তা অর্থাৎ চেরাগী ফকীর।

৴। সত্যপীরের অর্থ—সত্যরূপী পীর অথবা সত্যনামক পীর নহে। সত্যপীর কথা "পীর-বরহক" কথার অবিকল অনুবাদ। বর্হক্ অর্থও সত্য অর্থাৎ প্রকৃত। যাঁহার পীররূপ মহাপুরুষ হওন সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না, তিনিই "পীর বর্হক্"। সত্যনারায়ণের সত্য এবং সত্যপীরের সত্য শব্দ ভিন্ন-অর্থবাচক, অথবা মুসলমান-ভাব দূরকরণ-মানসে পীরস্থানে নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণে পীর শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহমাত্র হইতে পারে না যে "পীরবরহক্ই" সত্যপীর, এবং তিনিই সত্যনারায়ণ। "পীরবর্হক্", "সাচ্চাপীর", কথা পূর্ব্বাপর ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বোগদাদের হজরত শেখ আব্দুলকাদের জেলানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীর, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, সমস্ত পীরের স্কন্ধে আমার পদ" সুতরাং তিনি যে পীর অর্থাৎ ওলী মহাপুরুষ তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। তাঁহার প্রণালীতে দাক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার "পীর বরহক্" ভাবেই ধ্যান করিতেন। মুরশীদের ধ্যান প্রচলিত আছে। "পীরবর্হকেরই" অনুবাদ সত্যপীর হইয়াছে এবং ইনিই হজরত শেখ আব্দুলকাদের জেলানী সাহেবই সত্যনারায়ণরূপে হিন্দু-গৃহে বিরাজিত। পীরগণ দেবতা অর্থাৎ ফেরেস্তা তুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইঁহারা মনুষ্যজাতির হিতকর কার্য্যে ঈশ্বরাদেশে নিয়োজিত। এই পীর অর্থাৎ ওলী অপর কথায় বিশেষশক্তিপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ মনুষ্য হইয়াও মনুষ্য নহেন, ইঁহারা Theosophist গণের মহাতমা ( Mohatoma ) এবং adepts। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে কুতুব বলে, তিনিই Theosophist গণের Planetary spirit. কখনও একজনের

অধিক কুতুব বিদ্যমান থাকেন না। এ পর্য্যন্ত ২৫ জন কুতুব হইয়াছেন। কুতুবের তিরোভাবের সহিত মন্বন্তর উপস্থিত হয়, সুতরাং তাঁহাকে আমরা মনু বলিতে পারি। কুতুবের পরই ফর্দের পদ, কুতুবের তিরোভাব হইলে এই ফর্দই তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ওলীগণের চারিজন মহাপুরুষ আবদালের পদে অধিষ্ঠিত, ইঁহারা চারিদিকের অধীশ্বর, এই মহাপুরুষগণের সাতজন আওতাদ, ইঁহারা পৃথিবীর সপ্তমণ্ডলের কল্যাণার্থে নিযুক্ত। এই মহাপুরুষগণের চতুর্দ্দশ জন "গওস"। মনুষ্যগণের অভাব এবং প্রার্থনা পূরণ জন্য নিয়োজিত। ইঁহারা সকলই "কামেনিন" অর্থাৎ পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য, Theosophist দের Perfected humanity ইনসানে কামেল। গওসের পরই অন্যান্য আউলিয়াগণের পদ। ইহাঁরা সকলই "মুদাব্বেরাত" অর্থাৎ বিশ্বকার্য্য পরিচালনার্থে নিয়োজিত মহাপুরুষ। ইঁহারা সকলেই হজরত পয়গম্বরের শক্তিতে শক্তিমান। তাঁহার এক নাম "ইয়াসীন্" অর্থাৎ ইন্সান (মনুষ্য)—কামেল (পূর্ণত্বপ্রাপ্ত)। সকলদেশে, সকলজাতিতে, সর্ব্বভাষাভাষী পয়গম্বর জন্মিয়াছেন। হজরত আদম সিংহলদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ভারতীয় পয়গম্বর। সমস্ত পয়গম্বরগণকে হজরত মোহম্মদের আত্মা আত্মালোক হইতে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। যেমন সমস্ত জাতিতে পয়গম্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত জাতির মধ্যে ওলী অপর কথায় পীর, অপর কথায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা সকলই মহাপয়গম্বরের অধ্যাত্ম-সাহায্যে শক্তিমান। সর্ব্বকারণের মূলকারণ প্রথমতঃ যাহা সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ তাঁহার প্রথম বিকাশ আকলে আউওল, আদিবুদ্ধি। এই আদিবুদ্ধিই মোহম্মদাত্মা, তনজ্জুলে, আউওল, অর্থাৎ প্রথমাবনতি। তাহাতে সমস্ত বিশ্ব সংগুপ্ত ছিল। তিনি তখন সমষ্টিভাবে স্থিত, ব্যষ্টিভাবে তাঁহা হইতে সমস্ত প্রকাশিত হইল। সর্ব্বকারণের মূলকারণের শেষ অবনতি দৃশ্যজগৎ বা জড় এবং ইহার মিরাজ অর্থাৎ উন্নতিক্রমে আবার রূহ অর্থাৎ আত্মা বা প্রথম বিকাশে পরিণত হইয়া সর্ব্বকারণের মূলকারণে বিলীন হইয়া যাইবে।

("ইবনে আরবীর কসুছল হকম" হইতে সার সংগৃহীত হইল।)

হজরত সেখ আব্দুলকাদের জেলানী আধ্যাত্মিক এবং অলৌকিক শক্তিতে হজরত পয়গম্বরের ন্যায় ছিলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত গওসগণের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তৎকালে বিদ্যমান চতুর্দ্দশ গওসের মধ্যে একজন গওস ছিলেন। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাঁহাকে গওস বলে। ইনি গওসল আজম নামেও খ্যাত। আজম অর্থ মহান্ মহাশক্তি-সম্পন্ন। সাধারণ কথায় এই ভাব "বড়" "বড়া" শব্দদ্বারা প্রকাশ করা হয়। গওসলআজম কথারই সাধারণ অনুবাদ বড়পীর, মহাপীর এবং তিনি পীর বরহক্ অর্থাৎ সত্যপীরও বটেন।

সেই মহা-মহা-আত্মা আদিবুদ্ধি, আদিজ্ঞানের তেজে উদ্দীপ্ত মহাপুরুষগণই "পীর বরহক্" প্রকৃত পীর। ইঁহাদের নিকট জাতি-বর্ণ-ভেদ নাই, ইঁহারা আবেদনকারীর আবেদন মহাসিংহাসনের নিকট সমুপস্থিত করেন। অপর কথায় যখন ইঁহারা কাহারও মঙ্গল কামনা করেন তখন তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে।

হিন্দুগণের মধ্যে যিনি সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, অপর কথা বড় পীরসাহেবের শিষ্যশ্রেণীতে দীক্ষিত ছিলেন এবং সত্যনারায়ণব্রত প্রচলিত করিয়াছিলেন, তিনি এই সকল গূঢ়সত্য অবগত ছিলেন এবং সমস্ত ধর্ম্মের মূলে যে একই সত্য নিহিত আছে তাহাও জানিতেন। বড়পীর যেমন মুসলমানের সহায়, তদ্রূপ হিন্দুরও সহায়। হিন্দুগণ সত্যপীরের শিরিণী (সিন্নি) করিয়া একজন মহাপুরুষের এবং এক মহাসত্যেরই সম্মান করিতেছেন। ইহাঁদের ভক্তির চক্ষে সর্ব্বত্র তিনিই বিদ্যমান। সুবিখ্যাত সুফী কবি উমর খয়উম অতি সুন্দর কথায় অতি মহাসত্য বলিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তাহার অনুবাদ দিতেছি:—

"হে ভাবুক তোমার এই স্থিতি তোমার স্থিতি নহে, তোমার এই বিদ্যমানতা প্রকৃতপক্ষে অন্য একজনার বিদ্যমানতা বটে। হে প্রমত্ত, তোমার এই প্রমত্ততা তোমার প্রমত্ততা নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে আর একজনার প্রমত্ততা। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার এই হস্ত তোমার হস্ত নহে, যে হস্ত কার্য্য করিতেছে, তোমার হস্ত সেই হস্তের দৃশ্য আবরণমাত্র।"

তস্‌লীমুদ্দীন আহ্‌মদ।

---

# রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ—দশম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

[ স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ, ১১ই বৈশাখ ]

১৩২২ বঙ্গাব্দে এই সভা একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে

নিম্নে এই সভার দশম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ বিবৃত হইল।

### সদস্য-সংখ্যা।

১৩২১—দশম বর্ষ

| আজীবন সদস্য | বিশিষ্ট সদস্য | অধ্যাপক সদস্য | সহায়ক সদস্য | ছাত্র সদস্য | একুন | সাধারণ সদস্য। শাখাসভার অধিকারপ্রাপ্ত | উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত | একুন। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | ৬ | ৪ | ১২ | ৬৫ | ৮৯ | ২২৬ | ১২৫ | ৪৪০ |

### সদস্যের মৃত্যু।

আলোচ্য বর্ষে সভার নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যু-সংবাদ সভা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন।

৺প্রিয়নাথ দত্ত এম এ, দেওয়ান কোচবিহার।

৺কিশোরীমোহন রায় "সুরাজ" সম্পাদক পাবনা।

৺মধুসূদন রায় বি, এল দিনাজপুর।

৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুর।

পাশ্চাত্যদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-নিবন্ধন এতদ্দেশে যে অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই সদস্য-সংখ্যা হ্রাসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

### আজীবন সদস্য।

আলোচ্য-বর্ষে বাহারবন্দের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৫০০৲ শত টাকা সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালে দান করায় আজীবন সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। এই সভার আজীবন সদস্য কোচবিহারাধিপতি রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ-বাহাদুরের স্থলে তদীয় সুযোগ্য অনুজ বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে আজীবন সদস্য হইবার জন্য সভার পক্ষ হইতে আবেদন করা হইয়াছে।

### অধ্যাপক সদস্য।

চারিজন অধ্যাপক-সদস্য মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় প্রবন্ধ-আলোচনা ও রচনা দ্বারা সভাকে সাহায্য করিয়াছেন।

### সহায়ক সদস্য।

১২ জন সহায়ক সদস্য মধ্যে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভার চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদির পরিচয় সহ তালিকা সঙ্কলন ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় অসমীয়া পুথির বিবরণ ও শঙ্করদেবের ধারাবাহিক জীবনী সঙ্কলন করিয়া সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে বর্ষমধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টা দ্বারা গ্রন্থাগারের অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত সদস্যগণের নিকট সভা উল্লেখযোগ্য কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

## নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ তারিখে বুধবারে এই সভার নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন ও চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনের সুবিস্তৃত কার্য্য-বিবরণী সভার মুখপত্রে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

### মাসিক অধিবেশন ও তাহাতে পঠিত প্রবন্ধের বিষয়-বিভাগ।

আলোচ্য-বর্ষে আটটিমাত্র মাসিক সাধারণ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি অধিবেশন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির অভাবে স্থগিত রাখিতে হয়। ঐ সকল অধিবেশনে আটটিমাত্র প্রবন্ধ পঠিত এবং পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, ইহাদের বিষয়-বিভাগ যথা—প্রত্নতত্ত্বিক তিনটি, চরিতাখ্যান দুইটি, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যোলোচনা মূলক দুইটি, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক সাময়িক একটি।

| অধিবেশনের নাম ও তাং | পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক। | অন্যান্য আলোচনা। |
| --- | --- | --- | --- |
| প্রথম অধিবেশন ৬ই আষাঢ় ১৩২১, ২০শে জুন ১৯১৪ শনিবার। | শঙ্করদেব, শ্রীউমেশচন্দ্র দে। | রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক উপহৃত<br>(১) কষ্টিপ্রস্তরে নির্ম্মিত বিষ্ণু,<br>(২) ঐ মনসা,<br>(৩) শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত গ্রীস-দেশীয় রৌপ্য-মুদ্রা ১টি।<br>(৪) শতবর্ষের প্রাচীন তুলিকায় অঙ্কিত বৌদ্ধ-চিত্রপট।<br>(৫) মৎস্যাবতার খোদিত ইষ্টক। | বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, সঙ্গীতাচার্য্য ৺সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও এই সভার সদস্য আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। |
| দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন ৩১ শ্রাবণ, ১৩২১। ১৬ই আগষ্ট, ১৯১৪ রবিবার। | সত্য-নারায়ণ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল<br>রাঙ্গামাটী বা কর্ণসুবর্ণ শ্রীচারুচন্দ্র সরকার। | প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীচারুচন্দ্র সরকার ছাত্র-সদস্য কর্ত্তৃক উপহৃত। | "আরতি" ও "দুর্ম্মুখ" সম্পাদক "বাবা তেঁতুল" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। |
| তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ১ আশ্বিন ১৩২১ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪ রবিবার। | নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিতে এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। | | |

| ধিবেশনের নাম ও তাং | | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক। | সভার আলোচনা। |
|---|---|---|---|
| ।। ২২ ার্ত্তিক, ১৩২১ ১৯১৪ | বঙ্গের পালরাজগণ। শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস | ৺কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ১৭৮৩ শকাব্দের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাবশিষ্ট নামক পুথি। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। | বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সুযোগ্য . সভাপতি বঙ্গদেশের মহামান্য গবর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত সোসাইটির ১৯১৪ অব্দের সাম্বৎসরিক অভিভাষণে এ সভা সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ-হেতু এই সভার কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। |
| র্থ মাসিক অধিবেশন। ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৪ | রত্নপালের তা াক শ্রীযুক্ত াথ নো স্বসরস্বতী এম এ | ংমাঙ্কের বরাহ-মূর্ত্তি-খোদিত ইষ্টক সম্পাদক। | মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন „ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন অধ্যাপক কালীপদ বসু এম এ মহোদয়-গণের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ। |
| ম মাসিক অধিবেশন ১৯ পৌষ, ১৩২১ ৩রা জানুয়ারী ১৯১ রবিবার। | স্ত্রী-শিক্ষা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীশ | | ৺মধুসূদন রায় বি এল, ( সদস্য ) নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল, এফ্ আর জি এস্। ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক গমনে |

| নাম ও তাং | প্রবন্ধ ও লেখক | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক | অন্যান্য আলোচনা। |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবরণী বিনামূল্যে প্রদানের জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের প্রধান সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ |
| ৬ষ্ঠ বেশন।<br>২৪ মাঘ, ১৩২১<br>যে রী, ১৯১৫<br>রবি | বঙ্গের স্মৃতি-চর্চ্চা<br>পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। | গীয় তারাশঙ্কর তর্করত্নসংগৃহীত ১৭ খানি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি। | রাজসাহী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য নিধি নির্ব্বাচন।<br>ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র বসু, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারিগণের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ। |

| অধিবেশনের নাম ও তাং | পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক | প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক। | অন্যান্য আলোচনা। |
|---|---|---|---|
| ৭ম মাসিক অধিবেশন। ১৪ই চৈত্র ১৩২১ ২৮ মার্চ্চ ১৯১৫ রবিবার। | "পীর, সত্যপীর, পীরবরহক বড়পীর"। খান্ তস্‌লিমুদ্দিন আহাম্মদ বাহাদুর বি এল। দাহুল্যাপুর থানার সবইন্‌স্পেক্টর মুনসী মেহেরবক্‌স মহাশয়ের সংগৃহীত ১১৯০ সালের রঙ্গপুর বৰ্দ্ধনকুঠীর ঐতিহাসিক-ঘটনা-মূলক সমসাময়িক কবি কৃষ্ণ-হরিদাস রচিত প্রাচীন কবিতা। শ্রীঃ কেশবলাল বসু কর্ত্তৃক | দিনাজপুর ঘুঘুডাঙ্গায় প্রাপ্ত প্রাচীন শিব মন্দিরের কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তর-খণ্ড শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রাচীন ৪টি রৌপ্য মুদ্রা ও ২টি তাম্র মুদ্রা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বকসী জমিদার। মাহিগঞ্জের সাবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত হস্তলিখিত প্রাচীন ১০ খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ। | |

# কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ও তাহার অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে সভার কর্ম্মচারী ১৪ জন, নির্ব্বাচিত সদস্য ২০ জন একুনে ৩৪ জন সদস্য লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সমিতির ৯টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

## প্রথম অধিবেশন

রবিবার, ১৩ই ভাদ্র, ( ১৩২১ ) ৩০ আগষ্ট ( ১৯১৪ )

শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের ২৫ আগষ্ট তারিখের ১৭৯২ জে নং পত্র আলোচনা হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, এডওয়ার্ড-মেমোরিয়াল-হল নির্ম্মাণ ব্যয়-মধ্যে পূর্ব্ব প্রদত্ত তিন শত টাকা বাদে এই সভা কর্ত্তৃক আরও নয়শত টাকা দেওয়া হউক।

## দ্বিতীয় অধিবেশন

শুক্রবার ১লা আশ্বিন ( ১৩২১ ) ১৮ সেপ্টেম্বর ( ১৯১৪ )

( ১ ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী আলোচনা করা হয়। উহার ১৬ ও ১৭ দফার নিয়ম অনাবশ্যক। ১৮ দফার নিয়মের "আবশ্যক হইলে" এই কথা "নিয়মাবলীর সংশোধন" এই কথার পরে বসাইতে হইবে।

( ২ ) স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ বক্সী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার ভ্রাতা-কর্ত্তৃক সভার হস্তে প্রদত্ত ৫০৲ টাকা স্থায়ীরূপে কোনও ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়া তাহার আয় হইতে সভারছাত্র সদস্যগণ মধ্যে "নরেন্দ্রনাথ-পুরস্কার" নামে বর্ষে বর্ষে প্রবন্ধ রচনার জন্য বর্ত্তমান বর্ষ হইতে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

( ৩ ) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপরে "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বাবশিষ্ট" গ্রন্থ সভার ব্যয়ে প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা তাহা আলোচনা করিয়া তৎফল সভায় জ্ঞাপন করার ভার পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হয়।

বঙ্গের সামাজিক-ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া মুদ্রিত করা যাইতে পারে। উহার মুদ্রণ-ব্যয়-সংগ্রহার্থ রঙ্গপুর ডিঃ বোর্ডকে শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের মতসহ আবেদন করা হয়।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ অবশিষ্টাংশ প্রকাশার্থ অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়।

( ৪ ) রঙ্গপুর-ইতিহাস-প্রণয়নের পূর্ব্বে সমগ্র জেলা পরিদর্শনপূর্ব্বক তথ্য-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করা হয়।

( ৫ ) মূল পরিষদের প্রাচীন পুঁথির বিবরণের সহিত এই সভার পুঁথির বিবরণ মুদ্রিত

হওয়ায় আপত্তি নাই। এ সভার পুথির বিবরণাংশ পৃথকরূপে পাঁচশত সভার সদস্যগণ মধ্যে বিতরণার্থ দিতে হইবে। ঐ বিবরণ সঙ্কলনের ব্যয় স্থির করিয়া মূল সভায় জানান হয়।

( ৬ ) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী-সম্বন্ধে প্রাপ্ত মতানুযায়ী নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া মতামতের জন্য সাহিত্যিকগণের নিকটে পুনরায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

( ৭ ) নাটোরের অধিবাসীদিগকে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশন আহ্বানার্থ অভ্যর্থনা-সমিতি-গঠনার্থে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

## তৃতীয় অধিবেশন

রবিবার, ৫ই পৌষ, ( ১৩২১ ) ২০ ডিসেম্বর ( ১৯১৪ )

( ১ ) সভার স্থায়ী আমানতে অল্প সুদে যে টাকা গচ্ছিত আছে তাহার ৫০০৲ পাঁচশত টাকা উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া উচ্চ হারের সুদে কর্জ্জ দিয়া সভার আয় বৃদ্ধি করিবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়।

( ২ ) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। ঐ আলোচনা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য জানিয়া সভা গ্রন্থ-প্রকাশ-সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিবেন।

( ৩ ) সম্মিলন-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি পূর্ব্বে যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা আপাততঃ প্রাপ্ত অল্পসংখ্যক মতানুযায়ী পরিবর্ত্তন না করিয়া পুনরায় মতামত সংগ্রহ-জন্য বিতরণ করা হয়। তৎপর উহার আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদি করিয়া সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইবে।

( ৪ ) প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশসম্বন্ধে মূল সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের ১৮।২।২১ তারিখের ৪৮৭ নং পত্রের উত্তরে জানান হয় যে, এ সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথির তালিকা প্রস্তুতের ব্যয়-নির্ণয়ের জন্য তথা হইতে একজন বিশেষজ্ঞ পাঠাইলে ভাল হয়। মূল ও এই সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথির বিবরণ বিভিন্ন অংশে একত্রে প্রকাশে এ সভার আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ গ্রন্থের ৫০০ শত সংখ্যা এ সভার সদস্যগণ মধ্যে বিতরণার্থ প্রদান করিতে হইবে।

( ৫ ) এই সভার অন্যতম ছাত্র-সদস্য স্বর্গীয় পুলিন বিহারী সেনের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে একখানি ফলক সভার চিত্রশালা-গৃহ-ভিত্তিতে সংলগ্ন করার ব্যবস্থা করা হয়।

( ৬ ) শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ, এফ., এম আবদুল আলী সাহেব তাঁহার প্রতিশ্রুত পদকের মূল্য প্রদান না করায় শ্রীযুক্ত মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামি মহাশয়ের

প্রদত্ত ১৫৲ টাকা দ্বারা তাঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট ছাত্র-সদস্যকে ঐ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) সুরমা-সম্মিলনের শিলচরে আহূত অধিবেশনের আহ্বান-পত্র প্রাপ্ত হইয়া এ সভা আনন্দিত হইলেন। ঐ সম্মিলনে যোগদান করার জন্য সদস্যদিগকে জানাইবার সময় সঙ্কীর্ণ হওয়ায় প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভবপর হইল না। ঐ সম্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত সভার সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

## চতুর্থ অধিবেশন

রবিবার, ১৯ পৌষ, ( ১৩২১ ) ৩রা জানুয়ারী ( ১৯১৫ )

(১) ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরণ-প্রস্তাব যাহা রাজসাহীর অভ্যর্থনা-সমিতি পাঠাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই প্রস্তাব গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতিগুলির মতামত লইয়া এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা করিবেন এবং যথাসময়ে তৎফল অভ্যর্থনা-সমিতিকে জ্ঞাপন করা হইবে।

## পঞ্চম অধিবেশন

রবিবার, ৩রা মাঘ, ( ১৩২১ ) ১৭ই জানুয়ারী ( ১৯১৫ )

(১) রাজসাহীতে আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ জগদ্বিখ্যাত কবি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান করিবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতিকে অনুরোধ করার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) সভায় স্থায়ী তহবিলের ৫০০৲ টাকা সম্পাদক মহাশয় কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত দলিল লইয়া এক টাকা হার সুদে ৬ মাস অন্তর সুদ পাইবার চুক্তিতে কর্জ্জ দিবেন।

(৩) স্বর্গীয় জয়নাথ ঘোষ মুনসী মহাশয়ের রচিত দুষ্প্রাপ্য "রাজাবলী" গ্রন্থ-প্রকাশ-ব্যয়-প্রদানার্থ কোচবিহারাধিপতি মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে সভার পক্ষ হইতে আবেদন করার ব্যবস্থা করা হয়।

স্বর্গীয় কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্কলিত "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বাবশিষ্ট" গ্রন্থ প্রকাশ-কার্য্যে সভা উপস্থিত ব্রতী হইতে পারেন না।

## ষষ্ঠ অধিবেশন

রবিবার, ২৪ মাঘ, ( ১৩২১ ) ৭ই ফেব্রুয়ারী ( ১৯১৫ )

(১) সবুজপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ বার্-এট্-ল মহাশয়কে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচনার্থ রাজসাহী অভ্যর্থনা-সমিতির প্রস্তাব সভা অনুমোদন করেন।

(২) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের রচিত বঙ্গের সামাজিক-ইতিহাসের শেষাংশের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমালোচনা সভায় পঠিত হয়। এই গ্রন্থালোচনা যথেষ্ট না হওয়ায় পুনরায় উহার আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে ভার দেওয়া হইল।

কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
„ হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
„ পঞ্চানন সরকার এম এ, বি এল
„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ

## সপ্তম অধিবেশন

বুধবার ১১ ফাল্গুন (১৩২১) ২৪ ফেব্রুয়ারী (১৯১৫)

(১) জলপাইগুড়ীতে আগামী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন আহূত না হইলে রঙ্গপুরে আহ্বান করিবার ভার সভাপতি মহোদয়ের উপরে অর্পিত হয়।

(২) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী প্রাপ্ত মতামতসহ রাজসাহীতে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) পাবনা-অভ্যর্থনা-সমিতি ও ঐ সম্মিলন-সভাপতির অনুমোদিত গত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হয়।

## অষ্টম অধিবেশন

রবিবার ৭ই চৈত্র (১৩২১) ২১ মার্চ্চ (১৯১৫)

(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়কে এ সভায় প্রতিনিধিরূপে মূল পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে গ্রহণার্থ নির্ব্বাচিত করা হয়।

(২) শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম এ, মহোদয়কে আগামী বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ অনুরোধ এবং তাঁহার মত-সাপেক্ষে অধিবেশনের দিন অবধারণের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বর্দ্ধমান-অধিবেশনে যোগদানার্থ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ মহোদয়দিগকে সভায় অধ্যাপক-সদস্যরূপে গ্রহণার্থ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ছাত্র-সদস্য নিয়োগ করা হয়।

## নবম অধিবেশন

৬ই বৈশাখ, ১৩২২, ১৮ এপ্রিল, ১৯১৫ সোমবার।

(১) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, মহোদয়ের এই সভার সভাপতি মহাশয়ের বরাবর লিখিত বিগত ১২।৪।১৫ তারিখের পত্র পঠিত হইল।

তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করা হইবে। সভাপতি মহাশয় ইহা তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে জানাইবেন। উপস্থিত বার্ষিক অধিবেশনে ভিন্ন স্থান হইতে কোনও সভাপতি আহ্বান না করিয়া এ সভার সদস্য বিদ্যামুকুট মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আগামী ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঐ অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

(২) ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী-নিয়োগ-প্রস্তাব আগামী সাম্বৎসরিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়।

### ১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, আই, সি, এস—সভাপতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ
„ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
রায় „ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল্
— সহঃ সভাপতি

পত্রিকাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
কোষাধ্যক্ষ — „ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার
চিত্রশালাধ্যক্ষ — „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাধ্যক্ষ — „ কেশবলাল বসু
ছাত্রাধ্যক্ষ — „ ললিত কুমার নিয়োগী এম্, এ

সহঃ সম্পাদক —
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন
„ সৈয়দ অবুল ফতাহ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগচী বি, এল্
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের রচিত "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ২য় খণ্ড" পরীক্ষার

ভার যে সমস্ত সদস্তের উপরে অর্পিত হইয়াছিল তাঁহাদিগের মতামত এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হওয়ায় ঐ গ্রন্থ-প্রকাশ-সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করা গেল না।

দশম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থাপিত করিলে স্থির হইল যে, আগামী দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে গ্রহণার্থ যথারীতি উহা উপস্থাপিত করা হয়।

### প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ

ধাপ-মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদা সুন্দরী দেবী মহোদয়ার অর্থানুকুল্যে দুর্গাপ্রসাদ ঘটক বিরচিত "তোটক ও ভুজঙ্গপ্রয়াত" ছন্দে রচিত "সত্য-নারায়ণের পাঁচালী" এ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই সভার অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভাস-চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এই গ্রন্থের এক উপাদেয় ভূমিকা রচনা করিয়াছেন।

### সভার গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব মহোদয় সভায় অনুসন্ধিৎসু সদস্যগণের পাঠার্থ বিনা-মূল্যে ভারতীয় প্রাত্নতত্ত্বিক-বিভাগ হইতে প্রকাশিত কার্য্য-বিবরণী প্রদানের আদেশ করিয়া সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সভার উদ্যমশীল গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্যবর্ষে সভার গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে ৬২ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এ সকল গ্রন্থের প্রচারকল্পে এবং গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উপহৃত গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন সভার মুখপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উপহৃত গ্রন্থ-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

### প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ

আলোচ্য বর্ষে সভার গ্রন্থাগারে ৪০ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি উপহৃত হইয়াছে। এই পুথি সংগ্রহ-কার্য্যে রাজসাহীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, গাইবান্ধার শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী ও মাহিগঞ্জের সবইনস্পেক্টর অব পুলিশ শ্রীগুরুপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়গণ সভাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। সংগৃহীত পুথিগুলির তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। স্বর্গীয় তারা-শঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার আলয়ে প্রাপ্ত ১৭ খানি সংস্কৃত পুথি সম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছে। শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সরকার ছাত্রসদস্য কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রাপ্ত কষ্টিপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদানপূর্ব্বক চিত্রশালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

### চিত্রশালার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ

সভার চিত্রশালায় আলোচ্য বর্ষে যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয় চিত্রশালায় রক্ষার জন্য ৪টি পুরাতন রৌপ্যমুদ্রা ও দুইটি

তাম্রমুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর গ্রীস্‌দেশীয় একটি রৌপ্যমুদ্রা ও দেশীয় চিত্রকর অঙ্কিত একখানি বৌদ্ধ চিত্রপট প্রদান করিয়াছেন।

### চিত্রশালা পরিদর্শন

শ্রীযুক্ত বোনাহাম্‌ কার্টার আই, সি, এস্‌ বাহাদুর এবং বঙ্গীয়-শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন্‌ বেল আই, সি, এস্‌ বাহাদুর সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ আই, সি, এস মহোদয়সহ সভায় চিত্রশালায় শুভাগমন করেন। চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি পরিদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারা প্রীত হইয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

### পরিষৎ-চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই সভা-সংসৃষ্ট চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন্‌। নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন-কালে ২০ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বুধবারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয়কর্ত্তৃক এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ সভার মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

### কবিসম্রাটের অভিনন্দন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গের সুধীসমাজের অগ্রণী এই সভার বিশিষ্ট-সদস্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের "কবিসম্রাট" উপাধি প্রাপ্তিতে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠান প্রাগুক্ত নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন-কালে সম্পন্ন হইয়াছিল।

### উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

#### রাজসাহী-অধিবেশন

আলোচ্যবর্ষে এই সভা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন সবুজপত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার এট্‌ ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে রাজসাহীনগরে বিগত ১৩১৭ ফাল্গুন দোলপূজাবকাশে সম্পন্ন হইয়াছে। নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল উত্তরবঙ্গের নহে, সর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়-সৌকর্য্যার্থে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালার পরিদর্শন ও তদন্তে একটি সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সম্মিলনের ৯ম অধিবেশন রঙ্গপুরে আহূত হইয়াছে।

| উপহার দাতার নাম | উপহৃত দ্রব্য |
| --- | --- |
| শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী | মৎস্যাবতার মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক ১ খানা |
| | প্রাচীন বৌদ্ধ-চিত্র ১ খানা |
| | গ্রীস দেশীয় মুদ্রা ১টি |
| | প্রাচীন পুঁথি |
| শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার | পদ্মপুরাণ। |
| | ইমামচুরি। |
| | নবীর জন্ম। |
| | ময়নামতীর গান। |
| | মহিম্নঃ-স্তোত্র। |
| | তারা-শতনাম। |
| | অন্নপূর্ণা-স্তোত্র। |
| | অবধূতাষ্টক। |
| | রামগীতা। |
| | স্বপ্নাধ্যায়। |
| | মনসা পূজা। |
| শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী | অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড |
| | পরাগল খানের মহাভারত। |
| ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন | (১) শ্যামাপূজা। |
| | (২) জগদ্ধাত্রীপূজা। |
| | (৩) তন্ত্রসার। |
| | (৪) ব্রত-প্রতিষ্ঠা। |
| | (৫) জ্যোতিষ-সারসংগ্রহ |
| | (৬) যাত্রা-পদ্ধতি। |
| | (৭) জলাশয়োৎসর্গ। |
| | (৮) বৃষোৎসর্গ। |
| | (৯) পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ। |
| | (১০) সর্ব্বদেবদেবী পূজা-পদ্ধতি। |
| | (১১) বিরাটপর্ব্ব। |
| | (১২) গীতা |
| | (১৩) দশকর্ম্ম, মহিম্নঃস্তব, বটুকভৈরব, গুরু-গীতা, বিষ্ণু-সহস্রনাম স্তোত্র, মনসা-পূজা। |

প্রাচীন পুথি

(১৪) দুর্গোৎসব
(১৫) বাস্তুযাগ
(১৬) জ্যোতিস্তত্ত্ব
(১৭) শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মিত্র

(১) গোবিন্দ মিশ্রের গীতা
(২) মহাপ্রভু পর্য্যটন
(৩) বিবাহ-পদ্ধতি
(৪) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
(৫) মোহমুদ্গার
(৬) অনুগীতা
(৭) চৈতন্য-চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ
(৮) সূর্য্য-কবচ
(৯) সিদ্ধি-পটল
(১০) পদ-প্রার্থনা

| উপহৃত পুস্তকের নাম | উপহার-দাতার নাম |
|---|---|
| ( ১ ) বিবিধ সঙ্গীত-লহরী | শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা অধিকারী |
| ( ২ ) বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস | শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ |
| ( ৩ ) ঈশ্বরের স্বরূপ | |
| ( ৪ ) হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার | |
| ( ৫ ) নীতিসংগ্রহ ১ম খণ্ড | শ্রীশেখশাহ আব্‌দুল্যা |
| ( ৬ ) যশোর-খুলনার ইতিহাস ১খণ্ড | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি,এ |
| (৭) দালায়েলে-কাফি-ফি-রেৌদ্দল্যামজহাবী | মৌলবীমহম্মদআলী সাহেব |
| ( ৮ ) ইষ্টদেব | |
| ( ৯ ) স্ত্রী-স্বাধীনতা | |
| ( ১০ ) মহম্মদীলাঠী | |
| ( ১১ ) সমছোল বারাহিন | |
| ( ১২ ) ঋণ-পরিশোধ | শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন |
| ( ১৩ ) রাজপুত কাহিনী | |
| ( ১৪ ) বিবাদ-সিন্ধু | শ্রীমির্জ্জা এব্রাহিম হোসেন |
| ( ১৫ ) স্বাস্থ্যরক্ষা | শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ |

| উপহৃত পুস্তকের নাম | উপহার-দাতার নাম |
|---|---|
| ( ১৬ ) জীবন-চিত্র | শ্রীকুঞ্জবিহারী ধর |
| ( ১৭ ) আর্য্য-কাহিনী | |
| ( ১৮ ) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ২য় | শ্রীবিনোদবিহারী রায় |
| ( ১৯ ) আশেক রসুল | শ্রীমোহাম্মদ দাদআলী |
| ( ২০ ) ভাঙ্গাপ্রাণ | |
| ( ২১ ) রাণীভবানী | শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি,এ |
| ( ২২ ) বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ | |
| ( ২৩ ) ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ | |
| ( ২৪ ) প্রাকৃত-প্রকাশ | শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ |
| ( ২৫ ) ভক্তের ভগবান | শ্রীমন্মথনাথ নাগ |
| ( ২৬ ) শ্রীশ্রীরাসলীলা | শ্রীমতী বসন্তকুমারী পাল |
| ( ২৭ ) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত ১।২।৩ খণ্ড | |
| ( ২৮ ) যুগধর্ম্ম | |
| ( ২৯ ) ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপত্তন | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস |
| ( ৩০ ) দাদা ও আমি | |
| ( ৩১ ) নদীয়া-মাধুরী | শ্রীযুত বিধুভূষণ সরকার |
| ( ৩২ ) মহাভারতের বৃহৎ সূচী | শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| ( ৩৩ ) যোগ | রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবীশ |
| ( ৩৪ ) শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ | শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ |
| ( ৩৫ ) গীতা-বিন্দু | শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী |
| ( ৩৬ ) পর্ণপুট | শ্রীকালিদাস রায় বি,এ |
| ( ৩৭ ) কিসলয় | |
| ( ৩৮ ) প্রেমসিন্ধু | শ্রীমৌলভী হেদায়েতুল্লা আহাম্মদ |
| ( ৩৯ ) পত্র-পুষ্প | শ্রীযুত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় |
| ( ৪০ ) রামচরিত্র | শ্রীঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ( ৪১ ) শ্লোকমালা | শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী |
| ( ৪২ ) সারদামঙ্গল | শ্রীহরিরাম ধর |
| ( ৪৩ ) মনোরমার জীবন-চিত্র | শ্রীমনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা |
| ( ৪৪ ) অঞ্জলি | শ্রীহিরণ্যমোহন দাসগুপ্ত |

| উপহৃত পুস্তকের নাম | উপহার-দাতার নাম |
|---|---|
| ( ৪৫ ) শ্রীশ্রীভগবৎ লীলামৃত | শ্রীকেশবলাল বসু |
| ( ৪৬ ) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু | |
| ( ৪৭ ) ধর্ম্ম ঔর ধর্ম্মাঙ্গ | |
| ( ৪৮ ) দান-ধর্ম্ম | |
| ( ৪৯ ) সপাদ শ্রীগঙ্গাস্তুতিশতকম্ | |
| ( ৫০ ) ভারতসম্রাজ্যের প্রথম ঘোষণা-পত্র | |
| ( ৫১ ) গঙ্গাভাবাবলী | |
| ( ৫২ ) Essay on Justice, Siraju-ddowla and Extracts from cross and crescent | |
| ( ৫৩ ) শ্রীশ্রীপ্রতাপরুদ্র-চরিত | শ্রীমধুসূদন অধিকারী |
| ( ৫৪ ) বৈষ্ণবতত্ত্ব-দীপিকা | |
| ( ৫৫ ) গোবর-গণেশের গবেষণা | শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য |
| ( ৫৬ ) অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি আর্কিয়োলজিকেল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া ১৯১১-১৩ | বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো |
| ( ৫৭ ) আদর্শ জমিদারী | শ্রীকেশবচন্দ্র রাহা |
| ( ৫৮ ) হুগলী বা দক্ষিণরাঢ় | শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত |
| ( ৫৯ ) পরলোকের পত্র | |
| ( ৬০ ) সাধনকল্প-লতিকা ১ম—৫ খণ্ড | শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় |
| ( ৬১ ) সারস্বতকৃত ভাষ্য | শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন-বিদ্যানিধি |
| ( ৬২ ) সাহিত্য-পুরোহিত | |
| ( ৬৩ ) বল্লালচরিত | শ্রীরাধাবিনোদ চৌধুরী |
| ( ৬৪ ) বিজয়াবসান কাব্য | |

সভায় উপহৃত পত্রিকা।

ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—

মাসিক—প্রবাসী, ভারতী, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, মানসী, তোষিণী, জন্মভূমি, বসুধা, গৃহস্থ, হিন্দু-পত্রিকা, জগজ্জ্যোতি, বাঁহী, সাহিত্য-সংবাদ, হিন্দুসখা, স্বাস্থ্য-সমাচার, বিক্রমপুর, বিজয়া, বিজ্ঞান।

পাক্ষিক—কলেজিয়ান,—

সাপ্তাহিক—হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ঢাকা-প্রকাশ, বিশ্ববার্ত্তা, আনন্দ-বাজার, শিক্ষা-সমাচার, হিন্দু-রঞ্জিকা, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, আসামবন্তি, প্রসূন, রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ, রঙ্গপুর-দর্পণ, সুরমা, সুরাজ।

"ক" পরিশিষ্ট।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "রঙ্গপুর-শাখার সদস্য-তালিকা"।

## আজীবন সদস্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বিত্তারঞ্জন কে, সি, আই, ই,

" অন্নদামোহন রায় চৌধুরী জমিদার টেপা, রঙ্গপুর

## বিশিষ্ট সদস্য।

কবি-সম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, গৌহাটী

" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল্ ঘোড়ামারা, রাজসাহী

" কোকিলেশ্বর কাব্যতীর্থ-বিদ্যারত্ন-শাস্ত্রী এম, এ, কোচবিহার

" রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লাসাভিলা, দার্জ্জিলিঙ্গ

" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহট্ট

## অধ্যাপক সদস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য ৭৭ জঙ্গমবাড়ী, বেণারস

" " বনমালী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম, এ গৌহাটী

" " গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ঘোড়ামারা, রাজসাহী

" " ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা

" " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমুলজানি, বাঙ্গলা পোষ্ট, ময়মনসিংহ

" " হৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ রঙ্গপুর

## সহায়ক সদস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ রঙ্গপুর

" রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মকদুমপুর, মালদহ

" অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ,

" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর

" গোপালকৃষ্ণ দে কর্জ্জন-হল-লাইব্রেরী গৌহাটী

" উমেশচন্দ্র দে ডেপুটী কমিশনারের অফিস, ধুবড়ী

" বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, রঙ্গপুর

" মোহিনীকুমার বসু সবওভারসিয়ার রঙ্গপুর

" কেশবলাল বসু

## সাধারণ সদস্য।

(সদর)

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই
„ ভবতারণ লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্
„ রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল
„ সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার
„ কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ আশুতোষ মজুমদার বি, এল্
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্
„ ভুবনমোহন সেন
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন
„ সতীশকমল সেন বি, এল্
„ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্
„ নলিনীকান্ত ঘোষ
„ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম এস্
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ জমিদার
„ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কোচবিহার ষ্টেট্
„ নরেশচন্দ্র বসু জমিদার
„ প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্
„ কেদারনাথ বাগছী ম্যানেজার টেপা ষ্টেট্

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগছী বি, এল্
যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্
রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার
যদুনাথ মিত্র
আশুতোষ মজুমদার নায়েব
বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ
অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্
যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল্
যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্
সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার
কৃষ্ণশঙ্কর চৌধুরী
শরচ্চন্দ্র মজুমদার
মুকুন্দলাল রায়
রাধারমণ মজুমদার জমিদার
চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার
হরিনাথ অধিকারী
ভুবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মৌলবী খান তস্‌লীমুদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্
তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ
ডাক্তার মোহম্মদ মোজাম্মল
মৌলবী হাফেজউল্লা
সৈয়দ আব্দুলকত্তাহ সাহেব
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
" বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন
" প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার
" কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
" মৌলবী কোরবানউল্লা
" যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার
" নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার
" অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার
" গোপীনাথ ঘোষ
" শরচ্চন্দ্র বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম,এ, আই,সি,এস্
" সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল
" বিশ্বম্ভর নাগ ষ্টেশন-মাষ্টার
" যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
" গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেডমাষ্টার তাজহাট স্কুল
" গোপালচন্দ্র দাস ম্যানেজার ভগ্নীষ্টেট্

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি
" রোহিণীকান্ত মৈত্রেয়
" কিশোরীমোহন হালদার
" মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার
" ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার
" মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" লোকনাথ দত্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডিমলা-রাজ
" বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পেস্কার
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
" কুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর
" অক্ষয়কুমার পাল
" রঘুনাথ দাস জি, বি, ভি, সি,
" ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ,
মদনগোপাল নিয়োগী
" রজনীকান্ত মৈত্র
" মাহমুদআলি চৌধুরী
" নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার

## সাধারণ সদস্য

( মফঃস্বল )

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দাস গুপ্ত Sub assist Surgeon. Post Kisoriganj, Rungpur.
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল। 66 Lansdowne Road, Bhowanipur, Calcutta.
" অতুলচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল। Dy Magistrate Collector, Noakhali.
" অতুলচন্দ্র দাসগুপ্ত, পেস্কার। গোপালপুর, জাফপুর, রঙ্গপুর।
" অনাথবন্ধু চৌধুরী, জমিদার। কামারপুকুর; সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
" অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 8 Sukea's Row, Calcutta.
" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, যশোহর।

শ্রীযুক্ত অমীন্দ্রনারায়ণ, কোচবিহার।
„ অমূল্যদেব পাঠক বি, এল দিনাজপুর।
„ আইনউদ্দিন আহম্মদ, Secretary, Kholahati Anjumana Hedactta, Islamiau, Gaibandha, Rangpur
„ আক্‌বর হোসেন চৌধুরী, নোহালী, পোষ্ট তুষভাণ্ডার রঙ্গপুর।
„ মহামহোপাধ্যায় আত্মনাথ ন্যায়ভূষণ, পোষ্ট গৌরীপুর, আসাম।
„ আনন্দচন্দ্র সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ আনন্দলাল চৌধুরী জমিদার, রায়কালী, বগুড়া।
„ চৌধুরী আমানত উল্ল্যা আহাম্মদ, জমিদার, পোষ্ট বক্সমরিচা কুচবিহার।
„ মৌলবী আমীরউদ্দিন আহাম্মদ, উকিল। মেক্‌লিগঞ্জ, কুচবিহার।
„ মৌলবী মহম্মদ আমীরউদ্দিন খাঁ। ফরিদাবাদ, পোষ্ট শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ আব্দুল আজিজ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর। গজঘণ্টা, রঙ্গপুর।
„ আশুতোষ গুহ বিএল্, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।
„ অনারেবল জষ্টিস, আশুতোষ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল Old Baliganj, Calcutta.
„ অনরেবল জষ্টিস, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি এম্, এ ডি, এল; ডি, এস্ সি, সি, এস, আই, কে, টি; এফ, আর, এ এস্, এফ্ আর, এস, ই; এফ, এ, এস, বি; 77 Russa Road Bhowanipur Calcutta.
„ ইমানত উল্লা সরকার, পোঃ কিসমত ফতেমামুদ; রঙ্গপুর।
„ ঈশানচন্দ্র পালচৌধুরী মুজাটা, পোষ্ট গুপের বাড়ী, ময়মনসিংহ।
„ উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মহুনা বড়ুতরফ, পোষ্ট পীরগাছা; রঙ্গপুর।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর, বগুড়া।
„ উমাকান্ত দাস বি,এল্, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার, নায়েব, উলিপুর, রঙ্গপুর।
„ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গিয়া, আসাম।
„ কামিনীমোহন বাগছী, জমিদার, পোঃ বড়িয়া, রাজসাহী।
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সাবরেজিষ্ট্রার, বরিশাল।
„ কালিদাস রায়, কবিশেখর, বি, এ; আসিষ্টাণ্ট হেড্ মাষ্টার, উলিপুর এইচ, ই, স্কুল।
„ কালীকান্ত বিশ্বাস সবইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিশ জলঢাকা, রঙ্গপুর।
„ কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুক্তকী ষ্টেট কোচবিহার।
„ কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিত্তারত্ন এম, এ, বি, এল্, ২০নং মির আতার লেন ঢাকা।
„ কালীপদ ঘোষ ছোটকুঠী, পূর্ণিয়া।
শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত মৈত্রেয় পাতালেশ্বর, বেণারস।

" কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস, কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগ চট্টগ্রাম।
" কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" কিশোরীমোহন চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
" কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার, কুঠীবাড়ী সেরপুর, বগুড়া।
" কুমুদবিহারী রায় জমিদার' পোষ্ট পাঁচবিবি, গ্রাম দমদমা, বগুড়া।
" কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কলিগ্রাম, মালদহ।
" কৃষ্ণকেশব গোস্বামী কাব্যতীর্থ কলিগ্রাম, মালদহ।
" কৃষ্ণচরণ সরকার জমিদার কলিগ্রাম, মালদহ।
" কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
" কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার কালীতলা, দিনাজপুর।
" কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজবাজার, মালদহ।
" ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর বরিয়া, রাজসাহী।
" ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি, ৭০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া, আসাম।
" কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বার-এ্যাট্-ল কোচবিহার।
" অনারেবল মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায়বাহাদুর কে, সি, আই, ই ভক্তিতত্ত্বমহার্ণব দিনাজপুর।
" গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার ভুবভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
" গোপালচন্দ্র কুণ্ডু সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
" ডাক্তার গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী দিনাজপুর।
" গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
" গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" গোপাললাল ভাদুড়ী সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পোষ্ট পাকুড়িয়া, রাজসাহী
" গোপীনাথ কবিরাজ, দেবনাথপুর, বেণারস।
" গোবিন্দকেলি মুনসী জমিদার, নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
" গোলোকেশ্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া।
" কুমার চন্দ্রকিশোর রায়, বর্দ্ধনকুঠী; পোষ্ট গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" ছত্রনাথ চৌধুরী দুর্গাগঞ্জ, পূর্ণিয়া।
" জগচ্চন্দ্র সরকার, হরিপুর, পূর্ণমগর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" জগদিন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
" জগদীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার পোষ্ট গোবরাছড়া, কোচবিহার।
" জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল্, চাঁপাই, মালদহ।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মৈত্রেয় পোষ্ট বরিয়াপাকুড়িয়া, ইটালী, রাজসাহী।
„ তারাসুন্দর রায় বি, এল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ তিলকচন্দ্র ওসোয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ ডি, ব্রেইনার্ড স্পুনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া বাঁকীপুর।
„ দীননাথ সরকার মোলানখুড়ি, পোষ্ট কারাবাড়ী, রঙ্গপুর।
„ দুর্গাকমল সেন সবরেজিষ্টার, কালীতলা, দিনাজপুর।
„ দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত সবইনস্পেক্টর অব পুলিশ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ কোঙর পাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ; বোদা, জলপাইগুড়ী।
„ দ্বারকানাথ রায় বি, এল্ জমিদার পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ দেওয়ান গৌরীপুর-রাজ, গৌরীপুর, আসাম।
„ ধরণীধর অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর।
„ নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি, এল্ কোচবিহার।
„ নবসুন্দর সিংহ সরকার, বালাকুড়া ; পোষ্ট ভেটাগুড়ী, কোচবিহার।
„ নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ বগুড়া।
„ নলিনীকান্ত অধিকারী বি, এল্ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ দিনাজপুর।
„ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার থানসিংপুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ নৃত্যলাল সরকার, ডলু, কাছাড়।
„ নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কীর্ত্তিধাম, ভাগলপুর।
„ পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, হার্ডিং হোষ্টেল কলিকাতা।
„ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী, গোপালপুর, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
„ প্রতাপচন্দ্র কুণ্ডু সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষাল দাদরা, বগুড়া।
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-য়্যাট-ল, গয়া।
„ অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর, আসাম।
„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্ বগুড়া।
„ প্রমথনাথ খান শ্যামগঞ্জ, পোষ্ট কুমাপুর মেদিনীপুর।
„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ নায়েব, আহেলকার, দীনহাটা, কোচবিহার।
„ প্রমথনাথ মুনসী জমিদার পোষ্ট সেরপুর, বগুড়া।
„ জষ্টিস্ স্যার্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বকসী জমিদার কোচবিহার।
" প্রসন্নকুমার দাস তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
প্রিয়কান্ত বিদ্যারত্ন বি, এ, কোর্ট সবইনস্পেক্টার অব্ পুলিশ জলপাইগুড়ী।
প্রিয়নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ C/o ডাক্তার গঙ্গানাথ মিত্র বর্দ্ধমান।
" প্রিয়নাথ ভৌমিক আইসচাল কাছারী সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
" প্রিয়নাথ রক্ষিত ঘাটনগর, দিনাজপুর।
" প্রিয়নাথ লাহিড়ী চাঁচল, মালদহ।
" প্রিয়নাথ বিশ্বাস নীলকামারী রঙ্গপুর।
" বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ দিনাজপুর।
" প্রেমচাঁদ ওসোয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্ দিনাজপুর।
" বরদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রঙ্গপুর।
" বরদাগোবিন্দ চাকী গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" বরদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল, পোষ্ট বাগদুয়ার রঙ্গপুর।
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় হেডপণ্ডিত দমদম এম, ই, স্কুল, পোষ্ট পাঁচবিবি, বগুড়া।
" বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, পোষ্ট শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" বিনোদবিহারী দাস গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার মালোপাড়া, রাজসাহী।
বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন-বিদ্যানিধি রায়কালী বগুড়া।
" বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ মালদহ।
" বিমলাচরণ সেন গুপ্ত লাইব্রেরীয়ান ভিক্টোরিয়া কলেজ কোচবিহার।
" বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
" বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলইপাড়া কামাখ্যা, গৌহাটী আসাম।
" বেণীমাধব দাস গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" বীরেশ্বর সেন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নদীয়া।
" বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভূতছাড়া, রঙ্গপুর।
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল্ জমিদার সৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার কাঞ্চন কাছারী, পল্লীতলা, দিনাজপুর।
" ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" ভবানন্দ সরকার কালিমারী গোবড়াছড়া, কোচবিহার।
" ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য উকীল গাইবান্ধা রঙ্গপুর।
" ভূপেন্দ্রনাথ বাগচী, এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর।
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার সদ্যঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী জমিদার কোচবিহার।
" মন্মথনাথ মজুমদার সেক্রেটারী সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক্ লাইব্রেরী হরিপুর, পাবনা।
" মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কাননগো, দীনহাটা কোচবিহার।
" মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্লক সিগ্ন্যাল ইনস্পেক্টার সৈয়দপুর রঙ্গপুর।
" মহেন্দ্রনারায়ণ মোহান্ত ভোটমারী, রঙ্গপুর।
" অনরেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী কাকিনা, রঙ্গপুর।
" মশরতউল্লা সরকার ডোমার, রঙ্গপুর।
" মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্ দিনাজপুর।
" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার সদ্যঃপুষ্করিণী, পোষ্ট শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" খান মোজাঃফরহোসেন চৌধুরী পালিচড়া, পোষ্ট শ্যামপুর রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ফতেপুর ইটাকুমারী পোষ্ট কালীগঞ্জ রঙ্গপুর।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল্ বরাহনগর ২৪ পরগণা।
" যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ দিনাজপুর।
" যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামপুর রঙ্গপুর।
" যদুনাথ রায় বি, এল্ বালুরঘাট দিনাজপুর।
" অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর এস্ মোরাদপুর, পাটনা।
" যাদবচন্দ্র দাস তুষভাণ্ডার রঙ্গপুর।
" যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম. এ, বি, এল্ দিনাজপুর।
" অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার বি, এ, মোরাদপুর পাটনা।
" যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ দিনাজপুর।
" যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী হরিপুর, জীবনপুর দিনাজপুর।
" যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এল্ এম্ এস্ বগুড়া।
" যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার খড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
" অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, রায় সাহেব কটক।
" রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উকীল দীনহাটা কোচবিহার।
" রজনীকান্ত নিয়োগী মুন্সেফী-আদালত নীলফামারী রঙ্গপুর।
" রজনীকান্ত মৈত্রেয় দিনাজপুর।
" রজনীকান্ত সরকার পোষ্ট রাযবাড়ী, মালঞ্চী, রাজসাহী।
" রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ পাবনা।
ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিসম্রাট KT. শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম ।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার মুজাপুর, পোষ্ট দেউলপাড়া বগুড়া।
" রাখালচন্দ্র চৌধুরী ধরাইল, রাজসাহী।
" রাজেন্দ্রমোহন রায়, রায়কালী বগুড়া।
" রাধাবিনোদ চৌধুরী খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" রাধাকান্ত সরকার জয়পুরহাট বগুড়া।
" রামকুমার দাস ইটাসুমারী, পোষ্ট কালীগঞ্জ রঙ্গপুর।
" রামচন্দ্র সেন বি এল, দিনাজপুর।
" রামপদ ঘটক গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, পি, আর, এস্ ৮ পটলডাঙ্গাষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
" লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ গোপালরায়, পোষ্ট কাকিনা, রঙ্গপুর।
" কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী।
" শরচ্চন্দ্র দাস মকদমপুর, মালদহ।
" শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
" শরদিন্দুনারায়ণ রায়-সাহেব এম, এ, প্রাক্ত দিনাজপুর।
" শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর।
" শাহ মজিদলহক কাদেরী, বালাবামুনিয়া, পোষ্ট তুলসীঘাট, রঙ্গপুর।
" শশিকিশোর চক্রদার বি, এল্ পোষ্ট নওগাঁ রাজসাহী।
" শশিভূষণ ঠাকুর বরিয়া, রাজসাহী।
" শশিমোহন ঠাকুর বরিয়া, রাজসাহী।
" শশিশেখর মৈত্রেয়, পোষ্ট তালন্দ, রাজসাহী।
" শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর।
" শেখ শাহ আবদুল্লা বোনারপাড়া, রঙ্গপুর।
" শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র পোষ্ট আন্দুল, হাওড়া।
" শ্রীরাম মৈত্রেয় বলিহার-রাজকাছারী পোষ্ট মহাদেবপুর রাজসাহী।
" সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার নওগাঁ রাজসাহী।
" সতীশচন্দ্র নিয়োগী আদমদীঘি, বগুড়া।
" সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ দিনাজপুর।
" সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, পোষ্ট আগমনী, গোয়ালপাড়া আসাম।
" সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নীলফামারী রঙ্গপুর।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১নং কাশীনাথ রক্ষুর লেন শিমলা, কলিকাতা।
" সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী কাকিনা, বড়ুলস্কর, রঙ্গপুর।
" পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ কবিভূষণ দিনাজপুর রাজবাড়ী পোষ্ট, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্ পাণিসেহালা, হুগলী।
" সারদানাথ খান্ বি, এল্ বগুড়া।
" সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী পোষ্ট শুনখাওয়া, ভায়া ভিতরবন্ধ রঙ্গপুর।
" সারদামোহন রায় জমিদার পোষ্ট হরিদেবপুর, ঐ।
" সীতানাথ অধিকারী এম, এ, বি, এল্ পাবনা।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার সদ্যঃপুষ্করিণী শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার পোষ্ট নলডাঙ্গা, ঐ।
" সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী জমিদার সবরেজিষ্টার ডোমার, ঐ।
" সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার ইনাতপুর বড়তরফ পোষ্ট মহাদেবপুর, রাজসাহী।
" সুরেশচন্দ্র সরকার জমিদার ৪১নং পদ্মপুকুররোড, কলিকাতা।
" সূর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, সবরেজিষ্টার দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।
" হরিদাস পালিত কলিগ্রাম মালদহ।
" হরিপ্রসাদ অধিকারী হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল্ নায়েব বাহারবন্দ, অলিপুর রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কলসকাঠি, বরিশাল।
" হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার কাকিনা ঐ।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ এটর্ণী ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
" হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ববনপুর, গোবিন্দগঞ্জ রঙ্গপুর।
" হেমায়েৎ উদ্দীন আহাম্মদ সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।

## "খ" পরিশিষ্ট

Proceedings of a Public Meeting held in the Edward Memorial Hall on the 1st April 1914 to consider the following subjects :—

1. Election of President of Rangpur Public Library Improvement committee.

2. To consider what steps may be taken for the improvement and continuance of the Public Library and the Edward Memorial Hall.

J. N. Gupta Esq. I. C. S. was Voted to the Chair.

1. Resolution—

The Edward Memorial Hall will be open to the Public Library and the Sahitya Parishad as a Reading Room and for the purposes of holding meetings.

2. The Hall will also be available to the Public for the holding of any Public Meeting with the permission of the District Magistrate-Should the Magistrate in any case withhold his permission the Public will have the right to appeal to the Board of trustees whose decision will be regulated by a majority of votes.

3. That a Board of Trustees be elected for the Edward Memorial Hall Consisting of the following members.—

1. District Magistrate.
2. The President Bar Library
3. The Secy. Mahamedan Association.
4. Raja Gopal Lal Roy of Tajhat.
5. The Hon'ble Raja Mahendra Ranjan Ray of Kakina.

The above resolutions were proposed from the Chair and carried unanimously.

About the first item of the day's business, it was proposed that the Public Library Improvement committee be abolished, so there could be no election of President.

President.

জমা—

| | |
|---|---|
| চাঁদা আদায় | ৬১১৷৷০ |
| ভি, পি, কমিশন | ৭৷৷৴৬ |
| চণ্ডিকা-বিজয়ের মূল্য | ৸০ |
| পত্রিকার মূল্য | ৩৵৬ |
| সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি | ১৶৬ |
| গৌড়ের ইতিহাস | ২৸৬ |
| সেরপুরের ইতিহাস | ৷০ |
| আহ্নিকাচার-প্রকাশ-ব্যয় আদায় | ১২৪৸৵০ |
| সত্যনারায়ণ | ৩০৲ |
| পাবনা কার্য্য-বিবরণ | ২০৲ |
| খাতার মূল্য আদায় | ২৸৵০ |
| ব্লক-প্রস্তুত-ব্যয় | ১৩৲ |
| ছাত্র সদস্যের পুরস্কার আদায় | ৫৫৲ |
| গচ্ছিত টাকার সুদ | ১৩২৲ |
| এককালীন দান | ৯১৷৶৩ |
| | ১১৯৭৷৶৩ |
| গত বর্ষের তহবিল | ৪৫৭০৸০ |
| | ৫৭৬৮৷৶৩ |
| ব্যয় | ২৫৬১৵৩ |
| | ৩২০৭৷৶ |

খরচ—

| | |
|---|---|
| রামায়ণ-প্রকাশ-ব্যয় | ২৪৭৴৬ |
| পত্রিকা-প্রকাশ-ব্যয় | ২৭৬৸৶৬ |
| কর্পূরস্তব প্রকাশ-ব্যয় | ১১৷৵০ |
| সত্যনারায়ণ প্রকাশ | ৩৩৸৵০ |
| আহ্নিকাচার-তত্ত্বাবশিষ্ট | ২১৩৸০ |
| নামকোষ প্রকাশ | ৸০ |
| রঙ্গপুর ইতিহাস | ২৬৩৸৩ |
| বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস | ৷৵৬ |
| দিনাজপুর কাঃ বিঃ | ১৶০ |
| নিমাই-চরিত্র | ১৪৷০ |
| পাবনা কাঃ বিঃ | ১৵০ |
| ডাক-ব্যয় | ১২৫৸০ |
| বিশেষ তহবিলের ব্যয় | ১৯৸০ |
| দপ্তর-সরঞ্জামী | ২০৸৴৯ |
| বেতন | ২৩৭৸৴৯ |
| যাতায়াত-ব্যয় | ১৸৩ |
| চিত্রশালার ব্যয় | ২৩৷৶০ |
| বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয় | ৪৬৸৶ |
| গ্রন্থাগারের ব্যয় | ২১৷৵৬ |
| আসবাব খরিদ | ১৷৬ |
| বিবিধ মুদ্রণ | ৬৬৲ |
| বাজে ব্যয় | ৷৵০ |
| মেরামত ব্যয় | ২৲ |
| মেডেল প্রস্তুত ব্যয় | ৫১৴০ |
| চিত্রশালা-পরিদর্শন-ব্যয় | ৸৵৯ |
| রাজসাহী-সম্মিলন-ব্যয় | ৫৶৯ |
| গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় | ৯০০৲ |
| | ২৫৬১৵৩ |

## রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের
## ১৩২২ সনের
### অনুমানিক আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ

| আয়— | | ব্যয়— | |
|---|---|---|---|
| চাঁদা আদায় | ৬০০৲ | মেরামত-ব্যয় | ২৫৲ |
| বাকী চাঁদা আদায় | ২০০৲ | পত্রিকা-প্রকাশ-ব্যয় | ৪০০৲ |
| পত্রিকার মূল্য আদায় | ২০৲ | ডাক-ব্যয় | ১৫০৲ |
| গচ্ছিত টাকার সুদ | ১২০৲ | দপ্তর-সরঞ্জামী | ২৫৲ |
| এককালীন দান | ২০০৲ | বেতন | ৩০০৲ |
| | ১১৪০৲ | বার্ষিক অধিবেশন-ব্যয় | ৫০৲ |
| | | গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় | ৫০৲ |
| | | উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে | ১৫৲ |
| | | পরিদর্শন-উপলক্ষে ব্যয় | ৫৲ |
| | | বিবিধ মুদ্রণ-ব্যয় | ৫০৲ |
| | | চিত্রশালার জন্য ব্যয় | ৫০৲ |
| | | যাতায়াত-ব্যয় | ১৫৲ |
| | | আসবাব-ব্যয় | ৫৲ |
| | | | ১১৪০৲ |

# রঙ্গপুর-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী।

## ১। চণ্ডিকাবিজয়। (মহাকাব্য)

### রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রন্থ।

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদেয় সটীক গ্রন্থের অর্দ্ধমূল্য—কাগজের মলাট ৷৷০ আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ৷৷৷০ আনা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

## ২। আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট।

কোচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বকসী মহাশয়ের সঙ্কলিত "আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট" নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বকসী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই সভা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সভ্যেতর ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

## ৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত, এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৷৷৷০ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

## ৪। রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই গ্রন্থ সভা হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত ও সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ১৯১০-১১খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় মধ্যে প্রাগুক্ত বোর্ড ৫০০ পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রঙ্গপুরের যাবতীয় পুরাতত্ত্ব ও কৃষিবাণিজ্যাদির বিবরণ চিত্রাদি সহ প্রকাশিত হইবে।

## ৫। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

## ৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি।

বগুড়ার ভক্তকবি সাধকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভক্তকবি ও তাঁহার সঙ্গীতের পরিচয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই অবিদিত নাই। আশা করি, কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ৷৷০ আনা মাত্র দিয়া এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিবেন।

## ৭। বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার [illegible] বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷৷০ ও ১৷০, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে [illegible] ও ৷৷৵০ আনা মাত্র।

## ৮। পালিপ্রকাশ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রণীত।

মূল্য ২৷৷০, বাঁধান ৩৲ টাকা; প্রবেশক, পালি পাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ, পালিশিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

## ৯। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

উত্তরবঙ্গের এই সুবৃহৎ রামায়ণ দীঘাপতিয়ার সুযোগ্য সাহিত্যসেবী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে ও গৌড়ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিশ্বকোষযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল আদিকাণ্ডই রয়েল আটপেজী আকারে ৩০ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইয়াছে। সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন। সভ্যেতর ব্যক্তির পক্ষে আদিকাণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

## ১০। সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

**কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত—**

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে ১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। ইহাতে প্রকাশকের লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা বঙ্গভাষায় রচিত পাঁচালী, রেবাখণ্ডীয় সংস্কৃতকথা, পূজাবিধি ও ষোড়শোপচার মন্ত্রগুলি আছে। মূল্য ৵০ আনা, মাত্র। এই পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যয় রঙ্গপুর ধাপ-মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী মহাশয়া তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় কালাপ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় কাব্যকোবিদ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকের প্রথমে কাব্যকোবিদ মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতিও আছে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক
সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর।

প্রত্যেক গ্রন্থের ডাকমাশুল পৃথক্ দেয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রণীত

## বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

১ম অংশ ] ব্রাহ্মণ-কাণ্ড [ ২য় সংস্করণ

আদিশূরের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস। এই সংস্করণে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য ও বংশাবলী মুদ্রিত হইয়াছে এবং অনেক অপ্রীতিকর বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি—ক্রমশঃ প্রকাশ্য গৌড়-বিবরণ
গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড
[ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত উপক্রমণিকা সংযুক্ত ]

## গৌড়রাজমালা ও গৌড়লেখমালা

প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, বাঙ্গালা দেশের অজ্ঞাতপূর্ব্ব কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইল।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ও শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল্ প্রণীত
মূল্য ১৲ ও ৩৲ টাকা মাত্র।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## হিন্দু-পত্রিকা।

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্, এ, বি, এল বেদান্ত-বাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং যশোহর হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক-ব্যয় সমেত দুই টাকা।

হিন্দুর গৌরবস্থল বেদ, উপনিষৎ, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, স্মৃতিসংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশদবিবৃতি ও তাৎপর্য্য-প্রচারকল্পে একমাত্র এই পত্রিকায়ই জীবন উৎসর্গীকৃত। হিন্দুসমাজের হিতকর সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিরপেক্ষভাবে কেবল এই পত্রিকাতেই সমালোচিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার হিন্দু-পত্রিকা, যশোহর।

# রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

দশম ভাগ　　　　দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ।

—•—

রঙ্গপুর

( রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়

কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারীসম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত )

( প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী )

## সূচী



কলিকাতা

৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,

বিশ্বকোষ প্রেস

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

১৩২২ বঙ্গাব্দ

বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা।]　　　　[ ডাকমাশুল।৵০ আনা।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে এই পত্রিকা পাইবেন।

☞ কোনও সদস্যের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অগৌণে জানাইবেন।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার নিয়মাবলী

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি-শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ-সংগ্রহ প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি-সাধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

২। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাঁচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থদান করিবেন তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ-স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সদস্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা ( রঙ্গপুরবাসী উভয় সভার সদস্যের পক্ষে ) বা চারি মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা ( কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে ) সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা-পরিষদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ৷৷০ আনা এবং শাখা-পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা-সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ৷০ আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। কেবল শাখা-সভার সদস্যগণ শাখা-সভার যাবতীয় অধিকারসহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা-সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্যসেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভায় অনুরূপ।

৬। সদরের সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দেয় চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে ভি, পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ৷৷০ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখা-সভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখাসভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা-সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভা-সম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময়পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী,—সম্পাদক।

# পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ।

নাগমাতা মনসা বা পদ্মা আমাদের দেবদেবীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালিনী। বঙ্গদেশে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুর উপরই ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। একমাত্র হিন্দু নহে মুসলমানগণও অনেকস্থলে ইঁহার প্রভাব মুক্ত নহে। বঙ্গদেশবাসিগণের সর্ব্বপ্রধান আপদ সর্পকুলের ইনিই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রীদেবী। সর্পভীতির একমাত্র নিবারণকর্ত্রী। সর্পসঙ্কুল বঙ্গদেশে এই জন্যই ইহার প্রভাব এত প্রবল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় মনসোপাখ্যানে মনসা সৃষ্টির প্রসঙ্গে দেখা যায়—পুরাকালে নাগভীত জনগণের হিতার্থে মহর্ষি কশ্যপ ব্রহ্মার উপদেশে সর্ব্বপ্রথম এই দেবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।(১) নাগমাতা মনসা পৌরাণিক দেবতা। কিন্তু পৌরাণিকযুগের ঠিক্ কোন সময়ে ইনি দেবতা-শ্রেণিভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও সুষ্ঠুরূপে নির্ণীত হয় নাই। বরিশাল-গৈলানিবাসী শ্রীপ্যারীমোহন দাসগুপ্ত মহাশয় স্ব-সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"পঞ্চমবেদ মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত আস্তিকপর্ব্বে জরৎকারু-উপাখ্যানে ইহার বিষয় বিশেষ বর্ণিত আছে। রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বেও মনসাপূজার বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। শব্দ-কল্পদ্রুম তৃতীয়খণ্ডের ৬০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মনসার পূজা সামবেদোক্ত।(২) শব্দ-কল্পদ্রুমধৃত যে প্রমাণের বলে দাসগুপ্ত মহাশয় মনসা-পূজা সামবেদোক্ত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন উহা এই :—

"পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গবঃ
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দেবীপূজাবিধানকং। (৩)

এই শ্লোকের পর শব্দকল্পদ্রুমে মনসার যে ধ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে বৈদিক ভাষার কোনই অস্তিত্ব নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক যুগ প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতভাষায় গ্রথিত। ধ্যানটি এই :—

"শ্বেত চম্পকবর্ণাভাং রত্ন-ভূষণ-ভূষিতাং
বহ্নিশুদ্ধা শুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং
মহাজ্ঞান যুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীং।
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে।"

এই ধ্যানের ভাব-ভাষা বা বর্ণিতরূপের মধ্যে এমন কিছুই প্রমাণ নাই যাহা দ্বারা মনসা-

---

(১) শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

(২) বিজয়গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল তৃতীয় প্রচার, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৯৩৩ সংবতে প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমের ৩য় কাণ্ড ৩২২৯.৩০ পৃষ্ঠা।

দেবীকে বৈদিকযুগের দেবতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। বরং এই ধ্যানের মধ্যে মনসার যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, যে বিশেষণাদির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা ইহাকে মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী সময়ের রচনা বলিয়াই মনে হয়। মহাভারতের আস্তিক-পর্ব্বে মনসার বিষয় অতিসংক্ষেপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।(৪) উহাতে মনসার রূপগুণাদির পরিচয় বিশেষ কিছুই নাই। কেবল তিনি সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী—জরৎকারুমুনির পত্নী এবং আস্তিকমুনির মাতা এইমাত্র জানা যায়। আমরা যে

"আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা
জরৎকারুমুনেঃপত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তু তে।"

মন্ত্রে মনসাদেবীর প্রণাম করিয়া থাকি। উহা মহাভারতীয় উপাখ্যানের সম্পূর্ণ অনুরূপ, মহাভারতে মনসার এতদতিরিক্ত আর কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম প্রমাণ-নিচয় দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলেও মনসাপূজার বর্ত্তমান প্রচলিত ধ্যান-প্রণামাদি এবং পৌরাণিক মনসোপাখ্যানের পূর্ব্বাপর্য্য তুলনা করিয়া ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল ঠিক এক সময়ে সঙ্কলিত বা রচিত নহে। মনসোপাখ্যানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঐ সকল মন্ত্রাদিও ক্রমশঃ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতের পর রচিত পদ্মাপুরাণে মনসার স্তোত্রমাত্রই পাওয়া যায়—তার পর রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সময় মনসোপাখ্যান অনেকটা রূপান্তরিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের পদ্মাপুরাণে মনসার জন্মাদিসম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ডে দেখা যায়:—

(১) "মনসা মানসী কন্যা রূপগুণবতী সতী
কশ্যপনন্দিনী সাধ্বী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা।"

(২) "বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণা
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীস্তাং মনসা সসৃজে ততঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মনসার নিম্নলিখিত দ্বাদশ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে বা পদ্মাপুরাণে উহার অনেকটা দেখা যায় না।

"জরৎকারু র্জগৎগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা।

(৪) সৌতি কহিলেন, হে বেদবিশারদ পূর্ব্বে সর্পমাতা সর্পগণকে এই অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, যে মহারাজ জন্মেজয়ের যজ্ঞে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন।" পন্নগরাজ বাসুকী সেই শাপ শান্তির নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ তপস্বী জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী সম্প্রদান করেন, জরৎকারুও বেদবিধানমতে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

"সর্পরাজ বাসুকীর জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে, ঐ জরৎকারুর গর্ভে জরৎকারুর ঔরসে এই আস্তিক মুনি উৎপন্ন হইয়া নাগগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিবেন।" (আদিপর্ব্ব ৩৮ অধ্যায়, বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর অনুবাদিত মহাভারত ৩৭ পৃষ্ঠা)

জরৎকারুপ্রিয়াস্তীক মাতা বিষহরীতি চ
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সাদেবী বিশ্বপূজিতা।
দ্বাদশৈতানি নামানি—( শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ )

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় এই দ্বাদশ নামের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্যানের তুলনা করিলে ইহাদের পরস্পর সাদৃশ্য অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং ইহাদের সমকালীনতা স্বীকার করিতেও বিশেষ কষ্টকল্পনাও অবলম্বন করিতে হয় না। দেবদেবী পূজাপদ্ধতিতে মনসার নিম্নলিখিত ধ্যানটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ের কল্পনা। যখন এই ধ্যানের সঙ্কলন ঘটিয়াছিল, তখন অনন্ত, বাসুকী প্রভৃতি(৫) অষ্ট-নাগকেও মনসার সহিত দেবতা-শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। উক্ত ধ্যানটি এই—

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিংবদান্যাং
হংসারূঢ়া-মুদারাং সুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং।

এই ধ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত রচনার পরবর্ত্তী কালে অথবা সমকালে নির্ণয় করা সহজ নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত মনসার দ্বাদশ নাম, প্রণাম, ধ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় উপাখ্যান প্রভৃতির ভিতর পদ্মাপুরাণের সর্ব্বস্ব পদ্মানামের কোনই উল্লেখ নাই। মনসার এই পদ্মা নাম হইতেই তাঁহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক গ্রন্থ পদ্মাপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মনসার "পদ্মা" নাম তাঁহার পদ্মবনে জন্মলাভ হইতেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। উহা পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে এক গুরুতর সমস্যা। উহার মীমাংসার উপর পদ্মাপুরাণ সৃষ্টির ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ এবং গুরুতর সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কিন্তু ঐ মীমাংসা বর্ত্তমান সময়ে সহজসাধ্য নহে। মনসার পদ্মবনে জন্মের প্রসঙ্গ সর্ব্বপ্রথম কোন সময়ে পদ্মাপুরাণের অঙ্গে স্থানলাভ করিয়াছে এবং মনসার পদ্মা নামের পরিকল্পনা ঠিক কোন সময়ে ঘটিয়াছিল, মধ্যবর্ত্তী মিলন শৃঙ্খলের অভাবে তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও এ কথা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া মনসামঙ্গলের আদিম লেখক যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন কল্পনার সহযোগে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বেদবীজ প্রভাবে সমুৎপন্না কশ্যপের মানসী দুহিতা, মনসা শিবের বীর্য্যপ্রভাবে পদ্মবনে সমুৎপন্না শিবের কুমারী পদ্মারূপে পরিচিতা হইয়াছিলেন এবং পদ্মা নামের পরিকল্পনাও ঐ সময়েই হইয়াছিল। ঐ সময় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত রচনার পর হইতে আদিম পদ্মাপুরাণ লেখকের সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল। উহা পদ্মাপুরাণ রচনার ইতিহাসে এখন dark period অর্থাৎ অন্ধযুগ। আমাদের এতদঞ্চলে মনসার নিম্নলিখিত প্রণাম-মন্ত্রটি অনেক পুঁথিতে দেখা যায়—

"অযোনিসম্ভবে মাতঃ মহেশ্বর-সুতে শুভে
পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং রক্ষমাং বুদ্ধিনার্ণবাৎ।"

এই মন্ত্রটি যে ঐ অন্ধযুগে রচিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিতরে শূন্যপুরাণই সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শূন্যপুরাণে "শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক চিত্রে পদ্মাবতীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা ঐ অন্ধযুগ বর্ত্তমান সময়ের হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অনুমান যে ঠিক নহে পরে তাহা আলোচনা করা যাইবে। শূন্যপুরাণের ঐ কবিতায় আছে—

"আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিঁহ হইলা হয়া-বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবিনুর। শূন্যপুরাণ।

শূন্যপুরাণের পর পদ্মাপুরাণ লেখকগণের মধ্যে কাণাহরি দত্তকেই দীনেশবাবু প্রভৃতি মহারথিগণ সুপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স হইতে প্রকাশিত "ময়মনসিংহের মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বঙ্গীয় উচ্চতম বিচারালয়ের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়" দ্বয় সম্মিলিতভাবে দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের যে সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রস্তাবনায় হরিদত্তের প্রাচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত তাঁহার পদ্মাপুরাণের আরম্ভে বলিয়াছেন :—

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।"

বিজয়গুপ্তের এই "প্রথম" কথার উপর নির্ভর করিয়া, দীনেশ বাবু হরিদত্তকেই পদ্মাপুরাণের আদিরচক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হরিদত্তের কোনও গ্রন্থ নাই, নামের কোনও প্রসিদ্ধি নাই। নারায়ণদেবের পুঁথির কোন কোনও স্থলে হরিদত্তের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহাতে অন্যান্যে যেরূপ করিয়াছেন, হরিদত্তও নারায়ণদেবের গ্রন্থে আপন নামের ভণিতা দিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। হরিদত্ত যে একজন গায়ক ছিলেন, তাহা বিজয়গুপ্তের কথাতেই উপলব্ধি হয়। বিজয়গুপ্ত হয়ত তাঁহার গানই প্রথম শুনিয়াছিলেন, এইজন্যই বোধ হয় "প্রথম" লিখিয়াছেন। হরিদত্তকে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। হরিদত্ত আপন ভণিতাতে কোন স্থলেই তিনি কাণা ছিলেন এমন কথা বলেন নাই। বিজয়গুপ্ত তাঁহাকে না দেখিয়া কাণা হরিদত্ত বলিতেন না। এই কারণে হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক অথচ তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নারায়ণদেব

(৫) অনন্ত বাসুকীপদ্ম মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরকর্কটশ্চৈব অষ্টনাগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

হরিদত্তের অনেক অগ্রবর্ত্তী।(৬) এ প্রসঙ্গে হরিদত্তের সময়-সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলিতে চাই না, যথাসময় তাহার আলোচনা করিব। পদ্মাপুরাণের নানা হস্তলিপিতে আমি হরিদত্তের অনেক কবিতা দেখিয়াছি, কিন্তু ঐ সকল বিচ্ছিন্ন কবিতাংশ দ্বারা তাঁহার রচনার আদর্শ অথবা বর্ণিত বিষয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। দীনেশ বাবু তাঁহার বেহুলার ভূমিকায় ময়মনসিংহ অঞ্চল হইতে কাণা হরিদত্তের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন কিন্তু আর কিছুই তৎসম্বন্ধে লিখেন নাই। কাজেই হরিদত্তের রচনা-সম্বন্ধে কোনও কথাই এক্ষণে বলিবার উপায় নাই। হরিদত্তের পর নারায়ণদেবই প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত। নারায়ণদেব মহাভারতীয় পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের অনুকরণে তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের এক সংক্ষেপ বিবরণীর অবতারণা করিয়াছেন, উহাদ্বারা তাঁহার গ্রন্থ-রচনার আদর্শ ও প্রকৃতির পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়। ঐ বিবরণীতে পদ্মার জন্মপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্ন বিদ্যমান।

"কেন পদ্মবনে গেলা ত্রিপুরারি
কোন হেতু জন্ম লইলা জয়বিষহরি।" ( হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ )

উপরোক্ত কবিতাংশে পদ্মার জন্মের হেতুসম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন কথাই দেখা যায় না, পরবর্ত্তী অংশে—

"মিলিল সকল দেব পাতাল ভুবন
শিবের তেজ দিয়া করে মনসা গঠন।"

পদ্মাপুরাণ লিখিয়া সংক্ষেপে ঐ প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে মাত্র। এই কবিতাংশ নারায়ণদেবেরই কল্পনার নিজস্ব অথবা কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের কল্পনার অনুবর্ত্তন, উপযুক্ত প্রাচীন গ্রন্থের অসদ্ভাবে তাহা নির্ণয়ের উপায় না থাকিলেও নারায়ণদেবের রচনার অনেকাংশ যে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের রচনার অনুবর্ত্তনে সঙ্কলিত, তাহার পরিচয় নারায়ণদেবের কবিতার অনেকস্থলে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনা করা অসম্ভব।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত তর্কের অবতারণা করিয়াছি, তাহার সহায়তায় মনসোপাখ্যানের ক্রম-পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, যোষিৎপ্রচলিত ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া যেমন জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণের হস্তে পুনঃপুনঃ সংস্কৃত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান প্রচলিত চণ্ডীকাব্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মহাভারতীয় ক্ষুদ্র মনসোপাখ্যানও ঠিক্ সেইভাবে নানা অদৃশ্য হস্তাবলেপে পদ্মাপুরাণের বর্ত্তমান বিরাট কলেবর ধারণ করিয়াছে। পুরাণসমূহের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় মনসোপাখ্যানের সহিত একমাত্র পদ্মার জন্মপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য প্রসঙ্গের বড় বিশেষ অসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

(৬) দ্বিজ বংশীর পদ্মাপুরাণ প্রস্তাবনা ৬ পৃষ্ঠা।

পদ্মাপুরাণের মনসা কশ্যপের মানসী দুহিতা নহেন। ইনি শিবের বীর্য্যপ্রভাবে পদ্মবনে সমুৎপন্না শিবের কুমারী। অনৈক্য যাহা কিছু তাহা এই স্থলেই সুপরিস্ফুট। পদ্মাপুরাণ লেখকগণের বিভিন্নমুখীন সৃষ্টি-প্রতিভা মনসা সৃষ্টিপ্রসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিরঙ্কুশ। বিভিন্ন পদ্মাপুরাণ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন লেখক স্বীয় স্বীয় অভিনব সৃষ্টি-কৌশলের সাহায্যে নানাপ্রকার অদ্ভুত উপাখ্যানের পরিকল্পনা দ্বারা মনসার জন্ম-কাহিনী এরূপ অদ্ভুতরূপে রূপান্তরিত করিয়াছেন, যে মূলে ঐক্য থাকিলেও উহা প্রতিভা ও রুচি-বৈচিত্র্যের ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। পদ্মাপুরাণের বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত হস্তলিপিসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, লেখকগণ কল্পনার আলোচনায় অনুসরণে বিপথে চলিয়াও একেবারে দিগভ্রান্ত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা যেন এক প্রকার মূল আদর্শকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর যদৃচ্ছভাবে কল্পনার সংযোগ করিয়া স্বীয় স্বীয় কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখকগণের সেই মূল আদর্শ অধিকাংশস্থলে পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ। নারায়ণদেবের গ্রন্থের যে সংক্ষেপ সূচীর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। ঐ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"লোমশে জিজ্ঞাসে পুনি সনকের ঠাঁই
পদ্মাপুরাণ কথা কহতো গোসাঞি
সর্গ মর্ত্ত পাতাল হইল কি মতে
সত্ব রজ তমগুণ হইল কাহা হইতে
কোন হেতু হইল সমুদ্র মথন
কি কারণে ভস্ম হইলা কাম মদন
কি কারণে যোগভঙ্গ হইলা মহেশ্বর
কি কারণে চণ্ডীর জন্ম হিমালয়ের ঘর
কোন পদ্মবনে গেলা ত্রিপুরারি
কোন হেতু জন্ম হইল জয় বিষহরি।

১১৮৭ সনের হস্তলিপি ৫ পাতা।

ইহাতে পদ্মার জন্ম ব্যতীত অন্য সকল অংশে পৌরাণিক আদর্শ যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পদ্মার জন্মপ্রসঙ্গ বিষয়ে সকল লেখকগণেরই আদর্শ ভিন্ন; পুরাণের সহিত তাহার কোনই ঐক্য নাই। পুরাণের সহিত ঐক্য না থাকিলেও এই উপাখ্যানের আদিমূল কিছু আছে কিনা তাহার যতদিন সম্যক্ অনুসন্ধান না হইতেছে, ততদিন এ বিষয়ে কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ সমীচীন মনে করি না। আপাততঃ কোনও প্রমাণ এ বিষয়ে উপস্থিত করিতে না পারিলেও অদূর ভবিষ্যতে প্রাচীন হস্তলিপি অনুসন্ধানের ফলে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার এই প্রকার ধারণার হেতু কি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। ময়মনসিংহ

"চারুমিহির আফিস" হইতে নারায়ণদেবের নাম লইয়া যে সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার শেষে নারায়ণদেবের বচনাক্ষে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ পাওয়া গিয়াছে।

"ষোল প্রকরণে আছিলেক পদ্মাপুরাণ।
পয়ার করিয়া কবি করিলা বাখান।"(৭)

দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের প্রস্তাবনায় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া রামনাথ বাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—"সংস্কৃত পদ্মাপুরাণের উত্তরখণ্ডে পদ্মার যে একটি স্তোত্র আছে সেইটি অবলম্বন করিয়া পয়ারে নারায়ণদেব প্রথমে এই উপাখ্যান লিখিয়াছেন, একথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয়।(৮) কিন্তু সংস্কৃত পদ্মাপুরাণে মনসার ক্ষুদ্র একটি স্তব আছে, পূর্ব্বোক্ত কবিতার উদ্দিষ্ট কোন প্রকরণ-বিশিষ্ট গ্রন্থ তাহা নহে। উহা কোনও অজ্ঞাত গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১০ম ভাগে শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল মহাশয় ময়মনসিংহ জামালপুর হইতে সংগৃহীত এক প্রাচীন হস্তলিপি হইতে নারায়ণ দেবের রচিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে
নারায়ণ দেব তাকে পাঁচালী রচিছে। (৯)

রামনাথ বাবুর সমালোচিত কবিতাংশ এবং চিত্তসুখ বাবুর উদ্ধৃত কবিতাংশ একই গ্রন্থকে নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া আমার ধারণা। আমার মনে হয় পূর্ব্বে যে সময়কে পদ্মাপুরাণের dark period বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি ঐ সময়ে কেহ বা কাহারা পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর কল্পনার বর্ণ প্রক্ষেপ দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় বর্ত্তমান প্রচলিত পদ্মাপুরাণ সমূহের অনুরূপ গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া পদ্মাপুরাণের লেখকগণ স্ব স্ব কবিতাকণ্ডূয়ন চরিতার্থ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল গ্রন্থ উপেক্ষিত এবং বিলয়প্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও কোনও নিভৃত নিকেতনে অযত্নে ধ্বংসের প্রতীক্ষায় আছে। এখনও উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা দেশের যেখানে যাহা কিছু প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রাদি আছে, তাহা উদ্ধার রক্ষা ও উপযুক্ত আলোচনার ব্যবস্থ হইলে এই সকল ছিন্ন সূত্রের পুনঃ সংযোগ সাধিত হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। উহা দ্বার মনসার জন্ম-সমস্যার সমাধান ও পদ্মাপুরাণের dark period আলোকোদ্ভাষিত হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রাচীন বাঙ্গলা হস্তলিপি অনুসন্ধান বা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হস্তলিপিরও আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ সংস্কৃত গ্রন্থ-পত্রের স্তূপে বাঙ্গালার বিলুপ্ত রত্নের লাভ অসম্ভব নহে। সম্প্রতি ঐ প্রকার কিছুর সন্ধান আমি পাইয়াছি বলিয়াই দৃঢ়তার সহিত একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। গত শ্রাবণ মাসে ময়মনসিংহ-দেবপুরবাসী আমার সহোদরপ্রতিম

(৭) চারুমিহির-সংস্করণ পদ্মাপুরাণ।

(৮)

(৯) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১০ম ভাগ।

শ্রীমান্ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত প্রাচীন জীর্ণ সংস্কৃত হস্তলিপিসমূহ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া উহার মধ্য হইতে আদ্যন্ত ছিন্ন কীটদষ্ট মসীমলিন লিপিকর অথবা লেখকের নামবর্জ্জিত একখানি অজ্ঞাত গ্রন্থের ৩।৪টি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ঐ পত্র কয়েকখানি প্রাচীন তুলট কাগজে সুপ্রাচীন অক্ষরে লিখিত। পত্রগুলির আকার ১২×৬ ইঞ্চ, প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ লাইন করিয়া লেখা। পত্রগুলি বহু দিন অযত্নে রক্ষিত হওয়ায় অনেক অক্ষর লুপ্ত এবং পাঠের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থাতেও যাহা কিছু পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, এই শ্রেণীর আদিম উৎস হইতেই পদ্মাপুরাণ লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থ-রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেই তিল তিল সংগৃহীত হইয়াই বর্ত্তমান যুগের অভিনব তিলোত্তমা-রুক্মিণী-বেহুলার কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছিল। জীর্ণ পত্র কয়েকখানি অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত। উহার বর্ণিত বিষয় নারায়ণদেব প্রভৃতির রচনার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত। উহা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীরই সংস্কৃত প্রতিরূপ। (১০) পত্র কয়েক খানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা ছিল।

( ক ) ইতি লৌহমাণ্ডস নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে ত্রিংশ অধ্যায় ৪২ পত্র।

( খ ) ইতি বহুলা বিলাপ সমাপ্ত ( অপরাংশ অস্পষ্ট )।

( গ ) ইতি বহুলা-ব্যাঘ্র-সংবাদে পঞ্চষষ্টি অধ্যায়। পত্রাঙ্ক ১ অপরাংশ ছিন্ন।

যাঁহারা পদ্মাপুরাণের কোনও মুদ্রিত গ্রন্থ বা হস্তলিপি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপরোক্ত অংশগুলির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। পদ্মাপুরাণের বেহুলা-ব্যাঘ্র-সংবাদ সম্বন্ধেও তাঁহারা সকল তথ্যই অবগত আছেন। নারায়ণদেবের রচনার উহা একটি উৎকৃষ্ট অংশ। এস্থলে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল মাত্র—সম্পূর্ণ উদ্ধারের বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব।

পদ্মা বলে শুন নেতা আমার উত্তর
বাঘরূপে যাও তুমি বিপুলা গোচর
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাও তার কাছে
আইজ বুঝিমু বিপুলার সত্য কেমন আছে।
নাকের শ্বাস ছাড়িয়া মারিবা হুঙ্কার
ডোকায়ে মেদিনী কাটে দেখিতে চমৎকার।
পদ্মার বচন নেতা শুনিয়া শ্রবণে।
বাঘরূপে গেলা নেতা ভুরার সন্নিধানে।(১১)

---

(১০) প্রাপ্ত পত্রকয়খানি সম্প্রতি অন্যত্র থাকায় উহা হইতে যে নোট গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা অবলম্বনেই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম। ঐ হস্তলিপির বিস্তৃত আলোচনা আমি আমার "সংস্কৃত হস্তলিপিসংগ্রহ" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যথাসম্ভব সত্বর উহা প্রকাশিত করিতে যত্ন করিব।

(১১) ১১৩৭ সালের হস্তলিখিত পদ্মপুরাণ ৩০২ পত্র।

ইহার পর নারায়ণের রচনায় বাঘসকলের লখিন্দরের মৃতদেহ ভক্ষণের বিপুল প্রয়াস। তজ্জন্য বিপুলাকে নানাপ্রকার প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন। তদুত্তরে সতীত্ব-সরোজ বেহুলার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক উত্তর-প্রত্যুত্তরের লোমহর্ষক-কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক মূল গ্রন্থ হইতে তাহা পাঠ করিতে পারেন।

বেণারস সংস্কৃত-কলেজ-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত List of Sanskit Jain and Hindi manscripts 1909 নামক পুস্তিকায় ৮ম পৃষ্ঠায় ২৮.৪ সংখ্যক গোত্রি রাত্রি ব্রতকথা বা বহুলোপাখ্যানম্'' নামক হস্তলিপির বিবরণে "অন্তে লিখিত মস্তি মহাসমুচ্চয়ে বেহুলাব্যাঘ্র সংবাদ সমাপ্ত। ইতি ছিন্নম্। এই মন্তব্য দেখা যায়। উহা পূর্ব্বলিখিত পদ্মাপুরাণীয় ব্যাঘ্র-সংবাদ কি অপর কিছু তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য অনুসারে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে উহা পদ্মাপুরাণীয় বেহুলা উপাখ্যান বলিয়াই মনে হয় এবং আমার আবিষ্কৃত পত্র কয়েক খানির সমশ্রেণী। এসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য বেনারস সংস্কৃত কলেজে পত্র লিখিয়াছি, উত্তর পাইলে তাহা আমার "সংস্কৃত হস্তলিপি সংগ্রহ" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা এবং ভবিষ্যতে সুধী-সমাজের গোচরীভূত করিব।

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত Descriptive Catalague of Sanskrit Manuscripts নামক গ্রন্থে ৮০ সংখ্যক হস্তলিপি পাণ্ডব-বিজয় কাব্যের আলোচনায় সম্পাদক হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন (১২) An incomplete copy of the Pandavabijaya, having neither a beginning nor an end. We find in it a description of the practice of Jhapana (a mode of worshiping the Goddess Monasa.) গ্রন্থখানির অক্ষরাদি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "Charactor nogor, Date—? appearence very old wornout, and worm eaten throughout. শেষাংশে খণ্ডিত থাকায় গ্রন্থ রচনার কাল বা লিপির কাল, গ্রন্থকার অথবা লিপিকরের নাম কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। উপরোক্ত হস্তলিপিতে বলিহার বরিশাল বলিয়া প্রভৃতির বর্ণনা থাকায় ইহাকে আধুনিক বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু উহা লিপিকর-মাহাত্ম্য হওয়া অসম্ভব নহে। এই হস্তলিপি যদি আধুনিক না হইয়া প্রাচীন হয় তবে তদ্দ্বারা চিত্তসুখ বাবুর অবতারিত সমস্যার ও চারুমিহির সংস্করণের "ষোল প্রকরণের" কোনও সমাধান ইহা দ্বারা সম্ভব কিনা তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। মনসার ঝাঁপান-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। চণ্ডীদাসের জীবনীতে উহার উল্লেখ আছে বলিয়া শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার "জগন্নাথ-বিজয়" ও কবি মুকুন্দ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) পূর্ব্বোক্ত আলোচনাসমূহ দ্বারা ইহা বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত রচনার পর হইতে আদিম পদ্মাপুরাণ লেখকের সময়ের

---

(১২) Description Catalag Ins 11 of the year 1903' Page 57-58.

(১৩) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১ম ভাগ সংখ্যা পৃষ্ঠা

পূর্ব্ববর্ত্তী dark period ভিতরে পদ্মাপুরাণসম্বন্ধীয় যাহা কিছু নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। উহা কোন সময় এক্ষণে তাঁহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইলসন সাহেব ( H. H. Wilson ) তাঁহার সম্পাদিত বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকে ২০০ শত বৎসর অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করেন নাই। বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবু বর্ত্তমান প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ রূপে স্বীকার না করিলেও নানাপ্রকার অকাট্যযুক্তির সহায়তায় উইলসন সাহেবের ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বগামী।"(১৪) বর্ত্তমান সময়ে পদ্মাপুরাণের প্রাচীন লেখক বলিয়া যিনি বঙ্গসাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই হরিদত্তের সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেও উইলসন সাহেবের ভ্রম অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বেহুলার ভূমিকায় দীনেশবাবু হরিদত্তকে ৬০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(১৫) এই হিসাব অনুসারে কাণা হরিদত্তের সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-রচনার কাল হইতে এই সময় ৩।৪ শতাব্দী ব্যবধান দেখা যায়। খুব সম্ভব উহাই পদ্মাপুরাণের অন্ততম অন্ধযুগ। ঐ সময়ের ভিতরেই কোনও সময়ে কশ্যপের মানসীদুহিতা শিবের কুমারীরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে। আদিম পদ্মাপুরাণ রচনার সময়ও ইহারই সন্নিকটবর্ত্তী। মনসার পদ্মানাম সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই কল্পিত হইয়াছিল।

কাণা হরিদত্তের পূর্ব্বে রচিত শূন্যপুরাণে শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা নামক চিত্রে পদ্মাবতীর উল্লেখ দেখা যায়। যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে।

আপনি চণ্ডিকা দেবি তেঁহ হইলা হয়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবিনুর। শূন্যপুরাণ।

এই শূন্যপুরাণ গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে আবিষ্কৃত বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বর্ত্তমান প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচনা-কাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা দেখা যায় শূন্য-পুরাণ প্রায় সমকালীন গ্রন্থ। ঐ সময়েই মনসা পদ্মানামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। শূন্যপুরাণের যে কবিতা লইয়া এই সকল গবেষণা করিতেছি, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় তাঁহার "আদ্যের গম্ভীরা" নামক গ্রন্থে তাহার প্রাচীনতা-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন; "শূন্যপুরাণে, রামাঞি পণ্ডিত গায়" বলিয়া দোহাই দিয়া "শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক মুসলমান আক্রমণের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাহা প্রকৃত রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। পরবর্ত্তীকালে রচিত ও শূন্যপুরাণে গীত হইত।" ( ১৬ ) কাণা হরিদত্তের প্রাচীনতা

---

( ১৪ ) কৃষ্ণচরিত্র ১৪শ অধ্যায়।

( ১৫ ) বেহুলা ১ম সংস্করণ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

( ১৬ ) হরিদাস বাবুর আদ্যের গম্ভীরা ১১৩ পৃষ্ঠা।

বিষয়ে সন্দেহযুক্ত রামনাথ বাবুর মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। পদ্মাপুরাণের অন্ধযুগ সমস্যায় ইহা দ্বারা কিছুই মীমাংসা হইল না বরং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি হইল মাত্র।

টাঙ্গাইলের রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ প্রবন্ধে (১৭) মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয় রচনার কাল ১২২৫ শক বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে (বর্ত্তমান সময়ের ৭০০ শত বৎসর পূর্ব্বে) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি নূতন একটি সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। সে সমস্যাটি হইতেছে মুকুন্দের গ্রন্থে বিষহরির সম্যক উল্লেখ না থাকা। গ্রন্থের বন্দনায় যেখানে অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা করা হইয়াছে সে স্থলে মনসার কোনও উল্লেখ না করিয়া কবি মুকুন্দ "অষ্ট নাগ আইলা বিষহরি" বলিয়া জগন্নাথের বিবাহসভায় একেবারে মনসার অবতারণা করিয়াছেন। মনসার এই ভাবে অবতারণা দেখিয়া রসিকবাবু স্বীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"বন্দনা প্রভৃতি পাঠ করিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে যখন চণ্ডীপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, বিষহরীর পূজা তেমন প্রচলিত হয় নাই। সেই সুপ্রাচীন সময়ে কবি মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। চণ্ডীদাসের জীবনীতে দেখা যায় তাঁহার সময় বিষহরী বঙ্গদেশে একরূপ প্রধান দেবতারূপে পরিণত হইয়াছেন। বিষহরীর গীত গাইয়া সর্প-ব্যবসায়ীরা সাপ ঝাঁপাইত। সুতরাং এই বিষহরির বৃত্তান্ত হইতেও কবি মুকুন্দ যে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বুঝা যায়। চৈতন্যের আবির্ভাবের সময় বিষহরির পাঁচালী গানের খুব প্রচলন ছিল। চৈতন্যের ১০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস—

"বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ" অর্থাৎ ১৩২৫ শকে গীত রচনা করেন। মুকুন্দ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। জগন্নাথ-বিজয় রচনার সময় যদি বঙ্গীয়-সমাজে চণ্ডীর ন্যায় বিষহরির বিশেষ প্রাধান্য প্রচলিত থাকিত তবে তাঁহার ন্যায় প্রবল দেবতার বন্দনা না করিয়া, কিছুতেই তিনি গ্রন্থারম্ভে সাহসী হইতেন না।" (১৮) রসিকবাবু মুকুন্দের প্রাচীনতাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার প্রবন্ধের অন্য স্থলে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি বন্দনায় চৈতন্যদেবের নাম না থাকা দ্বিতীয়তঃ বিষহরীর অনুল্লেখ। প্রথমটি সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু অনেক যুক্তিতর্ক সমবায়ে মুকুন্দকে আধুনিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি দ্বারা আমিও নগেন্দ্রবাবুর অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। মুকুন্দকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে রসিকবাবু তাঁহার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাপেক্ষাও পূর্ব্বে Dark period এর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু মুকুন্দের সময় ১২০৩ খৃষ্ট-অব্দ বলিয়া রসিকবাবুই সে পথ সর্ব্বপ্রথম বন্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ হরিদত্তের রচিত কবিতাংশ সমূহও রসিকবাবুর সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অন্তরায়। সুপ্রাচীন পদ্মাপুরাণ-লেখক হরিদত্তের যে সময় দীনেশবাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রসিকবাবুর

---

(১৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা।

(১৮) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠা

মুকুন্দের সময়ের সহিত তাহা প্রায় অভিন্ন। এ হিসাবে রসিকবাবুর লিখিত কবি মুকুন্দের সময় বিষহরির তেমন প্রতিপত্তি হয় নাই। তিনি দেবতাপদ কেবল পাইয়াছেন মাত্র, চণ্ডীরই তখন পূর্ণ অধিকার। চণ্ডীর সহিত বিবাদ করিয়া বিষহরীকে বহু কষ্টে আপনার মহিমা প্রচার করিতে হইয়াছিল (১৯) ইত্যাদি মন্তব্য নিতান্তই অসাদৃশ্য বোধ হয়। হরিদত্তের রচনার যে সকল নমুনা আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি তাহার কোন স্থানেই বিষহরি অপ্রভাবের কোনই পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় নাই বরং চণ্ডী বিষহরীর, বিবাদে বিষহরীর জয় সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে। বিষহরির এই প্রভাব বহু প্রাচীন। উহা একাদশ শতাব্দীর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলে অন্যায় হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পূজার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় সে সময় মনসার প্রভাব কত প্রবল ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মনসা-পূজার প্রচারসম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটি শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রথমে পূজিতা সাচ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেন চ।
মনুন মুনিনাশ্চৈব নাগেন মানবাদিনা
বভুব পূজিতা সাচ ত্রিষুলোকেষু সুব্রতা॥" (২০)

এহেন প্রভাবশালিনী দেবীর প্রভাবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া মুকুন্দ কি ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সে সমস্যার পূরণ সহজ নহে। তবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে, এই সকল দেবদেবীর পূজা ঠিক এক সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমান প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নাই। হয়তঃ যখন মুকুন্দ তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন তখন ঐ অঞ্চলে মনসার প্রভাব তত প্রবলতা ধারণ করে নাই। চৈতন্যের অনুল্লেখের দুই কারণ হইতে পারে। এক গ্রন্থকর্ত্তার শাক্ত বা শৈবমতাবলম্বিতা, দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যদেবের প্রভাব অনবগত থাকা। জগন্নাথ-বিজয়ের ন্যায় পদ্মাপুরাণেরও অনেক গ্রন্থের বন্দনায় চৈতন্যের নাম পাওয়া যায় না উহার মধ্যে একমাত্র নারায়ণদেব ব্যতীত আর কোনও লেখককেই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঐ সকল স্থলে পূর্ব্বোক্ত কোনও না কোন একটির বিদ্যমানতাই প্রধান হেতু। বঙ্গদেশে চৈতন্যের মত-প্রচারের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হওয়া সম্ভব।

এ পর্য্যন্ত বিষহরীর মাহাত্ম্যমূলক যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী মনসামঙ্গল ও অন্য শ্রেণী পদ্মাপুরাণ নামে অভিহিত। তন্মধ্যে পদ্মাপুরাণ নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রাচীন এবং মনসামঙ্গলগুলি আধুনিক। পদ্মাপুরাণের কোন গ্রন্থই

---

(১৯) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠা।

(২০) হিতবাদীর সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম ৯৫২ পৃষ্ঠা মনসাশব্দ।

এক্ষণে প্রায় সম্পুর্ণাবস্থায় বিদ্যমান নাই। উহার অধিকাংশই নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়াছে। যাঁহারা কীটদষ্ট মসীমলিন ধূলিসমাচ্ছন্ন গলিতপত্র লুপ্তাক্ষর প্রাচীন হস্তলিপির কোনও দিন আলোচনা করিয়াছেন তিনি এই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষত্ব অনেকটা অবগত আছেন। এবং আমার এই প্রবন্ধের যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে তাঁহারা সহজে ধারণা করিতে পারিবেন। অপরের পক্ষে তাহা নিতান্ত সহজসাধ্য হইবে না। লিপিকুশলবর্জ্জিত লিপিকর বিকৃতরুচি সংগ্রাহক, সংশোধক প্রভৃতির কৃতিত্বে পদ্মাপুরাণের অধিকাংশ গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে লেখকের বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই সাত নকলে আসল খাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অনেক-স্থলে একই কবিতাংশ ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপিতে বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত হইয়া গুরুতর সমস্যা উৎপাদন করিয়াছে। এই প্রকার বিকৃতি একমাত্র পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে নহে। প্রাচীন বন্দনা-গ্রন্থের অনেক হস্তলিপিতেই বিদ্যমান। বঙ্গদেশে যে গ্রন্থের পঠন-পাঠন যত অধিক, এই বিকৃতিও সেই অংশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর। পূর্ব্ববাঙ্গালায় পদ্মাপুরাণের হস্তলিপির ন্যায় বহু জন পাঠ্য গ্রন্থ আর একখানিও নাই। পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় কতক অংশে হিন্দু অধ্যুষিত এমন গ্রাম খুব কম আছে যেখান হইতে অন্ততঃ এক খানিও পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি সংগ্রহ করা না যাইতে পারে। এইজন্য পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় পদ্মাপুরাণের হস্তলিপির যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে অন্য কোনও গ্রন্থের সে প্রকার অবস্থা ঘটে নাই। বহুকাল যাবৎ শিক্ষিত সমাজের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত থাকিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশস্থল দুর্ব্বোধ-পুনরুক্তি দোষদুষ্ট, পূর্ব্বাপর অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলের অবস্থা এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে, বহু চেষ্টাতেও আর উহার ভাব উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একই লেখকের রচনা দুইখানি হস্ত-লিপিতে আর ঠিক একভাব বিদ্যমান নাই। লিপিকরের দোষে উহা এতই বিকৃত ও রূপান্ত-রিত হইয়াছে। পদ্মাপুরাণের শতাধিক হস্তলিপি বহুসংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে—পদ্মাপুরাণের প্রাচীন লেখকগণের আগাগোড়া সম্পূর্ণ গ্রন্থ একখানিও আর এক্ষণে বিদ্যমান নাই। এক্ষণে যত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় সকলই সংগ্রহ গ্রন্থ। এবং উহা অধিকাংশস্থলেই গায়কগণ কর্ত্তৃক সংগীতের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। একই হস্ত-লিপিতে বহু সংখ্যক লেখকের ভণিতা পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং একই উপাখ্যানের বহু লেখকের ভণিতাযুক্ত একই বিবরণ এক স্থানে গ্রথিত থাকায় আমার এই ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছে। আমার একটি সপ্ততি বর্ষীয় আত্মীয় তাঁহার শৈশব কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে বলিয়াছিলেন 'আমরা বাল্যকালে যে সকল যাত্রাগান শুনিতাম, অবসর-সময় কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া তাহার সমালোচনা করিতাম ঐ সময় এক একদিন কল্পনার সহায়তায় আদর্শ যাত্রার দল গঠনের প্রস্তাব চলিত। আমাদের ঐ যাত্রার দল ঈশান চাটুর্য্যার দলের ছোকরা হরি ও বিহারী, বহু গাঙ্গুলীর দলের নেপাল ও গোপাল, ভীম অধিকারীর দলের বঙ্ক, হরি মালীর দলের অটল, ভগবান্ কর্ম্মকারের দলের বংশী, তাহার সঙ্গে রাম বেহালাদার ও লোকা থোপার দলের ভিত্তিওয়ালা লইয়া গঠিত হইত। "পূজ্যপাদগণের কল্পনা-রাজ্যের সম্পত্তি ঐ আদর্শ দল

গঠন-কার্য্যের সহিত পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি সংগ্রহ-কার্য্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। পূজ্যপাদগণ যাহা কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, পদ্মাপুরাণ সংগ্রাহক ধুরন্ধরগণ স্ব স্ব রুচি-অনুযায়ী পদ্মাপুরাণ লেখকগণের মূল গ্রন্থ হইতে কবিতা সংগ্রহ করিয়া তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়া অভিনব গ্রন্থসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় বঙ্গ-ভাষায় অমূল্য সম্পদ প্রাচীন লেখকগণের মূলগ্রন্থগুলি উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুচি-বৈচিত্র্যে মূল গ্রন্থের আলোচনা পরিত্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থ রচনার কাল গ্রন্থকারের পরিচয় প্রভৃতিও একেবারে দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রচলিত ষট্‌কবি, বাইশ কবি প্রভৃতির গ্রন্থের উৎপত্তি এই রুচি-বৈচিত্র্যের ফল। এই প্রকার সংগ্রহ-কার্য্যের কখনও নিবৃত্তি ঘটে নাই। নূতন নূতন পদ্মাপুরাণ গায়কগণ এখনও যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া নূতন নূতন হস্তলিপি প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। পদ্মাপুরাণবিষয়ক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবার পর ৫।৬ বৎসর মধ্যে ঐ প্রকার ৬।৭ খানি গ্রন্থ-সংগ্রহ-কার্য্য আমার সমক্ষেই ঘটিয়াছে। কালে ঐ সকল গ্রন্থ হয়তঃ পরবর্ত্তী বংশধর-গণের নিকট কত অভিনব সমস্যার অবতারণা করিবে, যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা নানাপ্রকার জটিল সমস্যায় পড়িয়াছি। আমার এই অনুমানের সত্যতাসম্বন্ধে যদি কাহারও কোনও প্রকার সন্দেহ থাকে, তবে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে যদৃচ্ছক্রমে ১০।১২ খানি পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক তুলনা করিলেই আমার অনু-মানের সত্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন এই প্রকার আমার বিশ্বাস। আমি এ পর্য্যন্ত এমন একখানাও পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি দেখি নাই যাহাতে ন্যূনপক্ষে ৩।৪ জন লেখকের নাম বর্ত্তমান না আছে। ৩।৪ জন হইতে আরম্ভ করিয়া ২২।২৩ জন বা ততোধিক লেখকের ভণিতা পর্য্যন্ত আমি এক হস্তলিপিতে দেখিতে পাইয়াছি।

আবদুল করিম সাহেব-সঙ্কলিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিবরণে "ষট্‌কবির মনসা ও বাইশ কবির মনসা" নামক যে পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে উহাতে ১। গঙ্গাদাসসেন, ২। নারায়ণদেব ৩। জগন্নাথসেন, ৪। বলরামদাস ৫। জয়দেবদাস ৬। সুখদাস ৭। সুকবিদাস ৮। গোবিন্দদাস ৯। দ্বিজ জগন্নাথ ১০। গুণানন্দসেন ১১। বিপ্রজানকীনাথ ১২। রামদাস ১৩। দ্বিজ বনমালী ১৪। দ্বিজ বলরাম ১৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস ১৬। যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। দ্বিজ বংশীদাস ১৮। সুদামদাস ১৯ হৃদয় ব্রাহ্মণ ২০। দ্বিজ জয়রাম ২১। বিশ্বেশ্বর ২২। রমাকান্ত ২৩। রামচন্দ্র এই ২৩ জনের নাম পরিদৃষ্ট হয়। (২১) ১৮১২ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সমিতির সংস্রবে যে সাহিত্য-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল, উহাতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় নিম্নলিখিত ১২ জন লেখকের রচনা-সম্বলিত একখানি পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (১)

(২১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১০ম ভাগ অ৪র্থ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠা।

সুকবি বল্লভনারায়ণদেব, ( ২ ) চন্দ্রপতি গায়েন ( ৩ ) দ্বিজবংশীদাস ( ৪ ) বৈদ্য জগন্নাথ ( ৫ ) দ্বিজ বলরাম ( ৬ ) বিপ্র জানকীনাথ ( ৭ ) দ্বিজ বলরাম ( ৮ ) হরিদত্ত ( ৯ ) বিশ্বনাথ ( ১০ ) হৃদয় ( ব্রাহ্মণ ) ( ১১ ) গুণানন্দসেন ( ১২ ) শিবানন্দ। কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় স্ব-লিখিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক সংগ্রহে "নারায়ণদেবের পাঁচালীর" বিবরণে লিখিয়াছেন, কলিকাতা পরিষৎ পত্রিকায় এই পাঁচালী-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে প্রবন্ধ-রচয়িতা এই পাঁচালী ন্যূনাধিক দশজন লেখকের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ( ২২ ) ময়মনসিংহের পূর্ব্ব-বর্ণিত সাহিত্যিক-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ৮৯ সংখ্যক হস্তলিপিতে বৈদ্য জগন্নাথ-নারায়ণদেব, দ্বিজ জগন্নাথ, কৃপারাম দত্ত, দ্বিজ জানকী, বংশীদাস প্রভৃতি ৬ জনের ভণিতা-যুক্ত(২৩) চারুমিহির-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে ৮ জন লেখকের রচনা পরিদৃষ্ট হয়। বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদ্মাপুরাণ নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখকের ভণিতাযুক্ত। বিজয় গুপ্তের বহুসংখ্যক রচনা-সম্বলিত—প্রাচীন ছাপা একখণ্ড অসম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ আমি সম্প্রতি পাইয়াছি, উহার যে অংশ এখন বর্ত্তমান আছে ঐ অংশের ভিতর বিজয় গুপ্ত ছাড়া। ১। চন্দ্রপতি ২। বৈদ্যনাথ দাস। ৪। হরিদাস—( পুরুষোত্তম দাস ) প্রভৃতির ভণিতা আছে। আদ্যন্ত ছিন্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থে আরও দুই চার জনের ভণিতা ছিল কিনা ঠিক বুঝা গেল না। বরিশাল-গৈলা হইতে প্যারীমোহন দাসগুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গলে জানকীনাথ, কবি কর্ণপুর—পুরুষোত্তম প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত। চিন্তসুখ বাবুর বাঙ্গালা পুথির তালিকার ১১ সংখ্যক পদ্মাপুরাণ বৈদ্য জগন্নাথ ( ১৬৯৪ শকের প্রতিলিপি ) গ্রন্থের বিবরণে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "ইহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা নারায়ণ দেবের ভণিতা, তাহার পর দ্বিজ মনোহর শিবের বিবাহ পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, তাহার পর বৈদ্যজগন্নাথের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে নারায়ণদেব, মনোহর, জানকীনাথ ইত্যাদির ভণিতা আছে। ( ২৪ ) চিন্তসুখবাবু যে কয়জন কবির নাম এই গ্রন্থে দেখিয়াছেন, তাহারা সকলে এক সময়ের কবি নহে। ইহাদের কাহারও কাহারও ব্যবধান দুই এক শতাব্দী বা তাহারও বেশী। বাসস্থানও এক জেলায় নহে। এমতা-বস্থায় ইহাদের কবিতার একত্র প্রাপ্তির কারণ পরবর্ত্তী সংগ্রহকারের কীর্ত্তি ব্যতীত আর কি মনে করা যাইতে পারে? আমার সংগৃহীত একখানি হস্তলিপিতে নারায়ণদেব, দ্বিজবংশী-দাস, বৈদ্যজগন্নাথ প্রভৃতির অতিরিক্ত রতিনাথ, দ্বিজরঘুরাম, দ্বিজমনোহর, দ্বিজরত্নেশ্বর, গুরুদাস, রামনাথ, হরিবল্লভ, মহেশ, কালিদাস প্রভৃতি ১৫ জনের নামসংযুক্ত কবিতা আছে। এই প্রকার বহুসংখ্যক লেখকের ভিন্ন ভিন্ন রচনা সময়ের বর্ত্তমান প্রচলিত পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি

---

( ২২ ) রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩য় ভাগ ২য় সংখ্যা ৭১২৩ পৃষ্ঠা

( ২৩ ) ময়মনসিংহের কৃষিশিল্প ও সাহিত্য-প্রদর্শনীর মুদ্রিত বিবরণ

( ২৪ ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১০ম ভাগ ২য় সংখ্যা।

সমূহ প্রস্তুত তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সংগ্রাহকগণ যতদূর সাধ্য পদ্মাপুরাণ-বর্ণিত উপাখ্যানসকলের পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক রাখিয়া রচনা নির্ব্বাচন ও সংগ্রহের যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা সফল হয় নাই। সংগ্রাহকের ত্রুটিতে অনেক হস্তলিপিতে যথেষ্ট অসামঞ্জস্যও যে না ঘটিয়াছে এমন নহে। অনেক স্থলে হয়ত এমন হইয়াছে। এই সকল অসামঞ্জস্য প্রবন্ধকারে প্রদর্শনের ইচ্ছা রহিল। সংগ্রাহকগণের দোষেই পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে যে প্রকার লেখক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক গ্রন্থের হস্তলিপিতেই ঐ প্রকার লেখক সঙ্কট-পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাও ঠিক তুল্য-রূপ কারণে ঘটিয়াছে বলিয়াই আমার মনে হয়। প্রাচীন পুথির বিবরণ হইতে ঐরূপ কতিপয় লেখক-সংকটের বিবরণের দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা দ্বারা বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে। ( হস্তলিপির পার্শ্বের অঙ্কগুলি তালিকার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা-বিজ্ঞাপক )।

| | | |
|---|---|---|
| ( ১৪ ) | যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ | ( ১ ) কবি ষষ্ঠীবর, ( ২ ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ( ৩ ) পরাগলখাঁর ভণিতাযুক্ত কবিতাসম্বলিত। |
| ( ২৪ ) | বাণযুদ্ধ | ( ১ ) দ্বিজজয়রাম ও ( ২ ) অনন্তদত্তের ভণিতাযুক্ত। |
| ( ৪৪ ) | নিমাই-সন্ন্যাস | ( ১ ) কবি শঙ্করভট্ট ও (২) সদানন্দের ভণিতাযুক্ত। |
| ( ৪৭ ) | কালিকামঙ্গল | এই গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের বিস্তার বারমাসীর প্রক্ষেপ ব্যতীত ( ১ ) নিধিরাম কবিরত্ন ও ( ২ ) আলি আকবরের ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। |
| ( ৫২ ) | হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ | ( ১ ) মাধবদাস, ( ২ ) মাধবানন্দ ও ( ৩ ) মাধবসুত নন্দ এই তিন জনের ভণিতাযুক্ত। |
| ( ৮৩ ) | সত্যনারায়ণের পাঁচালী | ( ১ ) দ্বিজ রঘুরাম ও ( ২ ) দ্বিজ রামকৃষ্ণের ভণিতাযুক্ত। |
| ( ১৪৯ ) | মৃগলুব্ধ | ( ১ ) রামরাজা, ( ২ ) শ্যামরায় নামক দুই জনের ভণিতা। |
| ( ২৬৭ ) | মহাভারত | ( ১ ) ষষ্ঠীবর-সুত গঙ্গাদাস ( ২ ) কবিচন্দ্রদাস ( ৩ ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ( ৪ ) সঞ্জয় এই চারি জনের ভণিতাসম্বলিত পদপূর্ণ। |
| ( ২৮২ ) | রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড) | ( ১ ) কৃত্তিবাস ও (২) গায়ন সম্পদ রায়ের ভণিতাযুক্ত। |
| ( ৭৮ ) | শ্রীমদ্ভাগবত | ( ১ ) উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও পরাণচন্দ্র দাস এই দুই জনের কবিতাযুক্ত ( ২৫ ) |

"প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্য" শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ৫ম পৃষ্ঠায়।

( ২৫ ) প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য় অংশ মুনসী আব্দুল করিম সঙ্কলিত।

"চণ্ডীর চরিত রচিয়া সংগীত
দেবকী নন্দনে ভণে।" ( ২৬ )

কবিতাংশ পরিদৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেবকীনন্দের এই প্রকার অনধিকার প্রবেশ লেখক-সংকটেরই অন্যতম প্রমাণ। দেবকীনন্দের এই কবিতা, ( তুল্যরূপ ভণিতাযুক্ত ) ২।৩ খানি হস্তলিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও দেখিয়াছি। দেবকীনন্দনের এই কবিতাটি চণ্ডীর বন্দনা। এই বন্দনাটি অবিকলভাবে একাধিক পদ্মাপুরাণের প্রাচীন হস্তলিপিতে পাইয়াছি। উহাতেও "দেবকীনন্দন ভণে" এই ভণিতাই আছে। ময়মনসিংহের প্রদর্শনীর বিবরণের ৬৭ সংখ্যক হস্তলিপি ভারত সাবিত্রী, সঞ্জয় ও দামগোপের ভণিতাযুক্ত। ৭৭ সংখ্যক বাসুঘোষের নিমাই-সন্ন্যাসে, নরোত্তম দাসেরও ভণিতা আছে ( ২৭ ) কৃত্তিবাসের রামায়ণের উৎকৃষ্ট অংশ অঙ্গদ-রায়বারে কবিচন্দ্র নামধেয় অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতা। কাশীদাসের মহাভারতে নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার প্রক্ষেপের বিষয়" দীনেশবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ( ২৮ ) এই সকল পরিবর্ত্তনাদির বিষয় পাঠ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সংগ্রাহক ও লিপিকরগণের হস্তে প্রাচীন কবিগণের রচনার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই দুর্দ্দশার বিষয়-সম্বন্ধে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন। "যাঁহারা প্রাচীন পুথি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুথিগুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্ত্তী পুথি লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে বাদ দিয়া যান। এই ভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এবং অপরাপর কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতের শৈল্য ও নারীপর্ব্বে ভৃগুরাম দাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে।" ( ২৯ ) প্রাচীন গ্রন্থের ভাষার পরিবর্ত্তনও ঠিক এই ভাবেই ঘটিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু, "জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ" প্রবন্ধের সমালোচনায় প্রাচীন গ্রন্থের ভাষার বিষয়ে লিখিয়াছেন "দু'শত বর্ষের প্রাচীন দুইখানি কৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ দেখিয়াছি। উহার একখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলের লেখা। অপর খানিতে ত্রিপুরাবাসীর হস্তাক্ষর। গ্রন্থখানি এক ব্যক্তির রচনা হইলেও বর্দ্ধমানের পুথিতে রাঢ়ের ভাষার রূপ আর ত্রিপুরার পুথিতে তদ্দেশ প্রচলিত ভাষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি মুকুন্দের জগন্নাথ বিজয় সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। * *

( ২৬ ) প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ ২য় খণ্ড ( কবিকঙ্কণ ) এই কবিতাংশ শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থ "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ( কবিকঙ্কণের কোন শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে গ্রন্থে কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হইল না। )

( ২৭ ) কৃষিশিল্প ও সাহিত্য-প্রদর্শনীর মুদ্রিত বিবরণ ( ময়মনসিংহ )

( ২৮ ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

( ২৯ ) বঙ্গভাষাও সাহিত্য-২য় সংস্করণ ৪২৬ পৃষ্ঠা।

মুকুন্দের জগন্নাথ-মাহাত্ম্যের আর দুইখানি পুথি আমরা পাইয়াছি। সে দুইখানি হইতে কোনও ক্রমে তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার লোক বলা যায় না। বোধ হয়, ময়মনসিংহের কোনও লোক স্বদেশে জগন্নাথ-মাহাত্ম্যগান করিবার জন্য পুথি নকল করিয়া লয় এবং নকল করিবার সময় স্বদেশের লোকের বুঝিবার সুবিধা করিবার জন্য তাহাতে স্বদেশের চলিত শব্দসকল বসাইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া দিয়াছিল। আমার কথিত অপর দুইখানি পুথির লিপিকারের সে প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাহাতে অন্য প্রদেশের ভাষার আভাসও নাই। যাঁহারা হস্তলিখিত পুথি লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারাই জানেন যে, একই গ্রন্থ যত পরবর্ত্তী লেখকের হস্তে লিখিত হইয়াছে, ততই তাহাতে উত্তরোত্তর মার্জ্জিত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।" (৩০) নগেন্দ্রবাবু জগন্নাথ-বিজয়ের লেখক মুকুন্দকে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ময়মনসিংহের অধিবাসী অস্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তির প্রয়োগ দ্বারাই আমি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা-পরিবর্ত্তন-সমস্যার সমাধান ও আসামে প্রচলিত "সুকনাম্নি অথবা সুকবি নারায়ণী" নামক পদ্মাপুরাণকে নারায়ণদেবের বাঙ্গলা গ্রন্থের আসামবাসীগণের উপযোগী পরিবর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই।

সংগ্রাহক ও লিপিকরগণের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে গায়কগণের প্রভাবও নিতান্ত কম নহে। সত্য বটে, গায়কগণের কল্যাণে অনেক প্রাচীন সাহিত্যের আদর আজ পর্য্যন্তও সাধারণের মধ্যে প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে এবং প্রাচীন সাহিত্যের অনেক সম্পদ আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা যদৃচ্ছভাবে নানা গ্রন্থ হইতে কবিতা সংগ্রহ করিয়া মূল গ্রন্থের ধ্বংসের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের উক্ত প্রকার কার্য্যের ফলে প্রাচীন সাহিত্যালোচনা-কার্য্যে জটিলতার পরিমাণ কম বৃদ্ধি হয় নাই। গায়কগণের সংস্রবের পরিমাণ প্রাচীন গ্রন্থের অনেক হস্তলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবদুলকরিম সাহেব তাঁহার প্রাচীন পুথির বিবরণে একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে নিম্নলিখিত কবিতাটী সংযুক্ত আছে।

দিন কত অথান্তরে মন্দাদরি শুনি তারে
ভর্শিলেক অনেক বিধান।
গাএন সম্পদ রায় না কান্দিয় সীতামায়
এবে দুঃখ হইব বিমোচন ॥ (৩১) ২৮২ সংখ্যক

গ্রন্থ রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রামায়ণের হস্তলিপির ন্যায়। পদ্মাপুরাণের হস্তলিপির উপর গায়কগণের প্রভাব অল্প নহে। পদ্মাপুরাণের কবিতায় ইহাদের হস্তাবলেপের প্রমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। পদ্মাপুরাণ-রচকগণের মধ্যে চন্দ্রপতি নিজেই গায়ন ছিলেন। তাঁহার রচিত সকল কবিতার শেষেই তিনি—

(৩০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ৬০।৬১ পৃষ্ঠা।

(৩১) সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ৩।৪ সংখ্যক প্রাচীন পুথির বিবরণ।

গাইল গায়েন চন্দ্রপতি বিষহরির বর।
নেতার সঙ্গে নাম দেখি বলে কবি ভর॥

ইত্যাদিরূপ ভণিতা দিয়া তাঁহার গায়কত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রপতিকে বাদ দিলেও বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কবির রচনাতেই গায়েনের কবিতা প্রক্ষেপের যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের রচনার একস্থলে দেখা যায়, "বিজয়গুপ্ত গায়েন মনসার দাস।" এস্থলে এই "গায়েন" শব্দ সম্বোধন-সূচক বলিয়া না ধরিলে তাহাকে নিজ রচিত কবিতার গায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থের অন্যান্য স্থলে এই ভাবের অন্য যে সকল কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা বিজয়গুপ্তকে গায়ন বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুতেই পারা যায় না। ঐ সকল কবিতায়—

( ১ ) বিজয়গুপ্ত বলে গায়েন হও সাবহিত
পয়ার ছাড়িয়া বল নাচাড়ীর গীত। ৮ পৃঃ

( ২ ) ছাড়িয়া বন্দনা গায়েন গীতে দেও মন
পদ্মাবতার বিহা পালা শুন সর্ব্বজন। ৪০ পৃঃ

( ৩ ) বিজয়গুপ্ত বলে গাইন কৌতুক হইল ভারি। ৮৮ পৃঃ

ইত্যাদি ভাবের সম্বোধন দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে লেখক গায়ক হইলে কখনই এই ভাবের ভণিতার ব্যবহার করিতেন না। উপরোক্ত কবিতাংশসমূহ দেখিয়া বোধ হয়, গ্রন্থ লিখিবার সমকালেই তিনি একজন গীত গায়ককে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন অথবা তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহার গ্রন্থের গায়ক ছিল, যাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি এইভাবে কবিতা রচনা করিয়াছেন। অথবা পরবর্ত্তী কোনও ধুরন্ধর গায়েন যদৃচ্ছাক্রমে কবিতার প্রক্ষেপ দ্বারা বিজয়গুপ্তের মস্তক ভক্ষণ করিয়াছেন। এই মস্তক ভক্ষণের পরিচয় নিম্নোক্ত কবিতায় পূর্ণ প্রকটিত।

(১) গায়েক হয়ে তালধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি॥

(২) গায়েন বন্দি বায়েন বন্দি সঙ্গে পঞ্চ ভাই।
ঘট ছাড়ি রহ যদি শিবের দোহাই॥

এই কবিতাংশদ্বয়ের সামঞ্জস্য-সাধন অনেক চেষ্টাতেও করিতে পারা যায় নাই। এই অংশ পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত এবং লিপিকরের অসাবধানতায় বিকৃত বলিয়াই মনে হয়। দীনেশ বাবু এই অংশের সামঞ্জস্য-সাধনে অপারগ হইয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন ডুবন্ত দিবা-লোক ও উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্য-গগনে মিশিয়া যায়। প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে।(৩২) গায়কগণ পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে

---

(৩২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ ১৩৮ পৃষ্ঠা।

নানা স্থানে নূতন নূতন কবিতাংশসকল সংযুক্ত করিয়া অর্থাগমের নূতন পন্থাবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ সকল পন্থাবলম্বনে আজ পর্য্যন্তও পদ্মাপুরাণের গায়কগণ স্ব স্ব জীবিকারসংস্থান করিতেছে। ঐরূপ কবিতা বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(ক) বিজয়গুপ্ত বলে গায়েন গুণমণি।
মনসা জন্মিলরে গায়েনে দেও খণি॥

(খ) মরেছিল লখিন্দর জিয়াইল পুনি।
লখিন্দরের কল্যাণে গায়েকে দেও খণি॥ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

(গ) আগুমন্ত্র ভাবিয়া লখাইর আঁখিতে দিল চুম্।
উঠিয়া বসিল লখাই ভাঙ্গিল কাল-ঘুম্॥
চতুর্দ্দিকে দেখে লখাই দেবের দেওয়ান।
লজ্জিত হইলা লখিন্দর নাহি পরিধান॥
বিবস্ত্র লখিন্দর নাহিক কাপড়।
বিপুলার আড় হইয়া রহিলা লখিন্দর॥
লখিন্দর রহিলেক লেঙ্গটা হইয়া।
যার যেই বস্ত্র থাকে দেহ ফেলাইয়া॥
লখাই লেঙ্গটা আছে সভার গোচর।
এহি সময় পায় তবে গাঞানে কাপড়॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পদবন্ধ ছাড়ি বলিব লাচাড়ী॥(৩৩)

(ঘ) পূজা সাঙ্গ করি সাধু যজ্ঞে দিলা পূর্ণা।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দিলা ব্রাহ্মণে দক্ষিণা॥
গাঞানে পাইল নেত সুবর্ণ টোপর।
নানারত্ন দান কৈলা রাজা চন্দ্রধর॥(৩৪)

(ঙ) পূজা পাইলা পদ্মাবতী যাহার কল্যাণে।
গায়ানে গাইল গীত বিবিধ বিধানে॥
তাসবাকে বর দেউক দেবী পদ্মাবতী।
পদ্মার চরণে রত রউক সভাপতি॥
যাহার কল্যাণে পূজা পাইলা বিষহরী।
গুণিনে গাইল গীত বহুত বিধান করি॥

(৩৩) চারুমিহির সংস্করণ ৪৪৫ পৃষ্ঠা।
(৩৪) ১২২৫ বঙ্গাব্দের লিখিত পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি।

পদ্মারচরণে যার মন ভক্তি থাকে।
পাপ বিমোচন হইয়া মোক্ষ হয় তাকে ॥
বিপদে পড়ি যে করয়ে স্মরণ।
সম্পদ হয় সে যে আপদ মোচন ॥
কুশলে থাকুক লোক ধর্ম্ম-সভায়।
আজকার মত হইল গায়েন বিদায় ॥
নারায়ণদেবে কয় নরসিংহ-সুতে।
পদ্মাপুরাণ গীত সমাপ্ত এহি মতে ॥
আজি সমাপ্ত হইল পদ্মাপুরাণ।
যেবা গায় যেবা পড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥(৩৫)

এই সকল কবিতা পাঠ করিলে ইহা যে গায়কগণ কর্ত্তৃক পশ্চাৎ সংযোজিত, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার কত মহাত্মার হস্ত-চিহ্নই যে প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আধুনিক সময়েও যে সকল কবিগণের কবিতা খুব জনপ্রিয় ও বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতেও এই প্রকার অভিনব পদ-সংযোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। অকালে পরলোকগত "অগ্রজপ্রতিম সুকবি রজনীকান্তের" দেশ-প্রসিদ্ধ সংগীত "আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোট" সংগীতের শেষে একজন বৈরাগীকে "স্বদেশী ভাণ্ডারে দেও চাল্ একমুঠ" এই পদ-যোজনা করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। গায়কগণ "বিষয়-কর্ম্মের পথ" সুগম করিবার জন্যই বোধ হয় পদ্মা-পুরাণে ঐ প্রকার পদযোজনা করিয়াছিল। এই সকল মহাত্মাগণ কারণ গৌরব-বশাৎ প্রাচীন হস্তলিপিতে যে সমস্ত পাঠ সংযোগ করিয়াছিল "সাত নকলে তাহার আসল খাস্তা" হওয়ায় দীনেশ বাবুর ন্যায় শক্তিশালী লোককেও সত্য-নির্ণয়ে মহাসমস্যায় পড়িতে হইয়াছিল। বিজয়গুপ্তের—

"গায়ক হইয়া তাল ধরে জন্মে নানাজাতি।
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি ॥"

এই কবিতাংশের সামঞ্জস্য-সাধনে অসমর্থ হইয়া দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম্ম নহে। বিজয়গুপ্তের ছদ্মবেশে জয়গোপালগণ ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন, এই গাঢ় ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্ত-স্পর্শে নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে।"(৩৬)

---

(৩৫) ১২১৫ বঙ্গাব্দের লিখিত হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ।

(৩৬) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ ১৬৮ পৃষ্ঠা।

পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে পরিদৃষ্ট নিম্নলিখিত কবিতাগুলিতে লিপিকর-মাহাত্ম্য পূর্ণ-প্রকটিত।

(ক) বোলে চন্দ্রপতি জান সুজান।
দ্বিজ মুকুন্দের হরণ জ্ঞান॥ ৩৪৮ পত্র।(৩৭)

(খ) নারায়ণ দেবের বাণি, বিপুলা কহিলা পুনি,
ভণিলেক বংশীবদন। ৪৪৫ পত্র।

(গ) নারায়ণদেবে কয়, সুকবিবল্লভ হয়,
রচিলেক দ্বিজ বংশীদাস।
৪৯ পত্র। ১২১৫ সনের হস্তলিপি পরগণে পুনরিয়া।

(ঘ) কহে কীর্ত্তি হরিদাস, মনসার নিজ দাস,
পদ্মাবতী হউক সহায়।
তার যত অনুবন্ধ, রচিল লাচাড়ি ছন্দ,
শ্রীপুরুষোত্তম ঘোষে গায়।
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ২২০ পৃষ্ঠা।

লিপিকরগণ নানাভাবে আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থ-পত্রে রক্ষা করিয়াছেন। পদ্মাপুরাণের দুইখানি হস্তলিপিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে নিম্নোক্ত কবিতাংশ পাওয়া গিয়াছে।(৩৮)

নরহরি তনয় যে নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণীদেবী মাতা॥
লেখক যামিনীকান্ত দাস ভাগ্যবান্।
পদ্মাগীত লিখিতে সময় কৈলা দান॥

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীতে—

দেবগ্রাম-নিবাসী শ্রীকাশীনাথ সুতে।
শ্রীচণ্ডীচরণ যে লিখিছে স্বহস্তে॥
রুদ্র-গ্রহ-গ্রহ সন মাঘী সেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে॥
প্রাচীন পুথির বিবরণ, ২২ সংখ্যক গ্রন্থ।(৩৯)

আব্দুল করিম সাহেব তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিবরণীর ৩০৬ সংখ্যক হস্তলিপি জয়দেব দাস প্রণীত "পদ্মলোচন-বধ" নামক গ্রন্থের শেষে—

(৩৭) ১১৪৭ সনের হস্তলিপি পরগণে সুসঙ্গ।
(৩৮) চারুমিহিরের সংস্করণ।
(৩৯) মুন্সী আব্দুল করিম সংগৃহীত।

জয়চন্দ্র কপি কহে এইমাত্র সার।
রাম বাণে সর্গে যাইব মহিমা অপার॥
কহে শ্রীফকিরচন্দ্র দাস, শ্রীরামচরণে আস,
অন্তকালে রাখিবা চরণে।

এই কবিতাংশ প্রাপ্ত হইয়া লিখিয়াছেন—"উদ্ধৃত প্রবন্ধে বোধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে দেবস্থলে ছন্দ লিখিয়া ফেলিয়াছেন, লিপিকরের কি দুর্লোভ যে, তিনিও গ্রন্থ-শেষে নামের একটি ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এরূপে প্রাচীন সাহিত্যের কত মহাজনেরই নাম বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে পরস্বাপহারকদের নাম বিঘোষিত হইতেছে কে বলিবে।(৪০) আব্দুল করিম সাহেব উপরোক্ত অংশে লেখকের যে ভুল অনুমান করিয়াছেন, তাহা আমার মত সমীচীন বোধ হয় না। কারণ লেখকের নিজের নাম ভুল হওয়া কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না, উহা ফকিরচন্দ্র বা তজ্জাতীয় অন্য কাহারও কীর্ত্তি হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা*। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, একখানি প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এই প্রকার ভণিতা পাইয়াছি।

"কহে কবি গঙ্গানন্দী লেখক শ্রীকরনন্দী।"

এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকরনন্দীই বা এ স্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির আলোচনায় নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের উদয় হয়। অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেয়া ভিন্ন অনেক সময়ই পথ আবিষ্কারের অন্য উপায় দেখা যায় না।(৪১) লেখকের এই প্রকার দুর্লোভ বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ বঙ্গসাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছে। সংস্কৃত হস্তলিপিতে লেখক মাহাত্ম্যের ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত হস্ত-লিপির বিবরণ হইতে ঐরূপ দুই একটি স্থল দৃষ্টান্তস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের আপাততঃ উপসংহার করিতেছি। সংস্কৃত কলেজের প্রকাশিত বিবরণীর ৯৩ সংখ্যক গ্রন্থ "বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী" ও ৯৮ সংখ্যক গ্রন্থ "ভট্টি জয়মঙ্গল-টীকা" নামক গ্রন্থের হস্তলিপির শেষে লিপিকরের কৃতিত্বের নিম্নলিখিত কবিতা সংযোজিত হইয়াছে।(৪২)

(১) শাকে বেদ হুতাশ সিন্ধু শশভৃন্মানে মুনীন্দ্রাংশকে।
রাধে কৃষ্ণ তৃতীয়য়া কুজদিনে তিথ্যা প্রভোরাজ্ঞয়া॥
ইংরাজাক্ষর বাচকাঠ লিখনার্থং বৈ সমা লেখি সা।
বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী সুকবিতা ষট্শাস্ত্র সম্বা (বা ?) দিনী॥

(৪০) আব্দুল করিম সাহেব সঙ্কলিত প্রাচীন পুথির বিবরণ।
(৪১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪৭ পৃষ্ঠা।
(৪২) Discriptive Catalogue of the Sanskrit manuscripts, vol vi. Kaby mass, page 70 and 74.

* জয়ছন্দ—জয়চন্দ্র—জয়চাঁদ হওয়ারই সম্ভাবনা। লেখকের হস্তে চন্দ্র বা চাঁদ ছন্দ এবং কবি কপির আকার ধারণ করিয়াছে।— সম্পাদক।

যদাজ্ঞাবর্ত্তিনা গ্রন্থো লিখিতোঽয়ং দ্বিজন্মনা।
শ্রীরামলোচনাখ্যেন তস্যবাণী প্রসীদতু॥
বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী ৯১ সংখ্যক গ্রন্থ।

(২) গজ-বেদাদ্রি ভূশাক পৌষেমাসি সিতেদলে।
প্রতিপদ শুক্রবারে চ মাধবরামেন লিখিতং॥
ভট্টিকাব্য জয়মঙ্গল টীকা ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিলেখক, সংগ্রাহক, সংশোধক-লিপিকর প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছি তাহার মীমাংসা ভার সুধীসমাজের উপর অর্পণ-পূর্ব্বক আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ইহার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমি পদ্মাপুরাণের ভিন্ন ভিন্ন পৌর্ব্বাপর্য্য-অনুসারে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য চেষ্টা করিব। শতাধিক প্রাচীন হস্তলিপি, বহুসংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ, পদ্মাপুরাণ-সম্বন্ধের বিবিধ প্রবন্ধাদি পাঠ দ্বারা আমি এ পর্য্যন্ত ৭৬ জন পদ্মাপুরাণ-লেখকের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের মধ্যে কয়েকজনের বিস্তৃত গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইয়াছি। আর অনেকেরই বিচ্ছিন্ন-পদসমূহের পরিচয় পাইয়াছি। ক্রমে সে সকলের আলোচনা করিব। যে ৭৬ জন লেখকের নাম আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। (৪৩) নিম্নলিখিত ৫৯ জনের নাম দীনেশবাবু তাঁহার তৃতীয় সংস্করণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ৩য় সংস্করণে উল্লেখ করিয়াছেন। দীনেশবাবু ঐ সকল নাম কোথায় কি ভাবে পাইয়াছেন, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই।

১। কাণাহরিদত্ত
২। নারায়ণদেব
৩। বিজয়গুপ্ত
৪। রঘুনাথ
৫। যদুনাথ পণ্ডিত
৬। বলরাম দাস
৭। জগন্নাথ সেন
৮। বংশীধর
৯। দ্বিজ বংশীদাস
১০। বল্লভঘোষ
১১। বিপ্রহৃদয়
১২। গোবিন্দদাস
১৩। গোপীচন্দ্র
১৪। বিপ্র জানকীনাথ
১৫। দ্বিজ বলরাম
১৬। কেতকাদাস
১৭। ক্ষেমানন্দ
১৮। অনুপচন্দ্র
১৯। রাধাকৃষ্ণ
২০। হরিদাস

(৪৩) লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বর্ত্তমান শ্রীহট্টের অন্যতম সব্-ডিপুটী-কালেক্টর শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, মহাশয় ময়মনসিংহের "সৌরভ" পত্রিকার প্রকাশার্থ প্রেরিত পদ্মাপুরাণ বিষয়ক প্রবন্ধে শ্রীহট্ট জেলার উদিয়মান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীহট্ট জেলায় ৮২ জন মনসাদেবীর গীত-লেখকের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। ইহাদের নামগুলির উল্লেখ না করায় বর্ত্তমানে আলোচনার সুবিধা হইল না। আশাকরি বিরজাবাবু অথবা রজনীবাবু সত্বরই সে অভাব বিদূরিত করিবেন।

২১। কমলনয়ন
২২। সীতাপতি
২৩। রামনিধি
২৪। কবি চন্দ্রপতি
২৫। গোলকচন্দ্র
২৬। কবিকর্ণপুর
২৭। জানকীনাথ দাস
২৮। বর্দ্ধমানদাস
২৯। ষষ্ঠিবর সেন
৩০। গঙ্গাদাস সেন
৩১। রামবিনোদ
৩২। আদিত্য দাস
৩৩। কমললোচন
৩৪। কৃষ্ণানন্দ
৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস
৩৬। গুণানন্দ সেন
৩৭। জগৎবল্লভ
৩৮। বিপ্র জগন্নাথ
৩৯। জগমোহন মিত্র
৪০। জয়দেব দাস
৪১। দ্বিজ জয়রাম
৪২। নন্দলাল
৪৩। বাণেশ্বর
৪৪। মধুসূদন দে
৪৫। বিপ্র রতিদেব
৪৬। রতিদেব সেন
৪৭। রমাকান্ত
৪৮। দ্বিজ রসিকচন্দ্র
৪৯। রাজা রাজসিংহ ( সুসঙ্গ )
৫০। রামচন্দ্র
৫১। রামজীবন বিদ্যাভূষণ
৫২। বিপ্র রামদাস
৫৩। রামদাস সেন
৫৪। দ্বিজ বনমালী
৫৫। বনমালী দাস্
৫৬। বিপ্রদাস
৫৭। বিশ্বেশ্বর
৫৮। বিষ্ণুপাল
৫৯। সুকবিদাস
৬০। সুখদাস
৬১। সুদাম দাস
৬২। দ্বিজ হরিদাস

উপরোক্ত তালিকার অতিরিক্ত তিনটি নাম দক্ষিণাবাবুর তালিকায় পরিদৃষ্ট হয়।

৬৩। বিশ্বনাথ
৬৪। শিবানন্দ
৬৫। গুণাকর

আমার নিজ সংগৃহীত হস্তলিপিতে উপরোক্ত তালিকার অতিরিক্ত নিম্নলিখিত ৮ জনের নাম আছে।

৬৬। রতিনাথ
৬৭। দ্বিজ রঘুরাম
৬৮। দ্বিজ রত্নেশ্বর
৬৯। দ্বিজ মনোহর
৭০। গুরুদাস
৭১। রামনাথ
৭২। হরিবল্লভ
৭৩। মহেশ

মালদহের হরিদাস পালিত মহাশয় তাঁহার "আদ্যের গম্ভীরা" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত তিন জন লেখকের নাম করিয়াছেন, ইহাদের সকলেরই গ্রন্থ মালদহে প্রচলিত।

৭৪। তন্ত্রবিভূতি
৭৫। জগজ্জীবন
৭৬। বিপ্রদাস

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## কামরূপ-শাসনাবলী—৭

# ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

আজ প্রায় ৭ বৎসর হইল এই তাম্রশাসনখানি আসাম-প্রত্নতত্ত্বপারদর্শী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। ইহার আবিষ্কার-সম্বন্ধে উক্ত গোস্বামী মহাশয় হইতে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা এই। গৌহাটির উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরকূলে পুষ্পভদ্রা নামক একটি ক্ষুদ্র নদী আছে—হেমন্তকালে উহার গর্ভভাগ শুষ্ক হইয়া যায়; তাহাতে গো-মহিষাদি চরিয়া থাকে। একদিন একটা মহিষের খুরাঘাতে মাটীতে একটুকু সামান্য গর্ত্ত হওয়াতে অঙ্গুরীয়াকারের খানিকটা কিছু দেখা গেল। গোরক্ষক তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দেখিল তিনখানি তামার পাত অঙ্গুরীয়কদ্বারা গ্রথিত রহিয়াছে এবং অঙ্গুরীয়কের অগ্রভাগে হাতার মুখের আকৃতি একটা সিল-মোহর রহিয়াছে; তাহাতে একটি হস্তিমূর্ত্তি খোদিত আছে।

দুই এক হাত ঘুরিয়া অবশেষে ইহা উপযুক্ত স্থলেই পৌঁছিল। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহা দেখিয়াই তাম্রশাসন বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে বলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানি দেখিয়াছিলেন এবং তাহার কিছুটা পাঠও করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রাচীন-লিপিসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশী অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল তৎসাহায্যে তিনি অল্পে অল্পে ইহার সমস্তই অপর কোনও ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তখন আমি গৌহাটি-সাহিত্যানুশীলন-সভার অধ্যক্ষ ছিলাম। এই শাসনের খবর পাইয়া হেমবাবুর সঙ্গে ইহার আলোচনা করিয়াছিলাম এবং ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত হেমবাবু সানুবাদ এই শাসনখানি গৌহাটি-সাহিত্যানুশীলন-সভার দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনবিশেষে পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কোনও অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কর্ত্তৃক পঠিত হইবার কথা ছিল—বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু দৈববশতঃ তাহা হইতে পারে নাই।

যাহা হউক এই শাসনখানির বার্ত্তা এইরূপে প্রচারিত হওয়াতে ইহা নানা প্রবন্ধে উল্লেখিত হইয়াছে।* এবং যদিও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কারণ-বিশেষে এতদিন ইহা কোনও পত্রিকায় স্বয়ং প্রকাশ করিতে পারেন নাই তথাপি সম্প্রতি তিনি এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকাতে ইহা ইংরাজী অনুবাদ ও সমালোচনাসহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরাও এই শাসনখানি বঙ্গানুবাদসহ আমাদের স্বীয় সমালোচনা প্রকাশিত করা সঙ্গত মনে করিলাম।

এই শাসন-প্রদাতা রাজার নাম ধর্ম্মপাল, পিতার নাম হর্ষপাল, পিতামহের নাম গোপাল।

---

* মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে কর্ত্তৃক পঠিত "প্রাচীন কামরূপ" প্রবন্ধে—৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক লিখিত "গৌহাটির নূতন তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধে এবং মল্লিখিত "কামরূপ-রাজমালা" প্রবন্ধে।

ইনি আপনাকে নরক-ভগদত্তের বংশজ বলিয়া শাসনে পরিচয় দিয়াছেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে ব্রহ্মপালের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপালের দুইখানি এবং প্রপৌত্র ইন্দ্রপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা সর্ব্বপ্রথম ডাঃ হর্ণলি কর্ত্তৃক বঙ্গীয়-এশিয়াটিক্-সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হয়। তৎপর এই লেখককর্ত্তৃক রঙ্গপুর-পরিষদের অধিবেশনবিশেষে পঠিত হইয়া এই পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা হউক ইনি যে ব্রহ্মপাল, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতির পরবর্ত্তী ইহা শাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। কেবল ইনি নহেন ইঁহার পিতামহ গোপাল এবং পিতা হর্ষপালও তাঁহাদের পরবর্ত্তী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় * প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই শাসনের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি এই ধর্ম্মপাল ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কামরূপ-রাজমালা প্রবন্ধে† আমি তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ-পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছি যে, ধর্ম্মপাল অনুমান ১২শ শতাব্দীর লোক হইবেন। এস্থলে সুতরাং সেই বিচার করিব না।

বঙ্গের এক ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন বহুদিন হইল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই কামরূপের ধর্ম্মপালের কোন সম্পর্ক নাই—তবে একটু সাদৃশ্য এই দেখা যায় যে, কামরূপের ধর্ম্মপালের পিতামহ "গোপাল" ছিলেন—বঙ্গের ধর্ম্মপালের পিতৃনাম গোপাল।

কামরূপে অপর এক ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের কথা প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বনমালদেবের তাম্রশাসন এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইবার সময় আসামের তদানীং গভর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট জেনারেল জেঙ্কিন্স লিখিয়াছিলেন—‡

"A similar grant of two plates was lately produced by a Brahmin in the Kamrup courts * * * it was a Burmottar by Darmapal in the year 36 without any mention of what era, to these Brahmins, and detailed the boundaries of the grant. That inscription was not very legible, the letters in some places being much rubbed * * *"

এই ধর্ম্মপাল সেই ধর্ম্মপাল নহেন, তাহার অন্য প্রমাণ না থাকিলেও ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, এই সমালোচ্য শাসনে ৩৬ অঙ্কের কোনও উল্লেখ নাই।

এই ভূপতির শাসনে দুইবার পাল শব্দের উল্লেখ আছে—"শ্রীহর্ষপাল ইতি পালকুলপ্রদীপ" (৫ম শ্লোক), এবং "পালাম্বয়াম্বুজরবিঃ কবিচক্রবালচূড়ামণিকলিতসর্ব্বকলাকলাপঃ

---

* ১৩১১ প্রথম সংখ্যা (১১শ ভাগ)

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২০ তৃতীয়সংখ্যা ১৮৯—১৯৪ পৃঃ।

‡ এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীধর্ম্মপালো নৃপতিঃ" (৮ম শ্লোক); আবার স্থানান্তরে আছে, "কামরূপনগরে নৃপোঽভবদ্ধর্ম্মপাল ইতি সান্বয়াহ্বয়ঃ।" অথচ ইনি যে নরক-ভগদত্ত ব্রহ্মপালাদির বংশজাত তাহা স্পষ্টই এই শাসনে রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক।

রত্নপালের তাম্রশাসনে এবং ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে 'পালকুল' বা 'পালান্বয়ের" কোনও কথা নাই। রত্নপালের তাম্রশাসনে বরং একথা আছে যে, সালস্তম্ভ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-রাজগণ একবিংশতি জন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গেলে পরে তাঁহাদের সন্তানসন্ততির অভাবে প্রজারা রত্নপালের পিতা ব্রহ্মপালকে নরকবংশীয় জানিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত করে।*

তবে এই ধর্ম্মপাল নিজকে ব্রহ্মপালাদির বংশজ বলিয়াও পালবংশের কথা পাড়িলেন কিরূপে? আমাদের বোধ হয় ব্রহ্মপাল, রত্নপাল, পুরন্দরপাল ও ইন্দ্রপাল তৎপর গোপাল, হর্ষপাল এবং ধর্ম্মপাল এইরূপ ক্রমান্বয়ে কয়েকপুরুষ পর্য্যন্ত "পাল" শব্দটি থাকায় গৌড়ে পালোপাধিক নৃপতিগণের অনুকরণে এই কামরূপ-নৃপতিও আপনাকে পালবংশীয় বলিয়া খ্যাপিত করাটা গৌরবজনক মনে করিয়াছিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, যেমন আজকাল দেখাযায়, একই মূলপুরুষের দুই শাখাতে ভিন্ন ভিন্ন কৌলিক উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক কেহ 'রায়বংশ', কেহ 'চৌধুরীবংশ' ইত্যাদি হইয়া পড়িয়াছেন, এই পালবংশও তাদৃশ; ব্রহ্মপাল নরকবংশের যে শাখায় উৎপন্ন সেই শাখার ব্যক্তিগণ "পাল" এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। ফলতঃ 'পাল' একটি রাজোচিত বিশেষণপদ মাত্র। 'পালয়তি ইতি পালঃ'; রাজা তাই 'ভূপাল' 'ক্ষিতিপাল' নামে খ্যাত।

এপর্য্যন্ত কামরূপের প্রাচীন ভূপতিগণের যত তাম্রশাসন আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভাস্করবর্ম্মার শাসনখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। তবে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন এতদপেক্ষাও অর্ব্বাচীন বটে। কিন্তু ঐ শাসনখানি কামরূপের ভূমি-সম্বন্ধীয় হইলেও ইহা কামরূপ রাজবংশের কোনও ভূপতিকর্ত্তৃক প্রদত্ত না হওয়াতে কামরূপ-শাসনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

অতএব কামরূপ শাসনাবলীর আলোচনা সম্প্রতি এখানেই শেষ হইল।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* এবং বংশক্রমেণ ক্ষিতিমথ নিখিলাং ভুঞ্জতাং নারকাণাং
রাজ্ঞাং ম্লেচ্ছাধিনাথো বিধিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যম্।
সালস্তম্ভঃ ক্রমেঽস্যাপি হি নরপতয়ো বিগ্রহস্তম্ভমুখ্যাঃ
বিখ্যাতাঃ সংবভূবুর্দ্বিগুণিতদশতাসংখ্যয়া সংবিভিন্নাঃ॥
ত্রিব্বংশং নৃপমেকবিংশতিতমং শ্রীত্যাগসিংহাভিধং
তেষাং বীক্ষ্য দিবং গতং পুনরহো ভৌমো হি নো যুজ্যতে।
স্বামীতি প্রবিচিন্ত্য তৎপ্রকৃতয়ো ভূভাররক্ষাক্ষমং
সাগস্ত্যাৎ পরিচক্রিরে নরপতিং শ্রীব্রহ্মপালং হি বঃ॥

রত্নপালের তাম্রশাসন ৯ম ও ১০ম শ্লোক।
(রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২২।১ সংখ্যা)।

কামরূপ-শাসনাবলী—৭

# ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন

## ( প্রথম ফলক )

১ স্বস্তি। শ্রীমান্ স ক্রোড়রূপো (১) জয়তি বসুমতীমণ্ডলালীঢ়দংষ্ট্রঃ
পোত্রোৎকীর্ণাদ্রিচক্রঃ খুরযুগ
২। শিখর ক্ষুণ্ণ (২) পাতালপঙ্কঃ।
বেগব্যাক্ষিপ্ত (৩) বিশ্ব-প্রলয়জপবনৈর্যস্য (৪) নিশ্বাসবাতৈ
ভূ‍র্য়োভূয়ঃ (৫) প
৩। তাম্যত্তিমিমকরকুলাঃ পীতমুক্তাঃ সমুদ্রাঃ ॥১
আসীন্নৃপো নরক ইত্যবনিপ্রসূতঃ *
সূনুর্ব্বরাহব
৪। পুষো (৬) গরুড়ধ্বজস্য।
তস্মাদ্বভূব ভগদত্ত ইতি প্রসিদ্ধঃ *
রাজন্যচক্রপরিচুম্বিতপাদপদ্মঃ ॥২
ত
৫। স্মিন্নেব মহান্বয়ে (৭) নয়নিধৌ শ্রীব্রহ্মপালাদয়ো
ভূতা যে নৃপপুঙ্গবাঃ কথয়িতুং তেষাং গু
৬। ণান্ কঃ ক্ষমঃ।
যেনাস্মাকমদৃষ্টপারমহিমোপাখ্যানমূঢ়াত্মনাং
জিহ্বৈকা ন সহস্রধা স
৭। বচসি প্রজ্ঞাপি বা হৃষ্যতি (৮) ॥৩
তদ্বংশে নৃপতির্ব্বভূব (৯) নয়বান্ ধর্ম্মে নিবদ্ধাদরঃ
শ্রীগোপা

* চিহ্নিত স্থলে ':' বিসর্গ ছিল না ; যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১) মূলে আছে 'রূপো'। (২) মূলে আছে 'খুণ্ণো। (৩) মূলে আছে 'ব্যাক্ষিষ্ট'।

(৪) মূলে আছে 'প্রয়জপবনৈ যস্য'। (৫) মূলে আছে 'বাতৈ ভূয়োভূয়ঃ'।

(৬) মূলে আছে 'বপুসো'। (৭) মূলে আছে 'মাহাম্বয়ে'। (৮) মূলে আছে 'হৃষ্যাতিঃ'।

(৯) মূলে আছে 'তদ্বঙ্শে নৃপতি বভূব'। (১০) মূলে আছে 'ক্ষয়াৎ'।

৮। ল ইতি প্রতাপদহনপ্লুষ্টদ্বিষৎকাননঃ।

যস্তাস্তাপি সুধাসহোদরগুণগ্রামোপরুদ্ধা (১০)

৯। ত্তিঃ

স্বর্গঙ্গা গুণহংস (১১) সঙ্গরাজিতৈঃ কৈরিবোপম্নৃতা (১২) ॥৪

পত্নী বভূব নৃপতে

১০। র্নয়না(১৩)ভি ধান

তস্য প্রসিদ্ধ (১৪) মহসো মহনীয়কীর্ত্তিঃ।

তাভ্যাং মজায়ত জগত্রয়গীতকী

১১। র্ত্তিঃ

শ্রীহর্ষপাল (১৫) ইতি পালকুলপ্রদীপঃ ॥৫

তস্মান্নৃপো ভুবন (১৬) গীতগুণাভিরামো

ধর্ম্মৈকদত্ত (১৭)

১২। হৃদয়োজনি ধর্ম্মপালঃ।

যস্মিন্ মুখাম্বুরুহকোষরজোভিবাস (১৮)

লুব্ধেব বাগ্ভগব

১৩। তী চিরমধ্যুবাস (১৯) ॥৬

হে ভাবিনো নৃপতয়ঃ প্রণয়েন যাচ্ঞা

শ্রীধর্ম্মপালনৃপতেঃ শৃণুতে

১৪। তি যূয়ম্।

বিদ্যুচ্ছটাচপলরাজ্যমৃষাভিমান

ত্যাজ্যঃ * (২১) কদাচিদপি তিগ্মমুখো ন ধর্ম্মঃ ॥৭

১৫। পালাম্বরাম্বুজরবিঃ কবিচক্রবাল

চূড়ামণিঃ * কলিতসর্ব্ব (২২) কলাকলাপঃ।

শ্রীধর্ম্মপাল (২৩)

(১১) মূলে আছে 'স্বর্গঙ্গাং গুরুহংস'। (১২) মূলে আছে 'ম্নৃতাং'।

(১৩) মূলে আছে নৃপতে নয়না'। (১৪) মূলে আছে 'তস্যাপ্রসিদ্ধি'।

(১৫) মূলে আছে 'শ্রীহর্ষমাল'; কিন্তু 'গোপাল' ও 'ধর্ম্মপালে'র সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য 'পাল' করা গেল।

(১৬) মূলে আছে 'তস্মানৃপোভবন'। (১৭) মূলে আছে 'ধর্ম্মৈকদত্ত'।

(১৮) মূলে আছে 'রাস'। (১৯) মূলে আছে 'মধ্বাস'।

(২০) মূলে আছে 'প্রহেণ'। (২১) মূলে আছে 'মৃষাভিমনঃ ত্যাজ্য'।

(২২) মূলে আছে 'সর্ব্ব'। (২৩) মূলে আছে 'ধর্ম্মপল'।

## ( দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা )

১। নৃপতি গুর্ণরত্নসিন্ধু

য়েতাং প্রশস্তিমকরোদবদাতকীর্ত্তিঃ ।৮

স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষা(২৪)ধিপত্যসংখ্যাতাপ্রতিহ

২। তদ গুক্ষয়িতাশেষ(২৫)রিপুপক্ষশ্রীবারাহপরমে

শ্বর (২৬) পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ (২৭) শ্রীমদ্ধর্ম্মপালব

৩। র্ম্মদেবপাদাঃ কুশলিনঃ (২৮) ॥০॥ শ্রীমধুসূদনসংক-

গুহেশ্বরদিগ্‌ডোলবৃদ্ধগ্রামভূমৌ

৪। যথাযথসমুপস্থিতবিষয়করণব্যাবহারিক

প্রমুখজনপদান্ রাজরাজ্ঞীরাণকাধিকৃতানন্যানপি

৫। রাজন্যক (২৯) রাজপুত্ররাজবল্লভপ্রভৃতীন্ যথাকাল

ভাবিনো পি সর্ব্বান্ মাননাপূর্ব্বকং সমাদিশস্তি বিদি

৬। তমস্তু ভবতাং ভূমিরিয়ং বাস্তুকেদারস্থলজল

গোপ্রচারাবস্করাধ্যুষিতা (৩০) যথাসংস্থা স্বসীমাপর্য্যস্তা

হস্তিবন্ধ

৭। নৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণদাগুপাশিকোপরিকরনানা

নিমিত্তোৎখেটনাদিহস্ত্যশ্বোষ্ট্র (৩১) গো

৮। মহিষাজাবিকপ্রচারজলস্থলপ্রভৃতিবিনিবারিত (৩২)

সর্ব্বপীড়া শাসনীকৃত্য।

৯। খ্যাতিপুষ্ণভিধমস্তি স দ্বিজ

ব্রাজভূষণমধর্ম্মদূষণম্।

গ্রামরত্ন মতিযত্ননির্ম্মিতং

ধর্ম্মম

(২৪) মূলে আছে 'প্রাগ্‌জোতিষা'।

(২৫) মূলে আছে 'ক্ষয়িতাসেস'। (২৬) মূলে আছে 'পরমেশ্বর'।

(২৭) মূলে আছে 'মহারাধিরাজ'। (২৮) মূলে আছে 'কুষলিনঃ'। (২৯) মূলে আছে 'রাজন্নক'।

(৩০) মূলে আছে 'স্থলজগোপ্রচারাবস্করাধ্যুসিতা'।

(৩১) মূলে আছে হস্তিশ্বোষ্ট্র ( এই পাঠের অর্থ 'হস্তী কুকুর, উষ্ট্র' হয়। কিন্তু বোধ হয় ইহা শাসনের অভিপ্রেত নহে )।

(৩২) মূলে আছে 'প্রভৃতিনিবিনিবারিত'।

১০। ন্দির মিব প্রজাস্বজা (৩৩) ॥১

হোমধূমবলয়ে বিয়দন্তে

যজ্বনাং ক্রতুষু কালিকাভ্রমাং।

১১। যত্র তম্বরমকাণ্ডতাণ্ডবে

তেনুরুন্মুখশিখাঃ শিখণ্ডিনঃ॥২

দ্বিজানাং সদ্ধর্ম্মপ্রথমপথিকানা(৩৪)ম

১২। সুদিনং

ত্রিসন্ধ্যং স্নানার্থং প্রশমজপপাপক্ষয়কৃতাম্।

চতুর্ব্বেদীপাঠধ্বনি রতনু বাচালয়তি যৎ

১৩। যমীগঙ্গাসঙ্গোচ্ছলিত (৩৫) জলকল্লোলবহলঃ ॥৩

মাধ্যন্দিন যজুর্ব্বেদি (৩৬) সুরমৌদ্গল্যগোত্রজাঃ

তস্মু

১৪। রৌতথ্যমৌদ্গল্যাঙ্গিরসপ্রবরা দ্বিজাঃ ॥৪

গোষ্ঠেষু ধামসু বনেষু চতুষ্পথেষু

রথ্যাসু বীথিষু (৩৭) মঠে

১৫। ষু সুরালয়েষু।

অত্যাপি পিণ্ডতরলব্ধসুধাসনাভো

বিশ্বানি যদ্গুণগণো মুখরী

১৬। করোতি ॥৫

তদ্বংশা(৩৮)দজনিষ্ট শিষ্টচরিতো বিপ্রেশ্বরো ভাস্বরো (৩৯)

লক্ষ্মীবার(৪০)রবাহনাহ্বয়

(৩৩) মূলে আছে 'প্রজাস্বজং'।

(৩৪) মূলে আছে 'প্রথপথিকানা'।

(৩৫) মূলে আছে 'সঙ্গোৎসলিত'।

(৩৬) মূলে আছে 'যজুর্ব্বেদী'।

(৩৭) মূলে আছে 'বীথাযু' (ইহা অশুদ্ধ নহে, তবে ইহাতে ছন্দোভঙ্গ হয়)।

(৩৮) মূলে আছে 'তদ্বংসা'।

(৩৯) মূলে আছে 'ভাস্বরঃ' ইহা যে না হইতে পারে তাহা নহে; তবে 'বিপ্রেশ্বর' শব্দের সঙ্গে অনুপ্রাস জাঁকাল হয় না।

(৪০) মূলে আছে 'লক্ষ্মীবার'।

( দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা )

১। স্মৃতঃ সম্যক্ কলাভিমূর্ত্তঃ।
মীমাংসানয়মাংসলীকৃতমতি শ্চাণকমাণিক্যো ভূ
দ্বংশোত্তম

২। পিঃ শ্রুতিস্মৃতিপথপ্রস্থানপান্থব্রতঃ ॥
জীবাভিধা রুচিররূপধরাথ কন্যা
ধন্যাকৃতির্বিমলবংশভবা (৪১) বভূব।

৩। তস্যাঃ করেণ স করং স্বগৃহে গৃহস্থ
ধর্ম্মায় কঙ্কণধরং ধৃতকঙ্কণেন ॥৭
আচার চারুচরিতো

৪। হরিতো গুণৌঘৈঃ (৪২)
সর্ব্বস্বদাননিরতো বিরতো বিমার্গাৎ।
তাভ্যাং বভূব তনয়ো বিনয়োপপন্নো ধন্যো

৫। তি সুন্দরতনুঃ সুতনুঃ প্রসিদ্ধঃ॥৮
সৌভাগ্যরত্নগিরিবিক্রমবল্লবল্লী
লাবণ্যপঙ্কভববালমৃণা

৬। লযষ্টিঃ
আনন্দকন্দলতিকা মৃগশাবনেত্রা
নেত্রাভিধা কিল বভূব তদীয়পত্নী ॥৯
তাভ্যাং সুতঃ

৭। সকলবিপ্রকুলপ্রদীপঃ
শ্রীমান্ বভূব মধুসূদননামধেয়ঃ।
যো বাল্যতঃ প্রভৃ

৮। তি মাধবপাদপদ্ম
পূজাপ্রপঞ্চরচনাং রুচিরাং (৪৩) চকার ॥১০
তস্যানবপ্রণয়ভাগথ ধর্ম্মভার্য্যা
না

---

(৪১) মূলে আছে 'বংশভরা'।
(৪২) মূলে আছে 'গুণোঘৈঃ'।
(৪৩) মূলে আছে 'রচনারুচিরং' ( রুচিরং ক্রিয়াবিশেষণ করা যায় )।

৯। যাাকৃতিঃ শতধৃতে (৪৪) রচনৈব কাপি।
উত্রস্ত (৪৫) বালহরিণীচলনেত্রপত্রা
পত্নেতি ফুল্লশতপত্র

১০ সখী বভূব ॥১১
কামরূপনগরে নৃপোঽভব
দ্ধর্ম্মপাল ইতি সাহয়াহ্বয়ঃ।
যস্যকীর্ত্তিবরটা জগজ্জরৎ
প

১১। প্রয়োদরগতা স্ম (৪৬) রাজতে ॥১২
দিগ্‌ডোলসংযুতগুহেশ্বরনামধেয়াং
তস্মৈ দদৌ দশসহস্রভ

১২। বাং ভুবং সঃ।
শ্রীধর্ম্মপালনৃপতিঃ (৪৭) প্রগুণাবদাত
চিত্তায় শাসনতয়া মধুসূদনায় ॥১৩

১৩। নালংকৃতিজ্ঞস্বকবিত্বশব্দ
বিত্তা (৪৮) দিতঃ শ্রীঅনিরুদ্ধনামা।
সদম্ববায়স্তুতিপু

১৪। প্যালোভাৎ
প্রশস্তিমেনাং রচয়াং চকার ॥০॥১৪
তক্ষকার (৪৯) শ্রীবিনলেন খনিতমিতি।০।

১৫। পূরজিবিষয়াস্তঃপাতি (৫০) ধান্যদশসহস্রোৎ
পত্তিকগুহেশ্বরদিগ্‌ডোলবৃদ্ধগ্রামভূম্য
পকৃষ্টা + + (৫১)

( তৃতীয় ফলক )

১। অস্যাঃ (৫২) সীমা পূর্ব্বেণ নোকডেব্বরীপাল
গোবাড়ভোগঅলিণাক্ষেত্রভূসীম্নি ক্ষেত্রালিঃ (৫৩) * *

(৪৪) মূলে আছে 'সংধৃতে'। (৪৫) মূলে আছে 'উত্রস্ত'। (৪৬) মূলে আছে 'প্রমাস্ত'।
(৪৭) মূলে আছে 'নৃপতিং'। (৪৮) মূলে আছে 'বিত্তা'। (৪৯) মূলে আছে 'তথকার'
(৫০) মূলে আছে 'পাতী'। (৫১) এই স্থানে কয়েকটি অক্ষর ক্ষয় পাইয়াছে বোধ হয়।
(৫২) এখানেও 'অ' অক্ষরটি ( অন্ততঃ ) লোপ পাইয়াছে।
(৫৩) এখানে 'ক্ষেত্রা' পর্য্যন্ত পড়া যায়।

২। * * (৫৪) গোদক্ষিণগা তত্তুসীম্নি সোব্বড়িপুষ্করিণী
পশ্চিমপাটা খগ্ গালিঃ। চম্যলাজোপী

৩। পশ্চিমকূলানি পূর্ব্বগা জোগল্লনদী দক্ষিণ
কূলং। দক্ষিণগা তত্তুসীম্নি নেক্কা

৪। দেউলি সিক্গডিজোল্যো। পূর্ব্বদক্ষিণেন (৫৫)
বাদিজ্জুরতিভূড়ী। দক্ষিণেন নেক্কশর্ম্মা তস্য

৫। দক্ষিণপশ্চিমেন খগ্গালিঃ। পশ্চিমেন
অবক্কিকৈবর্ত্তানাং(৫৬)হকুক অবঞ্চভূসী

৬। ম্নি। থৈসাভোত্তিচাকোজাণ। পারলি
মুণ্ডাঃ। পশ্চিমোত্তরেণ তত্তুসীম্নি বং

৭। শা (৫৭) স্ত্রয়ঃ। উত্তরেণ তত্তুসীম্নি (৫৮)। দিজ
মকাজোল দক্ষিণকূলস্থস্থব

৮। র্ণদাক্মুণ্ডঃ। উগ্রাপ্রগা (৫৯) বক্রানুবক্রেণ তত্তুঃ।
মাল্লোসৎকশাসননো

৯। কনড়াভূম্যোঃ সীম্নি দিজমকার্দ্ধস্রোতঃ (৬০)।
পূর্ব্বোত্তরেণ তত্তুঃ। নোক্কডেব্বরীমা

১০। লভোগঅলিসনাক্ষেত্রভূম্যোঃ সীম্নি (৬১)।
দ্বিজমকাজোল্যর্দ্ধ (৬২)। মধুরাশ্বথমুণ্ডশ্চ।

সিল্

প্রাগ্ জ্যোতিষাধিপতি শ্রীমদ্ধর্ম্মপালবর্ম্মদেবস্য।

## বঙ্গানুবাদ

স্বস্তি। শ্রীমান্ বরাহরূপধারী নারায়ণ জয়যুক্ত হউন—যিনি দন্তদ্বারা ভূমণ্ডল ক্ষত করিয়াছেন ;—যাঁহার তুণ্ডাগ্র দ্বারা পর্ব্বতসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ; যাঁহার খুরদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা পাতালপ্রদেশের কর্দ্দম মর্দ্দিত হইয়াছে ; যাঁহার নিশ্বাসবায়ু বেগদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড়-

(৫৪) এখানে দুএকটি অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে।

(৫৫) মূলে আছে ‘পূর্ব্বদক্ষিণে’।

(৫৬) মূলে আছে ‘কৈবর্ত্তানা’।

(৫৭) পূর্ব্ব পংক্তিতে ‘ব’ এবং পরপংক্তিতে ‘ওশা’ লেখা আছে।

(৫৮) মূলে আছে ‘সীম্নিঃ’।

(৫৯) মূলে আছে ‘উগাপ্রগা’।

(৬০) মূলে আছে “মকাদ্ধস্রোতঃ”।

(৬১) মূলে আছে “সীম্নিং”।

(৬২) মূলে আছে “দ্বিজমকাজোলাৰ্দ্ধঃ”।

কারক প্রলয়কালীন বায়ুর সহিত বিক্ষুব্ধ তিমিরমকরসঙ্কুল সমুদ্রগুলিকে যেন বারংবার পান করিয়া রেচন করিয়াছে। ১

পৃথিবীকর্ত্তৃক প্রসূত বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর পুত্র নরকনামক রাজা ছিলেন; তাঁহা হইতে রাজন্যবর্গকর্ত্তৃক চুম্বিতচরণকমল ভগদত্ত নামে প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ২

রাজনীতির আধারস্বরূপ সেই মহাবংশে ব্রহ্মপাল প্রভৃতি যে সকল রাজা জন্মিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গুণাবলী কে বর্ণনা করিতে পারে? যেহেতু তাঁহাদের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক উপাখ্যানসমূহের পার দেখিতে না পাইয়া বিমূঢ়স্বভাব আমাদের জিহ্বামাত্র একটি, সহস্র নহে, আবার বাক্যপ্রয়োগে প্রজ্ঞাও স্ফুর্ত্তি পায় না। ৩

সেই বংশে নীতিপরায়ণ ধর্ম্মে আদরবান্ শ্রীগোপালনামক রাজা ছিলেন; যাঁহার প্রতাপাগ্নিতে শত্রু-কানন দগ্ধ হইয়াছিল; যাঁহার সুধাসদৃশ গুণগ্রাম দ্বারা রুদ্ধপ্রসরা স্বর্গস্থা মন্দাকিনী যেন রাজহংসদিগের সংগ্রামে পরাজিত ফেণরাশির দ্বারা উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন। ৪

সেই প্রসিদ্ধ তেজঃসম্পন্ন রাজার পূজার্হকীর্ত্তিযুক্তা নয়নানাম্নী পত্নী ছিলেন; তাঁহাদের পালকুলপ্রদীপ ত্রিভুবনব্যাপ্ত কীর্ত্তিসম্পন্ন শ্রীহর্ষপাল নামধেয় পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ৫

তাঁহা হইতে ধর্ম্মপাল জাত হইয়াছিলেন; যাঁহার মনোহর গুণাবলী ভুবনবিখ্যাত ছিল; যাঁহার চিত্ত একমাত্র ধর্ম্মে সমর্পিত হইয়াছিল; যাঁহার মুখপদ্মকোষপরাগ গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়াই যেন ভগবতী সরস্বতী তাহাতে চিরতরে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। ৬

হে ভবিষ্য নৃপতিগণ, রাজা ধর্ম্মপালের সপ্রণয় এই যাচ্ঞা যে আপনারা শুনুন; বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় চঞ্চল এই রাজত্বের বৃথাভিমান পরিত্যাগ করা উচিত, কিন্তু প্রবল সুখাবহ ধর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ৭

পালবংশকমলরবি কবিমণ্ডলচূড়ামণি সমস্ত কলানুশীলনকারী গুণরত্নাকর নির্ম্মলকীর্ত্তি রাজা শ্রীধর্ম্মপাল এই প্রশস্তি প্রদান করিয়াছেন। ৮

স্বস্তি। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের আধিপত্য দ্বারা বিখ্যাত অপ্রতিহতশাসন অশেষরিপুপক্ষবিনাশক শ্রীবারাহপরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেব কুশলী।০।

শ্রীমধুসূদনাধিষ্ঠিত গুহেশ্বরদিগ্‌ভোলবৃন্দ গ্রামভূমিতে যথাযথভাবে অবস্থিত বিষয়কারী ও ব্যবহারিকপ্রমুখ জনপদবাসীদিগকে, রাজা রাজ্ঞী ও রাণকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণকে অন্যান্য রাজন্যবর্গ, রাজপুত্র, রাজবল্লভ প্রভৃতিকে, যাঁহারা ভবিষ্যতে অধিবাসী হইবেন তাঁহাদিগকে, সমস্ত লোককেই সম্মাননাপূর্ব্বক আদেশ করিতেছেন।

আপনাদের ইহা জানা থাকুক যে এই ভূমি বাড়ী জমি স্থল জল গোবাট আবর্জ্জনাস্থানযুক্তা যথাসংস্থা, আপন সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃতা, হস্তিবন্ধ নৌকাবন্ধ চৌরোদ্ধরণ দণ্ডপাশোপজীবী উপরিকর নানানিমিত্তক উৎখেটমাদি হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গো মহিষ ছাগলাদির প্রচারহেতুক জল স্থল প্রভৃতিতে পীড়াদায়ক সমস্ত বিষয় নিবারণপূর্ব্বক এই শাসনের বিষয়ীভূত করিয়া (দিলেম)।

ব্রাহ্মণসমূহকর্ত্তৃক অধ্যুষিত অধর্ম্মাচরণদ্বারা অকলুষিত প্রজাপতিকর্ত্তৃক অতিযত্নে নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরের ন্যায় খ্যাতিপুনি নামক একটি গ্রাম আছে। ১

যে স্থানে যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞে হোমাগ্নিজাত ধূমরাজি আকাশে উত্থিত হইলে কৃষ্ণমেঘ ভ্রমে ঊর্দ্ধশিখ ময়ূরেরা অকালে নৃত্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইত। ২

সদাচার-পথের শ্রেষ্ঠ পথিক প্রশমমন্ত্রজপদ্বারা পাপক্ষয়কারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা-কালে চতুর্ব্বেদ-পাঠধ্বনি, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে উচ্ছলিত বিশাল জলকল্লোলের ন্যায়, যে স্থানকে অতিশয় মুখরিত করিত। ৩

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিন-শাখার স্বয়মৌদ্গল্যগোত্রজাত ঔতথ্যমৌদ্গল্য আঙ্গিরসপ্রবরবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ সেখানে অবস্থিতি করিতেন। ৪

প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত সুধাসদৃশ যাঁহাদের গুণাবলী অদ্যাপি গোচারণ-স্থানে গৃহসমূহে, অরণ্যে, চতুষ্পথে, রাস্তায়, পণ্যশালায়, যজ্ঞস্থলে ও দেবমন্দিরগুলিতে—সমগ্র বিশ্ব মুখরিত করিতেছে। ৫

সেই বংশে নরবাহননামক ব্রাহ্মণের পুত্র শিষ্টচরিত লক্ষ্মীবান্ সম্যক্ কলাসমূহযুক্ত বিপ্র-শ্রেষ্ঠ ভাস্বর জাত হইয়াছিলেন; তিনি মীমাংসা ও রাজনীতি দ্বারা পরিপুষ্ট ধীসম্পন্ন হওয়াতে চাণক্যের ন্যায় মাণিক্যস্বরূপ ছিলেন এবং শ্রুতি-স্মৃতিরূপ সন্মার্গে বিচরণকল্পে দৃঢ়ব্রত বলিয়া বংশের শ্রেষ্ঠতর মণিস্বরূপ হইয়াছিলেন। ৬

মনোজ্ঞরূপশালিনী শ্লাঘ্যাকৃতি নির্ম্মলবংশোদ্ভূতা জীবা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন—তাঁহার কঙ্কণযুক্ত হস্তদ্বারা সেই ব্রাহ্মণ গার্হস্থ-ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তে মাঙ্গল্যসূত্রবিশিষ্ট আপন হস্ত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ৭

সেই দম্পতী হইতে সুতনু নামে প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মিয়াছিলেন—যাঁহার চরিত্র সদাচার দ্বারা রমণীয় ছিল, গুণসমূহের দ্বারা যিনি হরিবর্ণীকৃত ছিলেন—যিনি সর্ব্বস্বদানে আসক্ত, কুপথ হইতে বিরত, বিনয়যুক্ত, শ্লাঘ্য ও সুন্দর দেহবিশিষ্ট ছিলেন। ৮

সৌভাগ্যরত্ন পর্ব্বতের প্রবালমনোহর লতিকাস্বরূপা লাবণ্যপঙ্কজের অভিনব মৃণালযষ্টিসদৃশী আনন্দকন্দোদ্ভূতবল্লরীতুল্যা, হরিণশিশুর ন্যায় নেত্রবিশিষ্টা নেত্রা নামে তাঁহার পত্নী ছিলেন।৯

সমগ্র ব্রাহ্মণবংশের প্রদীপস্বরূপ শ্রীমান্ মধুসূদন নামে তাঁহাদের পুত্র ছিলেন। যিনি বাল্যকাল হইতেই নারায়ণ-চরণযুগল পূজার নিমিত্তে নানাবিধ সামগ্রীর সুষ্ঠু আয়োজন করিতেন। ১০

তাঁহার বিশুদ্ধ প্রণয়ভাজন পদ্মা নামে ধর্ম্মপত্নী ছিলেন—যিনি ব্রহ্মার মায়ারূপিণী যেন এক অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি ছিলেন, যাঁহার নেত্রপত্র সন্ত্রস্তশিশুহরিণীর ন্যায় চঞ্চল ছিল এবং যিনি প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় মনোজ্ঞা ছিলেন। ১১

কামরূপনগরে ধর্ম্মপাল এই বংশোপাধিযুক্ত নামধেয় রাজা ছিলেন—যাঁহার কীর্ত্তিরাজ-হংসী জগৎরূপ জীর্ণপঞ্জর মধ্যস্থ হইয়াও শোভমান হইয়াছে। ১২

দিগ্‌ডোলযুক্ত গুহেশ্বর নাম্নী দশসহস্র ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমি শ্রীধর্ম্মপাল রাজা শাসনদ্বারা সেই প্রকৃষ্টগুণাবলীদ্বারা বিশদচিত্ত মধুসূদনকে প্রদান করিলেন। ১৩

অলঙ্কার-জ্ঞান, কবিত্ব, শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি হেতুক নহে, পরন্তু সদ্বংশীয়ের স্তুতি দ্বারা পুণ্যলাভ করিবার লোভে শ্রীঅনিরুদ্ধ নামা ব্যক্তি এই প্রশস্তি রচনা করিলেন। ১৪

তক্ষকার শ্রীবিনল দ্বারা ইহা খোদিত হইয়াছে।

পূরলি বিষয়ান্তর্গতা দশহাজার ধান্য-উৎপাদিকা গুহেশ্বর দিগ্‌ডোলবৃদ্ধগ্রামভূমি * * * ইহার সীমা পূর্ব্বদিকে নোক্কডেব্বরী পালগোবাড ভোগ-অলিনা ক্ষেত্রভূমি-সীমাতে ক্ষেত্রালি * * দক্ষিণবর্ত্তিনী সেই ভূমির সীমায় সোব্বড়ি পুষ্করিণী পশ্চিমপাটা খগ্‌গালি চম্যলা জোপীর পশ্চিমকূল পূর্ব্বগামিনী জোগল্ল নদীর দক্ষিণকূল। দক্ষিণগামিনী সেই ভূমির সীমায় নেক্কাদেউলী ও সিফ্‌গড়ি জোলী (ছড়া)। পূর্ব্বদক্ষিণে বাদিজ্জুরতিভূড়ী। দক্ষিণে নেকুশর্ম্মা তার দক্ষিণ-পশ্চিমে খগ্‌গালি। পশ্চিমে অবক্ষি কৈবর্ত্তদের হকুক অবঞ্চ ভূমির সীমাতে, খৈসা ভোত্তিচাক্কোজাণ, পারলি গাছের মুড়া। পশ্চিমোত্তরে সেই ভূমির সীমায় তিনটি বাঁশ। উত্তরে সেই ভূমির সীমায় দিজমক্কাজোলীর দক্ষিণতীরস্থ সুবর্ণদারুর মুড়া। উগ্রানদীর বাঁক অনুসারে সেই ভূমি। মাম্মোসংক শাসন ও নোক্কনড়া ভূমির সীমায় দিজমক্কাজোলীর অর্দ্ধস্রোতঃ। পূর্ব্বোত্তরে সেই ভূমি, নেক্কাডেব্বরীপাল ও ভোগঅলিসনাক্ষেত্র ভূমিদ্বয়ের সীমাতে দিজমক্কাজোলীর অর্দ্ধ, এবং মধুরাশ্বত্থের মুড়া।

সিল্

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শ্রীধর্ম্মপালদেবের।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের

# দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশন

রবিবার, ১২ই আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জুন, ১৯১৫ ইং

স্থান—সভার কার্য্যালয়—এডওয়ার্ড স্মৃতিভবন।

সময়—অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকা।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ; আই, সি এস সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘটক, বি, এল, সাবর্ডিনেট জজ্।
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।
„ শশিভূষণ দত্ত অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্।
„ মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী।
„ বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্।
„ মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, „ „ „
„ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী „ „ „
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী „ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ।
„ রাধারমণ মজুমদার, জমিদার।
„ ফণিভূষণ মজুমদার, জমিদার।
„ সৈয়দ আবুলফতা, জমিদার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্।
„ মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার।
„ হৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ।
„ ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

শ্রীযুক্ত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ।
„ কালীচরণ ভট্টাচার্য্য।
„ করুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য।
„ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
„ বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
„ প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।
„ রমণীমোহন কাব্যতীর্থ।
„ বিশ্বেশ্বর সেন এম্, এ,
„ ললিতকুমার নিয়োগী এম্, এ।
„ নগেন্দ্রনাথ সেন, বি এ।
„ ভুবনমোহন সেন।
„ সতীশকমল সেন, বি, এল।
„ যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি, এল।
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার, বি, এল।
„ যোগেশচন্দ্র সরকার, বি, এল্।
„ অতুলকৃষ্ণ রায় বি এল।
„ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল।
„ আশুতোষ মজুমদার, বি এল।
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
„ জিতেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী, বি, এল্।
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বি, এল্।
„ রাধাকৃষ্ণ রায়, উকীল।
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী, এম্, এ. বি, এল্।
„ কানাইপ্রসাদ বসু।
„ লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার, ডিমলারাজ।
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী,
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কুচবিহার-ষ্টেট্।
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
„ হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাক্তার।
„ বসন্তকুমার ভৌমিক, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।
„ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত, কবিরাজ।
„ বসন্তকুমার সেনগুপ্ত
„ নগেন্দ্রনাথ তরফদার
„ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মোক্তার
„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী „
„ সীতানাথ চক্রবর্ত্তী, মোক্তার।
„ মথুরানাথ দে, মোক্তার।
„ ঈশানচন্দ্র কর্ম্মকার,
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়,
„ বরদাকান্ত বক্সী,
„ শ্রীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত,
„ কামাখ্যা নাথ বাগছী,
„ কেশবলাল বসু,
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।
„ কালীপদ বাগ্ছী
„ শ্যামাপদ বাগ্ছী,
„ নগেন্দ্রনাথ সরকার,
„ মাখনলাল রায়—সম্পাদক, ছাত্রসভা।
„ হরিমোহন বসু,
„ কেদারনাথ সরকার,

শ্রীযুক্ত রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় ( ক ),
„ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়,
„ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
„ হেমন্তকুমার দাসগুপ্ত,
„ গোবিন্দচন্দ্র রায়,
„ গুরুদাস রায়,
„ মোহিনীকুমার বসু,
„ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য,
„ সতীশচন্দ্র মজুমদার,
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়,
„ মদনগোপাল নিয়োগী,
„ ছমিরুদ্দিন আহম্মদ,
„ হৃদয়নাথ ঘোষ,
„ চন্দ্রকমল লাহিড়ী,
„ নলিনীকান্ত রায়,
„ কুলদাচরণ সেন,
„ সুরেশচন্দ্র নিয়োগী, এম্, এ,
„ অবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
„ সতীশচন্দ্র রায়,
„ কিশোরীমোহন বাগ্ছী,
„ রাখালচন্দ্র গুহ,
„ ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ,
„ জানকীনাথ সেনগুপ্ত,
„ অতুলচন্দ্র ঘোষ,
„ অতুলচন্দ্র ঘোষ,
„ তারাপদ সান্যাল,
„ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়,
„ প্রমথনাথ সান্যাল,

শ্রীযুক্ত জলধর ভট্টাচার্য্য,
„ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী,
„ বিহারীলাল হালদার,
„ চিন্তাহরণ গুপ্ত,
„ সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,
„ কুমুদনাথ সেনগুপ্ত,
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার,
„ রাজকিশোর দে,
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
„ সীতানাথ মজুমদার,
„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ তারাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী,
„ গিরীশচন্দ্র রায়,
„ প্রিয়নাথ সান্যাল,
„ ললিতকুমার সেন,
„ দ্বিজদাস মুখোপাধ্যায়,

দিনাজপুর হইতে সমাগত—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্,এ, বি,এল্। শ্রীযুক্ত দুর্গাকমল সেন, সব-রেজিষ্ট্রার।
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি, এল্ প্রভৃতি।

## কর্ম্ম-পঞ্জী

১। প্রারম্ভিক সঙ্গীত। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩; সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক দশম সাম্বৎসরিক বিবরণ পাঠ। ৪। গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ৫। বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক ও ছাত্র-সদস্য নিয়োগ। ৬। সাধারণ সদস্যনির্ব্বাচন। ৭। ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ। ৮। ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৯। সভার চিত্রশালাধ্যক্ষকর্ত্তৃক ১৩২১ বঙ্গাব্দের সংগৃহীত ঐতিহাসিক দ্রব্যাদির প্রদর্শন। ১০। সমাগত সাহিত্যিকগণের বক্তৃতাদি। ১১। সভাপতির মন্তব্য। ১২। স্মৃতিফলক-প্রতিষ্ঠা—ছাত্রসদস্য স্বর্গীয় পুলিনবিহারী সেনের স্মৃতিফলক। ১৩। এই সভা-সংসৃষ্ট ছাত্র-সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন, সঙ্গীত-আবৃত্তি। ১৪। আবৃত্তির জন্য পুরস্কার প্রদান এবং প্রবন্ধ রচনার জন্য মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিস্তারঞ্জন, কে, সি, আই, ই, বাহাদুর প্রদত্ত সুবর্ণপদক দান। ১৫। বিবিধ।

১২ই আষাঢ় রবিবার ১৩২২ সাল তারিখে অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ১০ম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্, সবজজ্, ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্, মুন্সেফ, জমিদার, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, ব্যবসায়ী, চতুষ্পাঠী ও স্কুলের ছাত্র প্রভৃতির সমাগমে সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্, এ, আই, সি, এস, মহোদয়কর্ত্তৃক সভারম্ভের আদেশ প্রদত্ত হইলে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি, এ, রচিত নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক গীত হয়।

## বঙ্গভাষা

( মালিনী ছন্দে )

নমি বুধজন বন্দ্যা ভারতী বঙ্গভাষা।
অনশন-হত রুক্ষে দেহি মা কান্তি পুষ্টি
হৃদয়-দলন দুঃখে সান্ত্বনা শান্তি তুষ্টি
হয় ভয় হত বক্ষে লাঞ্ছনা চিত্ত দুষ্টি
বিজন বিপদ-বর্ত্মে বর্ত্তিকা পান্থ আশা
নমি বুধজন বন্দ্যা ভারতী বঙ্গভাষা।

নয়ন পুলক নিত্যা মঙ্গলা মূর্ত্তি সিদ্ধি
কর কর হরি মিথ্যা শাশ্বতে ভক্তিবৃদ্ধি
পর-পদ-নত-চিত্তে একতা কাম্য ঋদ্ধি
সফল করহ মাগো ব্রহ্মবিদ্যা পিপাসা
নমি বুধজন বন্দ্যা ভারতী বঙ্গভাষা

কুবলয়-দল নেত্রে ঢালিছ দুগ্ধ কুল্যা
কনক-কমল চম্পা ও পদে নিত্য ফুল্লা
চরম শরণ কাম্যা জীবনে মুক্তি তুল্যা
জয় জয় শুভ সৌম্যা সারদা শুভ্রহাসা
নমি বুধজন বন্দ্যা ভারতী বঙ্গভাষা।

অতঃপর দিনাজপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি, এল, মহোদয় স্বরচিত নিম্নোক্ত বাণী-স্তোত্র সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেন।

### জয়তি জয়তি বিদ্যা সারদা সুপ্রসন্না।

নমো নমস্তে জগদাত্মভূতে পরাৎপরে ভারতি বিশ্বরূপে।
আধার শক্তিঃ পরমাসি বিদ্যা মাতঃ প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ ॥ ১ ॥
বিশ্বান্ধকারং বিধুনোতি ভাস্করো নৈশং তমঃ শীতল দীধিতঃ পুনঃ।
হরত্যবশ্যং তিমিরং বিভাবসু—র্ঘনান্ধকারং চপলা ক্ষিনত্ত্যপি ॥ ২ ॥
এতৈঃ সদা দিক্ষু বিভাসিতাস্বপি ঘোরং কিমেতত্তিমিরং সমন্ততঃ।
যেনাবৃতং সর্ব্বমিদং ভয়াকুলং জগৎসু কিঞ্চিন্ন সুখাকরোতি নঃ ॥ ৩ ॥
নৈতত্তমঃ সূর্য্য-শশাঙ্ক কোটয়ঃ স্থিরাপি বিদ্যুচ্ছতশঃ সহস্রশঃ।
সমিদ্ধ বহ্নেরপি রাশি কোটয়ো হর্ত্তুং কদাচিৎ প্রভবন্তি কুত্রচিৎ ॥ ৪ ॥

ততোভাতি নৈতৎ স্বরূপেণ বিশ্বং
যথাবস্তু কিঞ্চিদ্ বিবোদ্ধুং ন শক্যম্ ॥ ৫ ॥
যথা চাত্র রজ্জৌ ভবেৎ সর্পবুদ্ধিঃ।
জগদ্ ভ্রান্তিরেষা তথা সৎ স্বরূপে ॥ ৬॥

শ্রুতিনিগদিত মেতজ্‌জ্ঞানরূপাসি দীপ্তি নিখিল বিষয়নিষ্ঠা রূপ-শব্দাদি সংজ্ঞা।
ত্বমসি ভুবন-ধাত্রী সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি স্ত্বয়ি নিবসতি সর্ব্বং ত্বন্যথা সিদ্ধি শূন্যম্ ॥ ৭ ॥
অনিত্য রূপাদিষু দুঃখহেতুষু বয়ং সদৈবাতি নিবদ্ধ চেতসঃ।
বিদ্মো ন তেষামবলম্বনং তব পদারবিন্দং সুখদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৮ ॥
নেত্রস্বরূপা খলু চক্ষুষ স্ত্বং শ্রোত্রস্য চ শ্রোত্রমথ ত্বচো ত্বক্।
রসেন্দ্রিয়স্যাপি রসেন্দ্রিয়ং ত্বং ঘ্রাণস্য চ ঘ্রাণমথাহ বেদঃ ॥ ৯ ॥
এবঞ্চ সর্ব্বাত্ম তয়া স্থিতাপি ন জ্ঞায়সে ভারতি চিৎস্বরূপে।
মাতা সদানন্দময়ী ত্বমাস্তা সুতা নিরানন্দময়া বয়ং তে ॥ ১০ ॥
ন দৃষ্টিশক্তি র্নয়নেষু সংস্থ নো রূপাশ্রয়ত্বেন ন বুধ্যসে যতঃ।
শ্রুতৌ ন শক্তিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়েষ্বপি শব্দাশ্রয়ত্বেন ন বুধ্যসে যতঃ ॥ ১১ ॥
না স্বাদ-বোধো রসনেন্দ্রিয়েষ্বপি রসাশ্রয়ত্বেন ন বুধ্যসে যতঃ।
ন স্পর্শবোধোঽস্তি তদিন্দ্রিয়েষ্বপি স্পর্শাশ্রয়ত্বেন ন বুধ্যসে যতঃ ॥ ১২ ॥
গন্ধগ্রহো নাস্তি চ নাসিকাস্বপি ঘ্রাণাশ্রয়ত্বেন ন বুধ্যসে যতঃ।
একোঽহি মোহোঽত্র দুরন্ত কারণং সত্যং পিধায়ানৃত মাতনোতি যঃ ॥ ১৩ ॥
তচ্চামৃতং দুঃখ ভবৈক কারণং নিরন্তরং নঃ পরিপীড়য়ন্তি হি।
যাবন্ন সত্যং সমুদেতি চেতসি তাবৎ কুতো দুঃখ নিবারণং সুখম্ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বাত্মভূতে তব ধাম সত্যং প্রকাশয়ত্যর্ক সুধাংশু বহ্নীন্।
দ্রষ্টুং সমর্থা ন বয়ং তথাপি মোহান্ধকারাবৃত লোচনত্বাৎ ॥ ১৫ ॥
তব চরণ নখর শশি দীপ্তি র্হরতি যদি তিমিরমিদমম্ব।
অপগত নিখিল ভয়মশোকং ভবতি জন হৃদয়মতি শান্তম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবরদাকান্ত রায়, বিদ্যারত্নস্য।

স্তোত্র পাঠের পর ছাত্র-সদস্য শ্রীমান্ কালীপদ বাগ্‌ছি বিরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি তিনটি ছাত্রকর্ত্তৃক গীত হয়।

## প্রারম্ভিক সঙ্গীত।

( ১ )

আজি বাজিয়াছে নবীন আরতি হারাণো স্মৃতির সুরে,
ফুটিয়া উঠেছে পূর্ণ ইন্দু, উথলে উর্ম্মি জ্ঞানের সিন্ধু,
বর্ষিত শিরে আশীষবিন্দু—বিগত-মহিমা পুরে।

কোরাস :—এস হে দৈন্যে কুণ্ঠিত চিত-চির-আশাহত প্রাণ,
বোধন লগ্নে মাতৃ-চরণে করহে অর্ঘ্য দান !

( ২ )

আজি বিশ্ব-বীণায় ঝঙ্কারে নব বঙ্গ-বাণীর গান ;
জড়ের মর্ম্মে চেতনা আনিয়া, বিশ্বে বাঙ্গালী বেড়ায় গাহিয়া
ঋষির কণ্ঠে আঁধার টুটিয়া—জাগায় জীবের প্রাণ !

কোরাস :—এস হে ... ... ...

( ৩ )

ইতিহাস নব অতীত মহিমা-জড়িত সজ্জাবাহী,
ধরণী ভেদিয়া কীর্ত্তি-কাহিনী আসে যুগান্ত বারতাবাহিনী,
বিস্মিত চিত্তে পুলকে ধরণী—অনিমেষ চো'খে চাহি !

কোরাস :—এস হে ... ... ...

( ৪ )

হেথা নাহিক বিচার নব শ্রীক্ষেত্র নাহি অধিকার-ভেদ ;
( হেথা ) বক্ষে বক্ষে নবীন শকতি, কণ্ঠে কণ্ঠে নবীন আরতি
মর্ম্মে মর্ম্মে মাতৃ-ভকতি—নাহি দ্বেষ-ঘৃণা-ভেদ !

কোরাস :—এস হে ... ... ...

আজি প্রাসাদ হইতে কাঞ্চন-থালা আসে পূজা-উপচার ;
আজি এ শ্রীধামে কমলার সনে, বাণী-বীণা-তান উঠিছে সঘনে
মহামিলনের-সাধনা-মথিত—উঠিছে অমিয় ভার।

কোরাস :—এস হে দৈন্যে

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই, সি, এস্ পরিষৎ সভাপতি মহোদয় সঙ্গীতান্তে বলেন,—অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি কাকিনাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বিদ্যামুকুট মহোদয়ের অকস্মাৎ পীড়া হওয়ায় আমাকে সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সুতরাং আমি তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সভার কার্য্য-নির্ব্বাহ করিব। কাকিনাধিপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠাইয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল মহাশয় উহা পাঠ করিবেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, বি, এল মহাশয় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। উহা সভার মুখপত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিভাষণ পাঠের পরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দশম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণীর বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করিয়া সভার কর্ম্ম-পরিচয় প্রদান করেন।

দিনাজপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহাশয় ঐ কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ প্রস্তাব উত্থাপনপূর্ব্বক বলেন,—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় যে কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন আমি প্রস্তাব করি যে ঐ কার্য্যবিবরণ গ্রহণ করা হউক। এই কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বিগত দশ বৎসরের চেষ্টায় সম্পাদক মহাশয় সভার জন্য, একটি স্থায়ী গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন, এরূপ ভাবে কার্য্য চলিতে থাকিলে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ্ একদিন বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবে।

স্থানীয় সদর মহকুমার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রাগুক্ত কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হয়।

সভার বিগত দশম বার্ষিক শেষ অর্থাৎ সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত হয়।

সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিম্নোলিখিত অধ্যাপকগণকে সদস্যরূপে গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম, এ, কটনকলেজ, গৌহাটী।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, অধ্যাপক, পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক,রাণী হেমন্তকুমারী কলেজ, রাজসাহী

রঙ্গপুর ইতিহাস-প্রণয়ন-বিভাগের সহকারী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় উক্ত বিষয় সমর্থন করিলে উল্লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

| সদস্য | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার | সম্পাদক | সভাপতি |
| শ্রীযুক্ত মৌলবী আকানউল্লা কবিরাজ খাঁসাহেব | শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুলফতাহ | সম্পাদক |
| শ্রীযুক্ত ডাক্তার অতুলচন্দ্র সাহা এম, বি | সম্পাদক | [শ্রীযু]ক্ত সৈয়দ আবুলফতাহ |
| শ্রীযুক্ত মৌলবী আমেদ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, বালুরঘাট, দিনাজপুর। | ঐ | ঐ |
| শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়, বি, এল্, উকীল জলপাইগুড়ী। | শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ | সম্পাদক |

সভার নিয়মানুসারে ১৩২১ বঙ্গাব্দের জন্য গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ পদত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় প্রস্তাব করেন—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত মূল সভা হইতে নিযুক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ব্যতীত সদস্যগণ ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হউন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক

১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারী-তালিকা—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস,

সহঃ সভাপতি
- মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বিদ্যামুকুট।
- শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ
- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন, তর্ককণ্ঠ।
- শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহদুর, বি, এল

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী, জমিদার, অনরারীম্যাজিষ্ট্রেট।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

সহঃ সম্পাদক
- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
- শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন
- শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফতাহ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক
- শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগ্‌ছী, বি, এল
- শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি এল,

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় উহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

সদস্যদিগের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের নাম সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
২। „ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, পি আর, এস,
৩। „ পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন-কাব্যতীর্থ-শাস্ত্রী এম, এ
৪। „ অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ-তত্ত্বসরস্বতী, এম, এ
৫। „ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ
৬। „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন, বি, এল
৭। „ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

৮। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর
৯। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি, এল
১০। " বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি এল
১১। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এল
১২। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
১৩। " কালীকান্ত বিশ্বাস
১৪। " প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল
১৫। " কিশোরীমোহন চৌধুরী এম, এ, বি, এল
১৬। " পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
১৭। " পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল
১৮। " ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ
১৯। " ললিতকুমার নিয়োগী, এম, এ
২০। " আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই

উল্লিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সদস্যগণের দ্বারা ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

সভার চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনিবার্য্যকারণে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বিগতবর্ষে সভার চিত্রশালায় যে সকল ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণীর সহিত পঠিত হইয়াছে। সদস্যগণের পরিদর্শনের জন্য ঐ সকল দ্রব্যাদি চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতিকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দিনাজপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল মহাশয় নিম্নলিখিতরূপে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন,—অধুনা প্রবল অন্ন-সমস্যার যুগে সুপ্রাচীন সনাতন-আদর্শের অনুবর্ত্তন করিবার প্রয়াস নিষ্ফল, তবে কমলার বরপুত্রগণ যদি সাহিত্যসেবীদিগের জন্য প্রস্তুত হন, তবেই তাঁহারা প্রাচীন যুগের ন্যায় একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। নতুবা উকীল, মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার, মহাজন প্রভৃতিকে যদি সাহিত্যের চর্চা করিতে হয়, তবে সে সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সম্ভবপর হইতে পারে না। মনুসংহিতা প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উঞ্ছবৃত্তি, মৃতবৃত্তি, প্রমৃত বা কৃষিবৃত্তি ও শ্ববৃত্তি বা চাকুরীবৃত্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্য-বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

পরে জলপাইগুড়ী জিলাস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় বহুল সংস্কৃত শ্লোক-সংবলিত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

অতঃপর স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলেন—

অদ্যকার দিনে বক্তৃতা অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং আমিও দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিষৎ-সমূহ পাশ্চাত্যদেশের একাডেমির আদর্শে গঠিত। পাশ্চাত্য-দেশের একাডেমীসমূহের সৃষ্টি তত্তৎ সময়ের কফি-হাউস, হোটেল প্রভৃতি হইতে। প্রথমে সাহিত্যিকগণ এই স্থানে মিলিত হইয়া সাহিত্য সমালোচনা করিতেন। এই সকল স্থানে বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিত। সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা হইত। পরে ইহাদিগের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। এই সকল ক্লাব ও একাডেমী দেশের উপর প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতেন, তাঁহারা দেশের সাহিত্যকে একটা নূতন উন্নত আদর্শের সূক্ষ্ম দণ্ডে তুলিত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন এই সাহিত্যের কশা ধারণ করিয়া বঙ্গদর্শনের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতেন। তখন সাহিত্যসেবীদিগকে একটা আদর্শ মানিয়া চলিতে হইত। অধুনা রবীন্দ্রনাথের মত দুই একটি লোক যদি চেষ্টা করেন, তবে এইভাবে সাহিত্যের সংস্কার-সাধন ও উহার ফলে শক্তিশালী সাহিত্যিকগণের উদ্ভব হইতে পারে।

অধুনা সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য তাঁহারা সমগ্র দেশের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করুন। শুধু প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন ও আলোচনা লইয়া নীরব থাকিলে চলিবে না। নূতন ভাব, নূতন চিন্তা ও নূতন আদর্শের সঞ্চার করিতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় তন্ময়তার সহিত সাধনায় নিরত হইতে হইবে।

অনন্তর সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস মহাশয় বলিলেন—কাকিনার মাননীয় রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বিদ্যামুকুট মহাশয় অসুস্থ বলিয়া অদ্য অনুপস্থিত। আপনারা তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়াছেন। অভিভাষণ পাঠের পর বক্তাগণ যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আমার আর অধিক কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে দুই একটি কথা বলিতে চাই। বিধু বাবু বলিয়াছেন একটা বড় আদর্শ আমাদের সম্মুখে খাড়া রাখিতে হইবে। উহা ঠিক, কিন্তু যাঁহারা এই আদর্শে পৌঁছিতে অক্ষম হইবেন, তাঁহারা যে একেবারে বসিয়া থাকিবেন এমন নহে; তাঁহারাও কিছু কিছু করিতে পারেন। আর ইহাও সত্য যে, আমাদিগকে কেবল প্রাচীন হাবভাব লইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে বর্ত্তমানের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় যে বলিয়াছেন—হাকিম, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি দ্বারা সাহিত্য-চর্চ্চা চলিবে না। আমি কিন্তু ইহা অসম্ভব মনে করি না। যখন ছোট ছোট ছেলেরাও সাহিত্য-চর্চ্চায় আমাদিগের সহিত একযোগে কার্য্যারম্ভ করিয়াছে তখন আমরাই বা একেবারে বাদ পড়িব কেন? আমরাও ইচ্ছা করিলে কিছু না কিছু করিতে পারি। ফলকথা আমাদিগের নিরাশ হইলে চলিবে না। নিরাশ হইবার কারণ নাই। প্রবল উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

অতঃপর ছাত্রসদস্যগণকর্ত্তৃক অনেকগুলি সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয় হয়। সভাপতি মহোদয় আবৃত্তিকারী ছাত্রগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অন্যতম ছাত্র-সদস্য শ্রীমান্ শ্যামাপদ বাগছীর বক্ষে তিনি স্বহস্তে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিদ্যারঞ্জন

বাহাদুরের প্রদত্ত "নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য ৫০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক সংযুক্ত করিয়া দেন।

অনন্তর পরলোকগত উৎসাহী ছাত্রসদস্য ৺পুলিনবিহারী সেনের স্মৃতিফলকাবরণ উন্মোচন ও তাঁহার বৃহৎ ব্রোমাইড চিত্র প্রদর্শিত হয়।

## বিদায়-সঙ্গীত

(পূরবী)

বিদায় বন্ধু বিদায় এখন ভাঙ্গিল প্রেমের হাট;
সম্মুখে জাগে চির পুরাতন সেই সে বিরহ-বাট।
ক্ষণেক মিলন হ'ল গলাগলি,
হৃদয়ের কথা হ'ল বলাবলি,
মিলন-আলোক লভিল আবার অস্তাচলের পাট।
তাই ব'লে সখা কে রবে ভুলিয়া
প্রেমভরা আঁখিজল;
হৃদয়-কুহরে র'ল সঞ্চিত
মিলনের শুভফল।
বরষে বরষে বরিষার মত
হৃদয়ের ধারা মিলি শত শত,
আলোড়ি তুলিবে এমনি করিয়া শুষ্ক হৃদয়-বাট।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদারকর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর মহাশয়ের রচিত উক্ত বিদায়-সঙ্গীতটি গীত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সভাপতি

## একাদশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২৬ আষাঢ় (১৩২২), ১১ই জুলাই (১৯১৫)।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার ও অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সভাপতি।
„ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
„ কালীপদ ঘোষ,
„ কেশবলাল বসু, গ্রন্থাধ্যক্ষ।
„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহকারী সম্পাদক।
„ ভবশঙ্কর চৌধুরী সভা-স সৃষ্ট ছাত্রসভার সম্পাদক।
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, আই, সি, এস্ বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত পিত্তলনির্ম্মিত ভগ্ন-দেবী-মূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের উপহৃত পদ্মাপুরাণ, ময়নামতীর গান, ইমাম চুরী, নবীর জন্ম, একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা ও অন্যান্য কতকগুলি অসম্পূর্ণ সংস্কৃত পুস্তক। (গ) শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী মহাশয়ের উপহৃত হস্তলিখিত রামায়ণ ও ও মহাভারত। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ বি, এ, রচিত "রঙ্গপুর সৈদপুরের প্রাচীন বিবরণ"। ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও তৎসহকারীগণের অনুপস্থিতিতে মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় অদ্যদিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই অধিবেশনে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। ধন্যবাদপুরঃসর নিম্নলিখিত উপহৃত গ্রন্থাদি সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

| গ্রন্থের নাম | উপহারদাতৃগণের নাম |
|---|---|
| ১। মনোরমার জীবন-চিত্র | শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। |
| ২। অঞ্জলি | „ হিরণ্যমোহন দাশগুপ্ত। |

| | গ্রন্থের নাম | উপহারদাতৃগণের নাম |
|---|---|---|
| ৩। | শ্রীশ্রীভগবৎলীলামৃত | শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু |
| ৪। | শ্রীশ্রীপদকল্পতরু | |
| ৫। | ধর্ম্ম ঔর ধর্ম্মাঙ্গ | |
| ৬। | দানধর্ম্ম | |
| ৭। | ভারত-সাম্রাজ্যের প্রথম ঘোষণাপত্র | |
| ৮। | সপাদ শ্রীগঙ্গাস্তুতিশতকম্ | |
| ৯। | গঙ্গাভাবাবলি ( প্রথম খণ্ড ) | |
| ১০। | An address on the necessity of establishing an institution for the education of the sons of Bengal Zemindars. | |
| ১১। | শ্রীশ্রীপ্রতাপরুদ্র-চরিত | " মধুসূদন দাস অধিকারী |
| ১২। | বৈষ্ণবতত্ত্ব-দীপিকা | |
| ১৩। | গোবর গণেশের গবেষণা | " সতীপতি ভট্টাচার্য্য |
| ১৪। | পদ্মাপুরাণ | " সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার |
| ১৫। | ইমাম চুরি | |
| ১৬। | নবীর জন্ম | |
| ১৭। | ময়নামতীর পুস্তক | |
| ১৮। | Essay on justice Surajdoula. | " কেশবলাল বসু |
| ১৯। | Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern circle for 1912-13. | " বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটের বুক-ডিপোর ভারপ্রাপ্ত-কর্ম্মচারী |
| ২০। | মহিম্নস্তোত্র ও তারাসহস্র নাম | " সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার |
| ২১। | অন্নপূর্ণাস্তোত্র ও অবধূতাষ্টক | |
| ২২। | মনসাপূজা-পদ্ধতি | |
| ২৩। | উদ্ভট শ্লোকমালা | |
| ২৪। | রামগীতা | |
| ২৫। | আদর্শ জমিদারী | " কেশবচন্দ্র সাহা |
| ২৬। | হুগলী বা দক্ষিণ-রাঢ় | " অম্বিকাচরণ গুপ্ত |
| ২৭। | পরলোকের পত্র | |

| গ্রন্থের নাম | উপহারদাতৃগণের নাম |
|---|---|
| ২৮। সাধনকল্পলতিকা ১-৫ খণ্ড | শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় |
| ২৯। সারস্বংকৃত ভাষ্যং | " বিপিনচন্দ্র বিদ্যানিধি |
| ৩০। হস্তলিখিত রামায়ণ | " রাধাবিনোদ চৌধুরী |
| ৩১। হস্তলিখিত মহাভারত | |
| ৩২। বঙ্গীয় সাহিত্যপুরোহিত | ঐ |
| ৩৩। বল্লাল-চরিত | |
| ৩৪। বিজয়াবসান | |
| ৩৫। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিদ্যাবিনোদ। |
| ৩৬। স্নেহময়ী | |
| ৩৭। উন্মাদিনী | |
| ৩৮। প্রেমাশ্রু | |

এই সভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই সি, এস্ মহোদয়ের উপহৃত ভগ্ন-পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি সাদরে সভার চিত্রশালায় গৃহীত ও রক্ষিত হইল। সভা এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের উপহৃত পদ্মাপুরাণ, ময়নামতীর গান, ইমামচুরী, নবীর জন্ম ও অন্যান্য কতকগুলি অসম্পূর্ণ সং ত পুথি এবং একটি পুরাতন রৌপ্য-মুদ্রা সভার চিত্রশালায় সাদরে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী মহাশয়ের উপহৃত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ও পরাগল খানের মহাভারত পুথি দুইখানি সভার চিত্রশালার রক্ষার্থ সাদরে গৃহীত হইল।

উল্লিখিত সংগ্রাহকদ্বয়কে সভা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের রচিত "রঙ্গপুর সৈদয়পুরের প্রাচীন বিবরণ" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় পাঠ করিলেন।

### প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মতামত।

মহামহোপাধ্যায় বলেন—সৈয়দপুর মুসলমানী নাম নহে। সৈয়দপুরের পুর সংস্কৃতমূলক শব্দ। লেখক জলাশয়গুলিসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা কি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা বলিলে কাহার কৃত বুঝা যাইত। মুসলমানদের সময়েও পুকুরের অভাব নাই।

উত্তরগোগৃহ ও দক্ষিণগোগৃহ বিরাট-রাজধানীর অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। কেহ বলেন জয়পুর কিন্তু তাহারও নিশ্চয়তা নাই। দেরাদুন দ্রোণের রাজধানী। মহাভারতের সভাপর্ব্বে মগধ ও পৌণ্ড্রজয়ের পরে মৎস্য দেশ জয়ের উল্লেখ আছে। মৎস্য দেশ মৎস্যবহুল দেশ। বঙ্গদেশেই মৎস্যাধিক্য। বুকানন পৃথুরাজের বাড়ীর উল্লেখ করেন। কীচকের ভয়ে তিনি

জলমগ্ন হয়েন। উহা জলপাইগুড়ী জেলার নিকট। কীচক উপকীচকের নাম মহাভারতে আছে। কীচক ব্যক্তির নাম নহে। জাতির নাম। কীচকের সহিত বিরাটের সম্পর্ক ছিল। প্রাচীনতথ্য-বিষয়ে প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। বেলাই চণ্ডী বিড়ালাক্ষ অসুর নাশ করিয়া চণ্ডীর এ আখ্যা হইতে পারে।

রাজবংশী ভাষা পালি ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। দেশের কবিত্বহীনতার বিষয় স্বীকার করা যায় না। এই স্থানে জাগের গান প্রভৃতিতেও যথেষ্ট কবিত্ব আছে। রাজা গণেশ বা কংশের বাড়ী দিনাজপুর নহে, রাজসাহীতে। ইহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাতুরিয়া, একটাকিয়ায় ইঁহাদের বংশের লোক থাকিতে পারেন।

কালী, সিদ্ধেশ্বরী, রাণা সত্যবতীর প্রতিষ্ঠিতা। এ বিষয়ে লেখক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ এ সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। সভা তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এ বিষয়টি কোন বিশেষ অধিবেশনে উত্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করার পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন
সভাপতি

## একাদশ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৫ই ভাদ্র, (১৩২২), ১লা সেপ্টেম্বর, (১৯১৫)।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ সভাপতি।
" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সহ সম্পাদক।
" গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী কোষাধ্যক্ষ।
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার পত্রিকাধ্যক্ষ।
" কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ।
" দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরাজ সহঃসম্পাদক।
" ললিতকুমার নিয়োগী, এম, এ, কৈলাসরঞ্জন উঃ, ইং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, উকীল, ভাইস-চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটি
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, উকীল, বি, এল।
„ আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ-সম্পাদক।
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সদর সবডিভিসনাল-অফিসার।
„ রঘুনাথ দাস ডাক্তার।
„ ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।
„ মোহিনীকুমার বসু সব-ওভারসিয়ার।
„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ।
„ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

আলোচ্য-বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণগ্রহণ। ২। সদস্যনির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তক-উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়-কর্ত্তৃক মীরকাশিমের একখানি ফারমান-প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা। (খ) শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি,এ কবিশেখর লিখিত ( রাণী সত্যবতীর সতীকীর্ত্তি অবলম্বনে ) "ধামশ্রেণী" কবিতা-পাঠ। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্করত্ন মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের অনুমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন সহকারী-সভাপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের আদেশে প্রথমতঃ পরিষদের মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সম্পাদক মহাশয়ের অনিবার্য্যকারণে সভাস্থলে আগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই দিবস কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

অনন্তর নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপহৃত গ্রন্থ পুস্তকালয়ে সাদরে গৃহীত হয়।

| গ্রন্থ | উপহারদাতৃগণের নাম |
|---|---|
| ১। বল্লরী | শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি, এ, কবিশেখর। |
| ২। ভারত-বিহিত উপদেশমালা | „ পশুপতি ঘোষ। |
| ৩। কবিতাকুসুমাঞ্জলি | „ দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন। |

অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় সভার অন্যতম সদস্য প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি, এ, মহাশয় লিখিত "ধামশ্রেণী" নামক কবিতা পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় বলেন—বর্ত্তমান সময়ে অনেক কবি বাহির হইয়াছেন। প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায় অন্ততঃ দুই চারিটি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক কবিতার বিষয় ও ভাব এক, প্রেমের কাহিনী, প্রেমের হেঁয়ালী ইহা ছাড়া আর কোনও কথা নাই। আমার নিকট অনেক মাসিকপত্র আসিয়া থাকে। আমি ঐ সকল মাসিকপত্র খুলিয়া যদি গোবিন্দ দাসের কি কালিদাস রায়ের, কি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের কোনও কবিতা দেখিতে পাই তবেই পড়ি নচেৎ পড়ি না। যাঁহার কবিতা সভায় পঠিত হইল তিনি অল্পবয়স্ক, আমাদের এই জিলারই কোনও উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রাজা রামমোহন রায় যে অর্থে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে রঙ্গপুরের অধিবাসী বলিতেন আমরাও সেই অর্থে কবি কালিদাসকে রঙ্গপুরের অধিবাসী বলিতে পারি। কবির বর্ত্তমান অবস্থান যেখানে তাহার নাম হইতেছে অলিপুর। অলিপুর অর্থ পদ্ম। সুতরাং তিনি উপযুক্ত স্থানেই কর্ম্মক্ষেত্র মনোনয়ন করিয়াছেন। কবি সমগ্র বঙ্গদেশের তুলনায় যদি তাঁহার বর্ণনীয় স্থানের ধারণা করিয়া থাকেন, তবে উহাতে আমাদিগের আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কেবল রঙ্গপুরের বিষয় বিবেচনা করিলে বলিব তাঁহার বর্ণনীয় "আস্‌সেওড়া" "পাটের দেশ" বলাটা তত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

কালিদাস রায় যে একজন বড় কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কবিতায় প্রকৃত আন্তরিকতা আছে। রাণী সত্যবতী নয়-পরগণার অধিশ্বরী। তাঁহার সামান্য একটু অংশ লইয়া বাহারবন্দের মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আজ দেশমধ্যে অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহারই এক ক্ষুদ্র অংশ লইয়া সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমিদারী। ইহারই আর এক ক্ষুদ্র অংশে আমবাড়ীর জমিদার হেমচন্দ্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। রাণী রাসমণির স্বরূপপুরও ইহারই বিস্তৃত জমিদারীর একঅংশ মাত্র। বলিহারের রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ ও লছমীপত ধনপত প্রভৃতি সকলেই রাণী সত্যবতীর অতুল ভূসম্পত্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উপভোগ করিতেছেন। আজ দেশের লোক এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। অতুল সম্পত্তির মোহ পরিত্যাগ করিয়া রাণী সত্যবতী যখন কাশীবাসিনী হইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন তিনি প্রথমতঃ স্বকীয় গুরুদেবের পরে জনকের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পিতৃবংশ এখনও অনন্তপুরে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। যখন গুরুদেব ও জনক কেহই সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না তখন তিনি সখি স্বনামধন্যা রাণীভবানীর হস্তে সমস্ত সম্পত্তির দায়ীত্ব প্রদানপূর্ব্বক ৺কাশীধামে গমনপূর্ব্বক অন্নপূর্ণার সহিত মিশিয়া গেলেন।

কালিদাসের কবিতা পড়িয়া অমর-কবি কালিদাসের কথাই মনে পড়ে। তবে উভয়েরই কিছু না কিছু ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটি আছে। উহা স্বাভাবিক, কালিদাস রায়ের কবিতায় অনুপ্রাস-ঘটিত একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের কবিতায় এবং বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্র-

নাথের লেখায় এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই। কবি "স্পৃহা" ও "প্রিয়ার" সহিত মিল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্ত খুব ভালই হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়ের মীরকাসিমের ফার্ম্মানের আলোচনা এই অধিবেশনে পঠিত হইতে না পারায় আগামী অধিবেশনে তাহা পঠিত হইবে স্থির হইল

অতঃপর মাসিক অধিবেশনের কার্য্যশেষে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ সুকবি স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র আই, সি, এস, মহোদয়ের উল্লেখে মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় বলেন—৺বরদাচরণের সহিত আমার প্রথম পরিচয় রঙ্গপুরে। বরদাচরণ যখন রঙ্গপুরে আগমন করেন তখন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন আমাকে লিখেন, "বরদা রঙ্গপুর যাচ্ছে তুমি দেখ্‌বে"। তখন হইতে তাঁহার সহিত আলাপ। তিনি নিয়মিত দৈনন্দিন কার্য্যাবসানে যে সময় পাইতেন তাহা কবিতা-রচনায় ও সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্যয় করিতেন। এক একটি কবিতা রচনা করিয়া আমাকে শুনাইতেন, আমি কখনও প্রশংসা করিতাম কখনও ভ্রম প্রদর্শন করিতাম। ইহার যথেষ্ট পূর্ব্বেই তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর অনেক দিন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। একদিন শ্যামবাজার কম্বুলিয়াটোলা দিয়া যাইবার সময় বরদাচরণ আমাকে দেখিতে পান। দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে তাঁহার আলয়ে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, বরদাচরণ বিলাতি-ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার ভিতরটা সম্পূর্ণ হিন্দুর ভাবে গঠিত। তিনি আমাদ্বারা তাঁহার একটি কন্যার বিবাহের দিন দেখাইয়া লইলেন। তাঁহার ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়া শিবস্তোত্রম্ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি খাঁটি সে কালের লোক, ইহার পর মালদহে সাক্ষাৎ। মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্বে তিনি আমাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। সে কবিতা শুনিতে শুনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। কবিবরেরও সেই ভাব। আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া বলিলাম "ধন্য আপনি ধন্য আপনার কবিত্ব-প্রতিভা"। বরদাচরণের মত কবি আর নাই। বরদাচরণ সম্মিলনে অবশ্য সে কবিতাটি পড়িলেন না। তবে যাহা পড়িয়াছিলেন তাহাতেও শ্রোতৃবৃন্দের শরীর পুলকিত হইয়াছিল। ইহার পর কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনে শেষ দেখা চোখের জলে। কবির যাহা কার্য্য কবিত্বের মধ্যে আত্মবিকাশতার সমাবেশন, বরদাচরণ তাহা করিয়াছেন। আমি বরদাচরণকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে করি।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন। "সুকবি বরদাচরণ মিত্রের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্যের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে সাহিত্য-পরিষৎ তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট একখানি সমবেদনা প্রকাশক সান্ত্বনা-লিপি প্রেরণ করা হউক"।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ তর্করত্ন মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন-প্রসঙ্গে বলেন "সুকবি

বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রঙ্গপুর অবস্থানকালে তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়। যৎকালে তিনি সংস্কৃত অনার পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন সেই সময় একদিন তাঁহার সেরেস্তাদারের সাহায্যে আমাকে আহ্বান করেন। আমি তাঁহাকে বিবিধ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ পড়াইতাম। পাঠের সময় তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্বপ্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি একবারমাত্র পাঠ করিয়া অনেক দুরূহ কবিতার মর্ম্ম সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেন। আমি এ পর্য্যন্ত তিনজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে পড়াইয়াছি। এ, সি, সেন, সূর্য্যকুমার অগস্তি ও বরদাচরণ মিত্র। ইহারা সকলেই আমার ছাত্র। কিন্তু বরদা চরণকে পড়াইয়া যেমন সুখী হইয়াছি সেরূপ আর কোনও ঘটনায় হইতে পারি নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হয়।

কুচবিহারের পরলোকগত দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের উল্লেখে মহামহোপাধ্যায় কবি-সম্রাট পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলেন—আমাদিগের বড় সৌভাগ্য এপর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী বিদেশে গমন করিয়াছেন সকলেই বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কাশ্মীরে নীলাম্বর অতুলনীয় যশোলাভ করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষের কথা সকলেই জানেন। জয়পুরে কান্তিচরণের এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, মহারাজ অবশেষে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। পরলোকগত কালিকাদাস দত্ত পূর্ব্বে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট অবশেষে তাঁহাকে কুচবিহারে প্রেরণ করেন। কুচবিহারে গমন করিয়া তিনি নানা উপায়ে রাজস্বের আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন, সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। কুচবিহারে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, কেহই তাঁহার প্রতি বিন্দু মাত্র অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি এমন সুন্দর সুন্দর রসাল কবিতা বলিতে পারিতেন যে, তাঁহাকে খুব উচ্চ-অঙ্গের কবি বলিতে ইচ্ছা হয়। কালিকাদাসের পরলোকগমনে দেশে একজন প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের অভাব হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জনের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের পরলোকগমনে দেশের ও সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া এই সভা আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন। সভার পক্ষ হইতে পরলোকগত রায়বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট একখানি সান্ত্বনালিপি প্রেরণ করা হউক। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক অনুমান ৭ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সভাপতি

---

## একাদশ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

রবিবার, ১৬ই আশ্বিন ১৩২২, ৩ অক্টোবর, ১৯১৫

সময়—অপরাহ্ণ ৬৷৹ টা।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস্, সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ বাহাদুর
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল
„ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী, জমিদার
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কেদারনাথ বাগচী, ম্যানেজার
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট
„ যোগেশচন্দ্র সরকার, বি, এল,
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক
„ পি, সি, সেন, আই, সি, এস্,

শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ
„ রাধারমণ মজুমদার
„ কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ
„ ললিতকুমার নিয়োগী, এম, এ, কৈলাসরঞ্জন উচ্চ ইং স্কুলের প্রধান শিক্ষক
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ

### আলোচ্য-বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) রঙ্গপুর কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, মহাশয়ের রচিত "প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি", (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত "বঙ্গে তন্ত্র-শাস্ত্রের চর্চ্চা"। ৫। বিবিধ।

### নির্দ্ধারণ।

১। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসুকর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। এই অধিবেশনে কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

৩। শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, মহাশয়ের রচিত প্রচলিত "কৃষি-পদ্ধতি" নামক বিস্তৃত প্রবন্ধ সময়াভাবে এ অধিবেশনে পঠিত হইল না। আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে।

৪। সাহিত্যিক ৺অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ৺যতীশচন্দ্র সমাজপতি ও কবি সুকুমারী দেবীর মৃত্যুতে এই সভা শোক প্রকাশ করিলেন।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক রাত্রি ৭॥০ টার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক

শ্রীললিতকুমার নিয়োগী — সভাপতি

## একাদশ বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশন

রবিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, (১৩২২) ২৮শে নবেম্বর, (১৯১৫) সময় ৫।০টা

### উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার নিয়োগী, এম্ এ, সভাপতি।
" নরেন্দ্রকুমার নিয়োগী, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, কোচবিহার ষ্টেট।
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
" আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই।
" কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ।
" প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।
" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

### আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৪। রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের সংবাদ জ্ঞাপন। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের রচিত "ন্যায়শাস্ত্রের উপকারিতা"। ৬। বিবিধ।

সহকারী ও তৎসহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার নিয়োগী এম্ এ, মহাশয় অদ্যদিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

### নির্দ্ধারণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত, গৃহীত ও সভাপতি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। এই সভায় কোনও নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

৩। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদপুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

| গ্রন্থের নাম | উপহারদাতৃগণের নাম |
|---|---|
| কোর্—আন<br>প্রিয়পয়গম্বরের প্রিয় কথা | খান তছলীমউদ্দিন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্ |
| পুরোহিত | কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র<br>আন্দুল-রাজবাড়ী, হাওড়া। |
| জ্বরতত্ত্ব ও কীটানুতত্ত্ব<br>চিকিৎসাতত্ত্ব ও ভবৌষধ | বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ। |

৪। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন আগামী ইষ্টারের অবকাশে রঙ্গপুরে আহূত হইবে এতৎ সংবাদ সভার সমক্ষে বিজ্ঞাপিত হয়। সত্বরেই অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন-পূর্ব্বক সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচনাদি কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য সভা রঙ্গপুরের বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণকে আহ্বান করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের "ন্যায়-শাস্ত্রের উপকারিতা" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

## প্রবন্ধালোচনা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে। অধুনা বিদ্যালয়সমূহে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা এবং সঙ্গে সঙ্গে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় ন্যায়গ্রন্থসমূহ রচিত হওয়া প্রয়োজন। বালকগণ অল্প বয়স হইতে ধীরে ধীরে ন্যায়ের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে ও তাহাদিগের চিন্তাশক্তি তদনুসারে গঠিত হইলে একদিকে যেমন চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি তরল ভাবপূর্ণ অপাঠ্য পুস্তকের ফলে সাহিত্যের গৌরব ও প্রভা নষ্ট হইতে পারে না। অধুনা পাশ্চাত্যভাবে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে কিয়ৎ পরিমাণে ন্যায় ও দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করেন। অন্যথা ন্যায়ের চর্চ্চা আদৌ নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার নিয়োগী এম্, এ সভাপতি মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধলেখক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিভাগেই ন্যায়ের উপযোগিতা সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে দেশ ন্যায়ের জন্মভূমি, যে দেশে নব্য ন্যায় বলিয়া এক অভিনব ন্যায়দর্শনের আবিষ্কার হইয়াছিল, সেই দেশেই ন্যায়-চর্চ্চার এইরূপ অবনতি দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? অধুনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়-চর্চ্চা বৃদ্ধি পাইলে উহার ফলে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

| শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন |
|---|---|
| সম্পাদক | সভাপতি |

## একাদশ বার্ষিক পঞ্চম অধিবেশন

বুধবার, ২৬শে মাঘ, (১৩২২), ৯ই ফেব্রুয়ারী, (১৯১৬),
সময়—অপরাহ্ণ ৫॥০টা

### উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন, তর্ককণ্ঠ।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
„ কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ।
„ দীননাথ বাগছী, বি, এল্।
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল্।

### আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত মৃগশৃঙ্গাকৃতি পরগাছা। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী এম্, এ মহোদয়ের "ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন"। ৬। শোক-প্রকাশ—পরিষদের সদস্য ময়মনসিংহনিবাসী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

### নির্দ্ধারণ

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিতে এই অধিবেশনের কার্য্য স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহঃ সম্পাদক

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ
সভাপতি

## একাদশ বার্ষিক স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২৭শে চৈত্র ১৩২২), ৯ এপ্রিল (১৯১৬),

সময়—অপরাহ্ণ ৬টা

### উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন, তর্ককণ্ঠ—সভাপতি।

„ পণ্ডিতকেশরী কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।

„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

„ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্।

„ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ।

„ রজনীকান্ত মৈত্রেয়।

„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।

„ „ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার—সহঃ সম্পাদক।

„ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

এই সভায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ (ময়মনসিংহ) মহাশয় যোগদান করিয়াছিলেন।

### আলোচ্য-বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত "মৃগশৃঙ্গাকৃতি পরগাছা"। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম্ এ মহোদয়ের "ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন"। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) প্রবীণ একনিষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যোমকেশ মুস্তফী ও (খ) পরিষদের সদস্য ময়মনসিংহ নিবাসী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

### নির্দ্ধারণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

| সদস্য | [illegible] | সমর্থক |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত নবাবজাদা আফ্‌তাফআলি, বগুড়া | সৈয়দ আবুলফতা | শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী |
| „ উমেন্দ্রচন্দ্র দত্তচৌধুরী, দেউলপাড়া | ঐ | ঐ |
| „ শ্যামাচরণ রায়, ভিতরবন্দ | ঐ | ঐ |
| S. K. Dutt. Dist. Engineer, Rangpur | ঐ | ঐ |

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল :—

| পুস্তকের নাম | উপহারদাতার নাম |
|---|---|
| সীতা-নির্ব্বাসন | শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল্ |
| নবীনা | „ কুলদাচরণ সরকার |
| প্রবন্ধ-লহরী | „ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্ |
| উপদেশ-সাহস্রী | পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী |
| ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ | কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন |
| সহজ নমাজ-শিক্ষা | মোহাম্মদ ছমিরউদ্দীন আহাম্মদ |
| ইসলাম ইতিবৃত্ত | ঐ |
| মৌলুদে অমিল | মোহাম্মদ নছিরউদ্দীন খান্ |
| Annual Report of the Archæological Survey of India | Chief Secy. Bengal Govt. |
| Tantra-tattwa | Justice J. G. Woodroffe. |
| Tantra of the Great liberation | Do |
| Principles of Tantra Hymns to the Goddess | Do |
| Tantric Texts | Do |
| Shatachakra Nirupana and Padukapanchaka | Do |
| Prapanchasara Tantra | Do |
| Kulachudamoni Tantra | Do |
| Tantravidhan with Viji Nirghanta and Mudra Nirghanta | Do |

৪। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত "মৃগশৃঙ্গাকৃতি পরগাছা" সাদরে গৃহীত হইল।

৫। যশোহরে আহূত নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে এ সভার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে নির্ব্বাচিত করা হইল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত—মোক্তার।

„ রাসবিহারী ঘোষ ঐ

" ...াল বসু
" মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ
" যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
" যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্
" গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং সারদাগোবিন্দ তালুকদার মহাশয়-ত্রয়ের মৃত্যুতে সভা শোকপ্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার প্রাতঃকাল পাঁচটার সময় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাণীর একনিষ্ঠ সেবক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং বঙ্গসাহিত্যের যারপর নাই ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। যতদিন সাহিত্য-পরিষৎ থাকিবে ততদিন উহার সহিত ব্যোমকেশ বাবুর স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে। পরিষদের জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন আমরা সকলেই ভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ
সভাপতি

# রঙ্গপুর-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী।

## ১। চণ্ডিকাবিজয়। ( মহাকাব্য )

**রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রন্থ।**

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদের সটীক গ্রন্থের অর্দ্ধমূল্য—কাগজের মলাট ৷৷৹ আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ৸৹ আনা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

## ২। আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট।

কোচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের সঙ্কলিত "আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট" নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই সভা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সভ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

## ৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। ( হিন্দুরাজত্ব )

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত, এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৸৹ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

## ৪। রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ ( যন্ত্রস্থ )

রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই গ্রন্থ সভা হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত ও সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ১৯১০-১১খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় মধ্যে প্রাগুক্ত বোর্ড ৫০০ পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রঙ্গপুরের যাবতীয় পুরাতত্ত্ব ও কৃষিবাণিজ্যাদির বিবরণ চিত্রাদি সহ প্রকাশিত হইবে।

## ৫। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র।

## ৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি।

বগুড়ার ভক্তকবি সাধকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভক্তকবি ও তাঁহার সঙ্গীতের পরিচয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই অবিদিত নাই। আশা করি, কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ।৹ আনা মাত্র দিয়া এই গ্রন্থ-খানি ক্রয় করিবেন।

## ৭। বগুড়ার ইতিহাস। ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড )

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ ও ১।৹, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে ।৵৹ ও ৷৷৵৹ আনা মাত্র।

## ৮। পালিপ্রকাশ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রণীত।

মূল্য ২৸৹, বাঁধান ৩৲ টাকা; প্রবেশক, [illegible] ণী ও শব্দকোষ সহ, পালিশিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

## ৯। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ( আদিকাণ্ড )

উত্তরবঙ্গের এই সুবৃহৎ রামায়ণ দীঘাপতিয়ার সুযোগ্য সাহিত্যসেবী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে ও গৌড়ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিশ্বকোষযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল আদিকাণ্ডই রয়েল আটপেজী আকারে ৩৫ ফর্মায় সমাপ্ত হইয়াছে। সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন। সভ্যেতর ব্যক্তির পক্ষে আদিকাণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।